উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

সেনসেক্স : ৮২,০৫৫.১১ (+১৫৮.৩২)

নিফটি : ২৫,০৪৪.৩৫ (+৭২.৪৫)

বিদেশিনীকে ধর্ষণ
রাজস্থানের উদয়পুরে এক ফরাসি মহিলাকে ধর্ষণের অভিযোগ। এক ক্যাফে পার্টিতে পরিচয়ের পর অভিযুক্ত তাঁকে 'শহর ঘুরিয়ে দেখানোর' নাম করে একটি ফ্ল্যাটে নিয়ে গিয়ে ধর্ষণ করে। » ৭

আজ মহাকাশে পাড়ি শুভাংশুর
সাতবার উড়ানের তারিখ পিছিয়ে যাওয়ার পর অবশেষে নাসা ঘোষণা করেছে, ভারতীয় গ্রুপ ক্যাপ্টেন শুভাংশু শুক্লা বুধবার মহাকাশে পাড়ি দিতে পারেন তাঁর তিন সঙ্গী নভশ্চরকে নিয়ে। » ৭

আজকের সম্ভাব্য তাপমাত্রা

	শিলিগুড়ি	জলপাইগুড়ি	কোচবিহার	আলিপুরদুয়ার
সর্বোচ্চ	৩৪°	৩৪°	৩৪°	৩৪°
সর্বনিম্ন	২৬°	২৬°	২৭°	২৫°

ইংল্যান্ডের দাপটে স্বপ্নভঙ্গ ভারতের » ১২

শিলিগুড়ি ১০ আষাঢ় ১৪৩২ বুধবার ৫.০০ টাকা 25 June 2025 Wednesday 12 Pages Rs. 5.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 46 Issue No. 38

যুদ্ধবিরতি নাটক

কৃতিত্বে চোনা, খেপে লাল ট্রাম্প

ওয়াশিংটন ও তেহরান, ২৪ জুন : যুদ্ধবিরতি কিন্তু যুদ্ধবিরতি নয়। এ যেন সুকুমার রায়ের কবিতার 'হাঁসজারু।' প্রবল পরাক্রম ডোনাল্ড ট্রাম্পের যুদ্ধবিরতি ঘোষণা সোশ্যাল মিডিয়ার পোস্টে থেকে গেল। না মানল ইজরায়েল, না মানল ইরান। মঙ্গলবার ভোররাতে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ঘটা করে ইজরায়েল-ইরানের সংঘর্ষ বিরতি ঘোষণা করে দিয়েছিলেন। যেমন করেছিলেন ভারত-পাকিস্তানের ক্ষেত্রে।

কিন্তু কে শোনে কার কথা। ঘোষণা করে ট্রাম্প ঘুমোতে গিয়েছিলেন। তিনি ঘুমিয়ে থাকার সময়ই দক্ষিণ ইজরায়েলে আছড়ে পড়ল ইরানের ক্ষেপণাস্ত্র। পালটা তেহরানে একটি রাডারকেন্দ্র গুঁড়িয়ে দিল ইহুদি সেনাবাহিনী। ঘুম ভেঙে রাগে-ক্ষোভে, হতাশায় প্রায় চুল ছেঁড়ার দশা মার্কিন প্রেসিডেন্টের। তাঁর কথায়, 'দু'পক্ষই সংঘর্ষ বিরতির শর্ত ভেঙেছে। ইজরায়েলের পদক্ষেপ আমার ভালো লাগেনি। ইরানের ভূমিকাতেও খুশি নই।'

যদিও ভাঙলেও মচকান না তিনি। তাঁর নাম ট্রাম্প। হোয়াইট হাউসে সাংবাদিকদের তিনি বলেন, 'আমি নিশ্চিত নই যে ওরা ইচ্ছাকৃতভাবে এটা করেছে। দেখছি, এসব বন্ধ করতে পারি কি না। তবে সংঘর্ষ বিরতি কার্যকর রয়েছে।' পরে ট্রুথ সোশ্যালে বেঞ্জামিন নেতানিয়াহুর উদ্দেশে তিনি বার্তা দেন, 'ইজরায়েল, বোমাগুলি ফেলে দিও না। যদি করো (যুদ্ধ), তাহলে এটা বড় ধরনের উলঙ্ঘন হবে। এখনই তোমার পাইলটদের ফিরিয়ে নিয়ে এসো!'

কিছুক্ষণ বাদে আরও একটি পোস্টে মার্কিন প্রেসিডেন্ট লেখেন, 'ইরানে হামলা চালাবে না ইজরায়েল। সব বিমান বাড়ি ফিরে যাবে।' ট্রাম্পের যুদ্ধবিরতির প্রস্তাবে অবশ্য প্রথমে সায় দিয়েছিল তেল আভিভ। ইজরায়েল বিবৃতি দিয়ে জানায়, 'ডোনাল্ড ট্রাম্পের প্রস্তাব মেনে ইজরায়েল যুদ্ধবিরতিতে রাজি হচ্ছে।' প্রাথমিকভাবে ইরান অবশ্য যুদ্ধবিরতি নিয়ে কোনও মন্তব্য করেনি।

তবে পরে তেহরান জানিয়ে দেয়, ইজরায়েল আর হামলা না চালালে ইরান আর আক্রমণ করবে না। বিবৃতিতে তেহরান বলে, 'ইহুদি ভাবনার শত্রু ও তার সমর্থকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ বন্ধ করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।' নেতানিয়াহু নাকি মার্কিন প্রেসিডেন্টকে সাফাই দেন, আগে থেকে পরিকল্পনা করা হামলা বন্ধ করার উপায় ছিল না।

ট্রাম্পের ঘোষণায় সোমবার রাত ১২টা থেকে কার্যকর হয় সংঘর্ষ বিরতি। ভারত-পাকিস্তানের মতো ইজরায়েল-ইরান সংঘাত বন্ধের জন্যও কৃতিত্ব দাবি করেন তিনি। ট্রুথ সোশ্যালে লেখেন, 'ইজরায়েল ও ইরান প্রায় একসঙ্গে এসেছিল এবং শান্তির কথা বলেছিল। আমি বুঝতে পেরেছিলাম, এটাই সংঘর্ষ বিরতির ঠিক সময়। *এরপর দশের পাতায়*

রাতের কয়েক ঘণ্টা

- সোমবার রাতে কাতারের দোহায় মার্কিন সেনা ও বায়ুসেনার ঘাঁটিতে ইরানের হামলা
- ইরানকে পালটা জবাব না দিয়ে সংঘর্ষবিরতি ঘোষণা মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের
- সোশ্যাল মিডিয়া ট্রুথে ট্রাম্প লেখেন, 'সংঘর্ষবিরতি এখন থেকে কার্যকর হচ্ছে। দয়া করে লঙ্ঘন করবেন না।'
- ট্রাম্পের প্রস্তাব মেনে ইজরায়েল বিবৃতি দিয়ে জানায়, তারা সংঘর্ষবিরতিতে সম্মত
- কিছুক্ষণ পরই ইজরায়েল দাবি করে, যুদ্ধবিরতি লঙ্ঘন করে হামলা চালিয়েছে ইরান
- তেহরান লক্ষ্য করে পালটা হামলার নির্দেশ ইজরায়েলের প্রতিরক্ষামন্ত্রীর
- এরপরই হামলার অভিযোগ অস্বীকার করে যুদ্ধবিরতিতে 'সায়' ইরানের

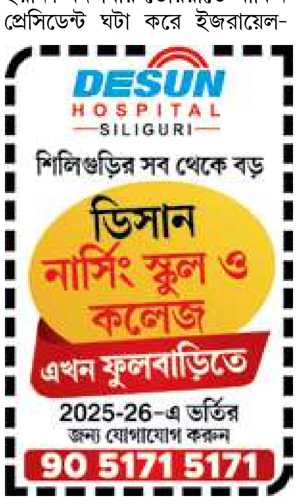

ইরানি মিসাইলে বহুতল যেন ধ্বংসস্তূপ। দেহের খোঁজে নেমেছে ইজরায়েলি সেনা। বীরশেবায় মঙ্গলবার।

রাজস্থানে বাঙালি হেনস্তা

বাংলা বললেই বাংলাদেশি ভেবে হেনস্তা করা হচ্ছে বাঙালিদের। এর আগেও এমন ঘটনা ঘটেছে ভিনরাজ্যে। রাজস্থানেও সেই এক ঘটনা।

দীপ্তিমান মুখোপাধ্যায় ও রণবীর দেব অধিকারী

কলকাতা ও ইটাহার, ২৪ জুন : মহারাষ্ট্রের পর রাজস্থানে বাঙালিদের হেনস্তা। শ্রমিকের কাজ করতে গিয়ে হয়রানির শিকার একদল বাঙালি। মহারাষ্ট্রের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে পশ্চিমবঙ্গের কিছু বাসিন্দাকে পাকড়াও করে বিএসএফের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছিল। বিএসএফ তাঁদের বাংলাদেশের সীমানায় ঢুকিয়ে দিয়েছিল জোর করে। মঙ্গলবার রাজস্থানেও কয়েক ঘণ্টা বিভীষিকা হয়ে থাকল প্রায় ২৫০ জন বাঙালির জীবনে।

ওই বাঙালিরা কেউ বাংলাদেশি নন। পশ্চিমবঙ্গের উত্তর দিনাজপুর জেলার ইটাহার ব্লকের বাসিন্দা। বাংলাদেশি সন্দেহে কর্মস্থল থেকে তুলে নিয়ে গিয়ে একটি হলঘরে কয়েক ঘণ্টা আটকে রেখে তাঁদের জিজ্ঞাসাবাদ করে রাজস্থান পুলিশ। ইটাহারের বিধায়ক মোশারফ হোসেনের কাছে ওই খবর পেয়ে মঙ্গলবার ক্রুদ্ধ হন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

তিনি তখন বিধানসভায়। পরে তিনি নিজেই বিধানসভায় বিষয়টি তোলেন। ভাষণের সময় তিনি বলেন, 'বাঙালিরা এদের শত্রু। তাই বাংলা ভাষায় কথা বললেই তাঁদের বাংলাদেশি বলে দেওয়া হচ্ছে। বাংলা ভাষায় কথা বলা কি অপরাধ?' *এরপর দশের পাতায়*

রাজস্থানে আটক ইটাহারের শ্রমিকরা।

কালীগঞ্জের মৃত্যুতে নীরব মমতা

অরূপ দত্ত ও নয়নিকা নিয়োগী

কলকাতা, ২৪ জুন : কালীগঞ্জে তৃণমূলের বিজয় মিছিল থেকে ছোড়া বোমায় নাবালিকার মৃত্যুর পর সমাজমাধ্যমে দুঃখপ্রকাশ করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। কিন্তু ওই ঘটনার ২৪ ঘণ্টার পর বিধানসভার অধিবেশনে ভাষণ দিলেও ওই প্রসঙ্গে রা কাড়লেন না মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তবে কড়া পদক্ষেপ করার জন্য তাঁর সোমবারের নির্দেশের জেরে ইতিমধ্যে ৪ জনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ।

কিন্তু বিধানসভার অধিবেশনে ওই প্রসঙ্গ এড়িয়ে যাওয়ায় মুখ্যমন্ত্রীর সমালোচনা করেছে বিজেপি। যদিও আইনশৃঙ্খলার এত বড় বিষয় হাতে পেয়েও বিজেপি কাজে লাগাতে পারল না বলে কটাক্ষ করেছে সিপিএম। মঙ্গলবার কালীগঞ্জে ফিরেছে ১৩ বছরের তামান্না খাতুনের প্লাস্টিকে মোড়া দেহ। তার মৃত্যুর জন্য পুলিশ ৪ জনকে গ্রেপ্তার করলেও পুলিশ নয়, সিবিআই তদন্ত দাবি করছেন তামান্নার মা-বাবা।

ওড়িশা থেকে ফিরে এদিন নাবালিকার বাবা হোসেন শেখ বলেন, 'পুলিশের প্রতি আমার ভরসা নেই। আমি দোষীদের শাস্তি চাই। প্রয়োজনে সবকিছু বিসর্জন দিতে আমি রাজি।' নাবালিকার মা সাবিনার দাবি, 'আমার মেয়েকে পরিকল্পিতভাবে খুন করা হয়েছে। তৃণমূলকে ভোট দিই না বলে বাড়ি লক্ষ্য করে হামলা চালিয়েছে।'

আদর শেখ, মানোয়ার শেখ, কালু শেখ ও আনোয়ার শেখকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। চার বিজেপি বিধায়ককে সাসপেন্ড করায় মঙ্গলবার বিধানসভার অধিবেশন বয়কটের সিদ্ধান্ত নিয়েছিল বিজেপি। সেই কারণে বিধানসভায় এলেও মঙ্গলবার অধিবেশনে যোগ দেয়নি বিজেপি। বিধানসভায় আসেননি বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীও। *এরপর দশের পাতায়*

রহস্যের কুল নাই, কিনার নাই

সোনার দোকানে ডাকাতির তদন্তে পুলিশ। -ফাইল চিত্র

বছরে একটি ডাকাতিই লক্ষ্য

শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ২৪ জুন : ঠিক যেন ম্যানেজমেন্ট স্টাডিজ। ঠিকমতো কোনও সংস্থা চালাতে দেশের তাবড় প্রতিষ্ঠানে ম্যানেজমেন্টের দারুণ সমস্ত কোর্স করানো হয়। শিলিগুড়ির ডাকাতির ঘটনাতেও যেন এমনই কোর্সের ছোঁয়া। এই ডাকাতিতে ধরা পড়া দুই দুষ্কৃতী সাফিক খান ও মহম্মদ সামশাদকে জেরা করে তদন্তকারীরা জানতে পেরেছেন, দলটি বছরে একটি মাত্র 'সফল অপারেশন'-এ বিশ্বাসী। আর তাতেই দলের সদস্যদের এক-একজনের প্রতি বছরে গড়ে ১০ লক্ষ টাকা আরামে 'রোজগার' হয়ে যায়। টাকাটা মাসের হিসেবে ভাগ করলে আজকালকার চাকরির বাজারে 'যথেষ্টই ঈর্ষণীয়'। তদন্তে চমকে দেওয়া এমন আরও তথ্যই জানা যাচ্ছে।

শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটান পুলিশের ডিসিপি (ইস্ট) রাকেশ সিংয়ের কথায়, 'যাবতীয় প্রশ্নের উত্তর পেতে আমরা গোটা ঘটনার পুনর্নির্মাণ করছি। বিভিন্ন রাজ্যের সঙ্গে যোগাযোগ করে তদন্তে মেলা সমস্ত তথ্য যাচাই করে দেখা হচ্ছে। তদন্তে এই ডাকাতির ঘটনায় দেশের চারটি জায়গার যুক্ত থাকার বিষয়ে জানা গিয়েছে। আমাদের তদন্তকারী টিম সেই সমস্ত জায়গায় গিয়ে দুষ্কৃতীদের খুঁজে বের করার চেষ্টা করছে।'

রবিবার শিলিগুড়ির হিলকার্ট রোডে একটি নামী গয়নার দোকানে ডাকাতির পর থেকেই এই 'অপারেশন' সবার চর্চায়। তদন্তকারীদের সূত্রে খবর, দলের সদস্যরা বছরে একাধিক অপারেশনে মোটেও বিশ্বাসী নয়। বরং একটি জায়গাকে চিহ্নিত করে সেই জায়গাতেই মাসের পর মাস রেইকি করে কোটি টাকার গয়না লুট করাটাই এদের লক্ষ্য। এভাবে অপারেশন চালিয়ে যে আয় হয় তাতে তাদের পরিবার ভালোভাবেই চলে বলে ধৃতরা পুলিশকে জানিয়েছে।

গ্যাংটি দেশের নানা প্রান্তে অপারেশন চালালেও কোটি কোটি টাকার গয়না মূলত একজনকেই বিক্রি করে থাকে। সেই ব্যক্তি ভিনরাজ্যের বাসিন্দা। পুলিশ সেই বিশেষ ব্যক্তির খোঁজ চালাচ্ছে। এই গ্যাংয়ের সঙ্গে বিহারের এক বাহুবলী রাজনীতিবিদের যোগাযোগ রয়েছে বলে মঙ্গলবারই উত্তরবঙ্গ সংবাদে প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়েছে। সেই ব্যক্তির হাত মাথায় থাকায় দুষ্কৃতীরা নিশ্চিত হয়ে অপারেশন চালায়। লুটপাটের সময় হাতে আগ্নেয়াস্ত্র থাকলেও খুব প্রয়োজন না থাকলে তারা কারও ওপর গুলি চালায় না বা সেভাবে মারধরও করে না।

অবাক করার মতো তথ্য আরও আছে। ধরা পড়লে খুব বেশি হলে কয়েক মাসের কারাবাস। তারপর ছাড়া পেয়ে ফের এজাতীয় দুষ্কর্ম। *এরপর দশের পাতায়*

টার্গেট ১০ লাখ

- গ্যাংটি দেশের নানা জায়গায় অপারেশন চালায়
- লুট হওয়া সোনা মূলত একজনকেই বিক্রি করে বলে সন্দেহ পুলিশের
- ধরা পড়লে কয়েকমাস কারাবাসের পর আবার দুষ্কর্ম
- প্রতি বছরে একেকজন সদস্যের টার্গেট গড়ে ১০ লাখ টাকা
- গ্যাংটির সঙ্গে বিহারের এক বাহুবলী নেতার যোগ

এটিএম লুটে ধৃত হরিয়ানার ৩ বাসিন্দা

শিলিগুড়ি, ২৪ জুন : চম্পাসারি এটিএম লুট কাণ্ডের ছয়দিনের মাথায় অভিযুক্ত তিন দুষ্কৃতীকে গ্রেপ্তার করল প্রধাননগর থানার পুলিশ। ধৃতদের কাছ থেকে তিন লক্ষ একশো নব্বই টাকা উদ্ধার হয়েছে। প্রত্যেকে হরিয়ানার ন্যূ জেলার বাসিন্দা। ধৃতদের মধ্যে মহম্মদ খুরশিদের ওপর তিনদিন ধরে নজর রাখার পর ন্যূ জেলার গুরনাওয়াট গ্রাম থেকে গ্রেপ্তার করে পুলিশের সাদা পোশাকের টিম। বাকি দুই ধৃত মহম্মদ ইজরায়েল ও জাভেদ খানকে শালুগাড়া সংলগ্ন শান্তিপাড়া থেকে পাকড়াও করা হয়েছে। অসমের শ্রীরামপুর থেকে ইজরায়েল ও জাভেদের পিছু নিয়েছিলেন তদন্তকারীরা। শেষপর্যন্ত মঙ্গলবার ভোরে তারা পুলিশের জালে ধরা পড়ে। পুলিশের প্রাথমিক অনুমান, অসমের শ্রীরামপুর কিংবা লাগোয়া আলিপুরদুয়ারে এটিএম লুটের পরিকল্পনা করছিল ওরা।

তদন্তকারীদের এও ধারণা যে, এই গ্যাং অনেকটাই বড়। সারাদেশে ছড়িয়ে তাদের নেটওয়ার্ক। মূলত এরা চালক, খালাসির কাজ নিয়ে বিভিন্ন জায়গায় ঘুরে বেড়ায়। তবে চম্পাসারির ঘটনায় চারজনই সরাসরি যুক্ত ছিল বলে অনুমান পুলিশের। আর একজনের খোঁজ চলছে। শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটান পুলিশের ডিসিপি (ওয়েস্ট) বিশ্বচাঁদ ঠাকুরের বক্তব্য, 'সিসিটিভি ক্যামেরার ফুটেজ, টাওয়ার লোকেশন, সিভিআর-এর সাহায্য নিয়ে আমরা হরিয়ানা থেকে এক দুষ্কৃতীকে গ্রেপ্তার করি। এরপর তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করে জানতে পারি, দুজন এখানেই রয়ে গিয়েছে। টাওয়ার লোকেশন ও সিভিআর থেকে প্রাপ্ত তথ্যের সূত্র ধরে দেখা যায়, ওরা পার্শ্ববর্তী রাজ্যে ঘোরাফেরা করছে। ট্র্যাকিং করে মঙ্গলবার ভোরে গ্রেপ্তার করা হয় তাদের।' তবে ধৃতদের কাছ থেকে কোনওধরনের আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধার হয়নি বলে খবর পুলিশ সূত্রে। ডিসিপি (ওয়েস্ট) জানালেন, ধৃতরা মঙ্গলবার রাতে শহরে এসেছিল।

ময়নাগুড়িতে এটিএম লুটের ঘটনায় ধৃতদের মধ্যেও ন্যূ-এর বাসিন্দা রয়েছে। এরা সবাই একই গ্যাংয়ের সদস্য কি না, তা নিয়ে সন্দেহ ক্রমশ জোরালো হচ্ছে। ডিসিপি (ওয়েস্ট) অবশ্য বলছেন, 'ময়নাগুড়ির ঘটনার সঙ্গে এখনও পর্যন্ত কোনওরকম যোগসূত্র না পাওয়া গেলেও বিষয়টি তদন্ত করে দেখা হচ্ছে।' *এরপর দশের পাতায়*

১০ কোটির ভবনে জল থইথই

পুরনিগমের এ কী অবস্থা! কটাক্ষ বিরোধীদের

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ২৪ জুন : কোটি কোটি টাকা খরচ করে তৈরি শিলিগুড়ি পুরনিগম ঝাঁ চকচকে নতুন বহুতল তৈরি করছে। কিন্তু সেই ভবনে অঝোরে বৃষ্টির জল ঢুকছে। লিফটেও জল থইথই অবস্থা। মঙ্গলবার সকালের ছবি। শর্টসার্কিট হওয়ার আশঙ্কায় দ্রুত লিফট বন্ধ করে দেওয়া হয়। কিন্তু ছ'তলা ভবনের প্রতিটি তলেই সিঁড়ি দিয়ে দীর্ঘ সময় ধরে লাগাতার জল পড়ায় জল জমে যায়। বেলা গড়ানোর ফাঁকে বৃষ্টির তেজ কমায় রক্ষা। পুরকর্মীদের এনে সমস্ত জল বের করার ব্যবস্থা করা হয়। কিন্তু বৃষ্টির জলে নতুন ভবনের প্রতিটি তলের দেওয়াল, ছাদ এবং ফলস সিলিংয়ের ক্ষতি হয়েছে।

পুরনিগমের বিরোধী দলনেতা অমিত জৈন এই ঘটনার তদন্ত দাবি করেছেন। কার গাফিলতিতে লিফট, সিঁড়ি বেয়ে এত বৃষ্টির জল এল সেটা দেখা উচিত বলে তাঁর মন্তব্য। অমিতের বক্তব্য, 'কোটি কোটি টাকা খরচ করে এই ভবন তৈরি হয়েছে। অথচ লিফট, ছাদ দিয়ে জল পড়ছে। পুরকর্তা থেকে সাধারণ মানুষ ওই ভবনের বিভিন্ন তলে যাতায়াত করেন। একটা দুর্ঘটনা হলে তার দায় কে নেবে? কার গাফিলতিতে এই ঘটনা ঘটছে সেটা তদন্ত করে দেখা উচিত।' মেয়র গৌতম দেব বলেছেন, 'ছাদের ওপরে পাইপ জ্যাম হয়ে এই ঘটনা ঘটেছে। আমরা আলোচনা করেছি। ভবনের ভিতরে আর জল ঢুকবে না।'

১০ কোটি টাকার বেশি খরচ করে পুরনিগমের নতুন ছ'তলা ভবন তৈরি হয়েছে। সেই কাজ এখনও পুরোপুরি শেষ হয়নি। কিন্তু ইতিমধ্যেই ওই ভবনে মেয়র, পুর চেয়ারম্যান, কমিশনার, সচিব সহ একাধিক মেয়র পারিষদের অফিসও স্থানান্তরিত হয়েছে। মেয়র নিয়মিত ওই অফিসেই বসেন। কিন্তু ভবনটি চালু হওয়ার পর প্রথম বর্ষাতেই জল থইথই অবস্থা হল। পুরনিগম সূত্রের খবর, নতুন ভবন দিয়ে বেশ কয়েকদিন ধরেই বৃষ্টিতে ছিটেফোঁটা জল পড়ছিল। অনেক জায়গায় দেওয়াল স্যাঁতসেঁতে হয়ে যাচ্ছিল। কিন্তু সোমবার রাতের বৃষ্টিতে সিঁড়ি বরাবর ছাদ থেকে অনবরত জল পড়তে শুরু করে। এদিন অফিস চালু হওয়ার পর সিঁড়ির ডানদিকে থাকা ভিআইপি লিফট ব্যবহার করতে গিয়ে দেখা যায়, সেখানেও অবিরাম ধারায় জল পড়ছে। তাতে লিফটটিতে শর্টসার্কিট হতে পারে বলে আশঙ্কা ছড়ায়। বিষয়টি নজরে আসার পরেই সিঁড়ি সংলগ্ন ভিআইপি লিফট বন্ধ করে দেওয়া হয়।

কিন্তু তখনও সিঁড়ি বেয়ে জল পড়া কিছুতেই বন্ধ করা যাচ্ছিল না। এরপরেই পুরকর্মীদের ডেকে ভবনের ছাদ থেকে পরিস্থিতি খতিয়ে দেখা হয়। *এরপর দশের পাতায়*

ঝাঁ চকচকে পুর ভবন। চুইয়ে পড়া জলে ভিজেছে ছাদ, সিঁড়ি।

Ganesh: Page 10(A... pdf) from UBS, Siliguri for 25-06-2025

Wanted Teacher & Staffs

1. Math Teacher:- Qualification- B.SC B.ED should fluency in English & Hindi is a must.

Apply with C.V Along with copies of Testimonials and passport size photograph within 7 days. to:-

The Principal, Hindi Balika Vidyapith
S.P Mukherjee Road, Khalpara, Siliguri- 734005

ভর্তি বিজ্ঞপ্তি
পিএম শ্রী স্কুল
জওহর নবোদয় বিদ্যালয়,
বালুরঘাট, দক্ষিণ দিনাজপুর

২০২৬-২৭ শিক্ষাবর্ষে ষষ্ঠ (VI) শ্রেণিতে ভর্তির জন্য বিনামূল্যে ফর্ম ফিলাপ শুরু হয়েছে।

আবেদনের শেষ তারিখ - ২৯শে জুলাই ২০২৫

JNVST প্রবেশিকা পরীক্ষার তারিখ - ১৩ই ডিসেম্বর ২০২৫

বর্তমান শিক্ষাবর্ষে দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার সরকারি/সরকার স্বীকৃত/সরকার অনুমোদিত বিদ্যালয়ে পঞ্চম শ্রেণিতে পাঠরত এবং দক্ষিণ দিনাজপুর জেলায় বসবাসকারী ছাত্র-ছাত্রীরা JNVST প্রবেশিকা পরীক্ষার জন্য আবেদন করতে পারবে। আবেদনকারী ছাত্র-ছাত্রীদের সরকারি/সরকার স্বীকৃত/সরকার অনুমোদিত বিদ্যালয়ে তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম শ্রেণিতে নিরবচ্ছিন্নভাবে পড়াশোনা করতে হবে।

ছাত্র/ছাত্রীর বয়সসীমা হতে হবে - ১লা মে ২০১৪ থেকে ৩১শে জুলাই ২০১৬

ভর্তির ক্ষেত্রে SC, ST ও দিব্যাঙ্গজন (PWD) ছাত্র-ছাত্রীরা প্রযোজ্য সংরক্ষণের সুবিধে পাবে।

OBC র ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সরকারের তালিকাভুক্ত অনগ্রসর সম্প্রদায়ের ছাত্র-ছাত্রীরা সংরক্ষণের সুবিধে পাবে।

সম্পূর্ণ বিনামূল্যে অনলাইনে ফর্ম ফিলাপ করুন নীচের দেওয়া লিংকে -
https://cbseitms.rcil.gov.in/nvs/Index/Registration
হেল্পডেস্ক নম্বর - 9002152916 / 9126824411

ভর্তি বিজ্ঞপ্তি
পি এম শ্রী স্কুল
জওহর নবোদয় বিদ্যালয়
বালুরঘাট, দক্ষিণ দিনাজপুর

২০২৫-২৬ শিক্ষাবর্ষে নবম (IX) ও একাদশ (XI) শ্রেণীর (বিজ্ঞান এবং কলা বিভাগ) খালি সীটের ভর্তির জন্য বিনামূল্যে ফর্ম ফিলাপ শুরু হয়েছে।

আবেদনের শেষ তারিখ- ১১ই জুলাই ২০২৫ (দুপুর ২টো পর্যন্ত)

LEST প্রবেশিকা পরীক্ষার তারিখ -১২ই জুলাই ২০২৫ (সকাল ৯টায় বিদ্যালয়ে reporting)

বর্তমান শিক্ষাবর্ষে দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার সরকারি/ সরকার স্বীকৃত/ সরকার অনুমোদিত বিদ্যালয়ে নবম/ একাদশ শ্রেণীতে পাঠরত এবং দক্ষিণ দিনাজপুর জেলায় বসবাসকারী ছাত্রছাত্রীরা LEST প্রবেশিকা পরীক্ষার জন্য আবেদন করতে পারবে।

বয়স হতে হবে : নবম শ্রেণীর জন্য - ০১.০৫.২০১০ থেকে ৩১.০৭.২০১২
একাদশ শ্রেণীর জন্য - ০১.০৬.২০০৮ থেকে ৩১.০৭.২০১০

ভর্তির ক্ষেত্রে SC, ST ও দিব্যাঙ্গজন (PWD) ছাত্রছাত্রীরা প্রযোজ্য সংরক্ষণের সুবিধে পাবে।

OBC-র ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সরকারের তালিকাভুক্ত অনগ্রসর সম্প্রদায়ের ছাত্রছাত্রীরা সংরক্ষণের সুবিধা পাবে।

সম্পূর্ণ বিনামূল্যে অফলাইনে ভর্তির ফর্ম ফিলাপের জন্য কার্যদিবসে সকাল ১০টা হতে বিকেল ০৫টা অবধি বিদ্যালয় অফিসে যোগাযোগ করুন।

হেল্পডেস্ক নম্বর - 9002152916/9126824411

আজ টিভিতে

আদিশক্তি আদ্যাপীঠ সন্ধে ৭.০০ আকাশ আট

সিনেমা

কালার্স বাংলা সিনেমা : সকাল ৮.০০ সোনার সংসার, দুপুর ১.০০ ছোটবউ, বিকেল ৪.০০ খিলাড়ি, সন্ধে ৭.০০ দাদাঠাকুর, রাত ১০.০০ খোকা ৪২০, ১.০০ সুপারস্টার-আ লভ স্টোরি
জলসা মুভিজ : দুপুর ১২.৩০ পাগলু, বিকেল ৪.০০ রকি, সন্ধে ৬.৫০ সকাল সন্ধ্যা, রাত ১০.৩০ টাইগার
জি বাংলা সিনেমা : বেলা ১১.০০ আসল নকল, দুপুর ২.০০ মহাজন, বিকেল ৫.০০ এক চিলতে সিঁদুর, রাত ১০.৩০ পরিণাম, ১.৩০ বিজয়া
ডিডি বাংলা : দুপুর ২.৩০ তপস্যা
কালার্স বাংলা : দুপুর ২.০০ সখী তুমি কার
আকাশ আট : বিকেল ৩.০৫ ফুল আর পাথর
স্টার গোল্ড সিলেক্ট এইচডি : দুপুর ১২.০০ কাবিল, ২.৩০ ভবেশ যোশী সুপারহিরো, বিকেল ৫.০০ আই, মি অওর ম্যায়, সন্ধে ৬.৪৫ হম দো হমারে দো, রাত ১১.১৫ পুলিশ ভূত
জি সিনেমা এইচডি : বেলা ১১.৫৩ শাদি মে জরুর আনা, দুপুর ২.২৮ ভীমা, বিকেল ৫.১৮ স্পাইডার, রাত ৮.০০ সিংহম এগেইন, ১০.৫০ মায়োঁ
অ্যান্ড পিকচার্স : দুপুর ১২.৫৬ ড্রিম গার্ল, বিকেল ৩.০৭ এন্টারটেইনমেন্ট, ৫.৩৬ মক্ষী, রাত ৮.০০ ম্যায়নে পেয়ার কিয়া, ১১.৫০ জিগরওয়ালা নাম্বার ওয়ান
অ্যান্ড এক্সপ্লোর এইচডি : বেলা ১১.১১ গো গোয়া গন, দুপুর ১২.৫৫ উঁচাই, বিকেল ৩.৪৮ তলাশ : দ্য আনসার লাইজ উইদিন, সন্ধে ৬.৪৬ হমারি অধুরি কহানি, রাত ৯.০০ বস্তর : দ্য নক্সাল স্টোরি, ১১.০২ ইংলিশ ভিংলিশ

রেস অফ লাইফ সন্ধে ৬.৫৫ অ্যানিমাল প্ল্যানেট হিন্দি

সকাল সন্ধ্যা
সন্ধে ৬.৫০ জলসা মুভিজ

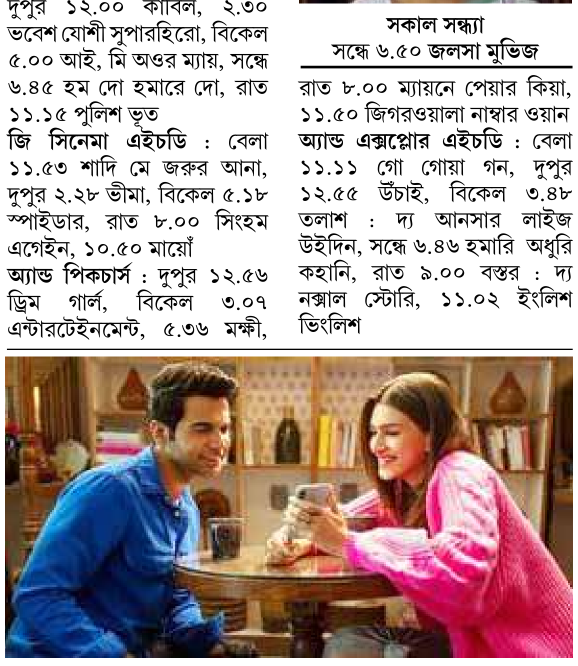

হম দো হমারে দো সন্ধে ৬.৪৫ স্টার গোল্ড সিলেক্ট এইচডি

বাবার হাতে ছেলে খুন

বরুণকুমার মজুমদার

ডালখোলা, ২৪ জুন : বাবার হাতে ছেলেকে খুন হতে হল। করণদিঘি বিধানসভার ডালখোলা থানার বেগুয়ার টেনাগাছিতে মর্মান্তিক এই ঘটনাটি ঘটেছে। মৃতের নাম দয়াল সিংহ (৪৫)। দয়ালের বাবা ঝাপটিয়া সিংহকে পুলিশ গ্রেপ্তার করেছে।

দয়াল নেপালে রাজমিস্ত্রির কাজ করতেন। পরিবারে স্ত্রী ছাড়া ছেলে ও মেয়ে রয়েছে। মেয়ে দ্বাদশ ও ছেলে ষষ্ঠ শ্রেণির পড়ুয়া। স্ত্রী বাড়ির কাজ সামলান। স্থানীয় বাসিন্দারা জানিয়েছেন, দয়াল মঙ্গলবার সকালে নেপাল থেকে বেগুয়ার বাড়িতে ফেরেন। তারপরে স্ত্রী সারথিকে নিয়ে মাঠে কাজ করতে যান। মাঠেই খবর পান তাঁর ছেলেকে ভাই রাজকিশোর মারধর করেছে। বাড়িতে ফিরে রাজকিশোরের সঙ্গে সারথির বচসা বাঁধে। দয়ালের বাবা ঝাপটিয়াও ঝগড়ায় জড়িয়ে পড়েন। কেন তাঁর ছেলেকে মারধর করা হয়েছে বলে সারথি রাজকিশোর ও ঝাপটিয়ার কাছে জানতে চান। দু'পক্ষের মধ্যে বচসা চরমে ওঠে। রাজকিশোর আচমকাই ধারালো অস্ত্র নিয়ে সারথিকে এলোপাতাড়িভাবে কোপাতে শুরু করেন বলে অভিযোগ। স্ত্রীকে বাঁচাতে দয়াল ছুটে আসেন। তিনি বাবার দিকেও তেড়ে যান।

আহত দয়ালকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে হাসপাতালে।

তখনই কাছে থাকা কোদাল দিয়ে ঝাপটিয়া ছেলেকে আঘাত করেন বলে অভিযোগ। দয়াল সঙ্গে সঙ্গে মাটিতে লুটিয়ে পড়েন। স্থানীয় বাসিন্দারা আহত দয়াল ও সারথিকে করণদিঘি প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে যান। এরপর দুজনকেই রায়গঞ্জ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। রায়গঞ্জ যাওয়ার পথেই দয়ালের মৃত্যু হয়। সারথি বর্তমানে বিপন্মুক্ত বলে চিকিৎসকরা জানিয়েছেন। ঘটনায় এলাকায় ব্যাপক শোরগোল শুরু হয়েছে। সামান্য বিবাদ থেকে যে এমন একটা ঘটনা ঘটে যেতে পারে তা কেউ ভাবতেই পারছেন না। বাজারগাঁও ১ তৃণমূল কংগ্রেসের অঞ্চল সভাপতি নুরুল ইসলাম বললেন, 'খবর পেয়ে আমরা ওই বাড়িতে যাই। পুলিশ ঘটনার তদন্ত করে দেখছে।'

আদিনা ডিয়ার ফরেস্টে পর্যটকদের আকর্ষণের কেন্দ্রে হরিণ। ছবিটি তুলেছেন পঙ্কজ ঘোষ।

চাঁদা তুলে রাস্তা মেরামত

করণদিঘি, ২৪ জুন : তৃণমূলের হেরে যাওয়া বুথে পঞ্চায়েতের তরফে কাজ না করার অভিযোগ উঠল করণদিঘি ব্লকের গোপলা গ্রামে। স্থানীয়দের দাবি, গ্রামের রাস্তাটি দীর্ঘদিন ধরে বেহাল, বহুবার পঞ্চায়েতকে জানিয়েও কোনও লাভ হয়নি। এই অবস্থায় বাধ্য হয়ে মঙ্গলবার নিজেরাই চাঁদা তুলে রাস্তা সংস্কারের কাজে নেমে পড়েন এলাকার মানুষ।

সোমবার দুপুর থেকে মঙ্গলবার পর্যন্ত রাস্তার কাজ হয়। বর্তমানে সেখানে ইটের রাবিশ ও মাটি বিছিয়ে সমান করার কাজ চলছে। স্থানীয় বাসিন্দা মহসিন আজম, মহম্মদ শাহাবুদ্দিনরা জানিয়েছেন, গ্রামের সকলের থেকে অর্থ তুলে রাস্তার কাজ হচ্ছে। গ্রামের পুরুষদের পাশাপাশি ওই কাজে হাত লাগিয়েছেন বিবি আলেক জান, আদব বানুর মতো মহিলারাও।

স্থানীয় পঞ্চায়েত সদস্য কংগ্রেসের মুজিবুর রহমান বলেন, 'তৃণমূল এখানে জিততে পারেনি। সেই রাগে পরিষেবা দিচ্ছে না বাসিন্দাদের। রাস্তা সংস্কার করছে না। এই ঘটনা থেকে ওদের শিক্ষা হওয়া উচিত।'

যদিও রসাখোয়া-১ পঞ্চায়েতের প্রধান সোনা মুর্মু অবশ্য অভিযোগের কিছুই মানতে চাননি।

আলিপুরদুয়ারে এবার বিদেশি পড়ুয়া

ভাস্কর শর্মা

আলিপুরদুয়ার, ২৪ জুন : আলিপুরদুয়ার বিশ্ববিদ্যালয়ে এবার সুযোগ পাবেন বিদেশি পড়ুয়ারাও। তাঁদের ভর্তি নেওয়ার প্রস্তুতি শুরু হয়ে গিয়েছে। ইতিমধ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ে চালু করা হয়েছে ইন্টারন্যাশনাল সেল। এই সেল এখন বিদেশি পড়ুয়াদের ভর্তির বিষয়টি দেখছে। এতে উপকৃত হবেন আলিপুরদুয়ার সংলগ্ন ভুটান, নেপাল সহ বাংলাদেশের ছাত্রছাত্রীরা।

আলিপুরদুয়ার বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ডঃ সরিৎকুমার চৌধুরী বলেন, 'বিদেশি পড়ুয়াদের ভর্তির জন্য ইউজিসির একটি নির্দিষ্ট গাইডলাইন রয়েছে। আমরা ওই গাইডলাইন মেনে একটি ইন্টারন্যাশনাল সেল খুলেছি। সেই সেল এখন বিদেশি পড়ুয়াদের ভর্তির বিষয়টি দেখছে। আমরা আশাবাদী, স্থানীয় ছাত্রছাত্রীদের পাশাপাশি এবার বিদেশি পড়ুয়ারাও এখানে পড়তে আসবেন।'

শিক্ষা দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে, বিদেশি পড়ুয়াদের ভর্তির ক্ষেত্রে ইউজিসির কিছু গাইডলাইন রয়েছে। তাতে কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে অনলাইনে ভর্তির ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সরকারের 'স্টাডি ইন ইন্ডিয়া' পোর্টালে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের নাম থাকতে হবে। বিদেশিরা এই পোর্টাল দেখেই কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির জন্য আবেদন করবেন। বর্তমানে রাজ্যের কলেজগুলিতে ভর্তির জন্য অভিন্ন পোর্টাল চালু হয়েছে। কিন্তু সেখানে 'স্টাডি ইন ইন্ডিয়া' পোর্টালের উল্লেখ নেই। তাই বিদেশি পড়ুয়ারা ভর্তি হতে চাইলেও তা করতে পারছেন না।

নয়া পদক্ষেপ

- ইতিমধ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি ইন্টারন্যাশনাল সেল তৈরি হয়েছে
- সেলটি পড়ুয়াদের ভর্তি সংক্রান্ত দিকগুলো দেখছে
- এই পোর্টালের মাধ্যমে আবেদন জানাতে পারবেন বিদেশি ছাত্রছাত্রীরা

এই জায়গায় দাঁড়িয়েই উদ্যোগী হয়েছে আলিপুরদুয়ার বিশ্ববিদ্যালয়। এর জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের ইন্টারন্যাশনাল সেল খোলা হয়েছে। এই সেলটি 'স্টাডি ইন ইন্ডিয়া' পোর্টাল নিয়ে কাজ শুরু করেছে। এই পোর্টালের মাধ্যমে নিজেদের পছন্দের একাধিক কোর্স বা প্রতিষ্ঠানে আবেদন জানাতে পারবেন বিদেশি ছাত্রছাত্রীরা। একটি পোর্টালে ঢুকেই রেজিস্ট্রেশন, ভিসা অ্যাপ্লিকেশন থেকে শুরু করে কোর্স বাছাই এবং প্রতিষ্ঠানে ভর্তির প্রস্তাবপত্র পাবেন তাঁরা। বিশ্ববিদ্যালয়ের এমন উদ্যোগে খুশি জেলার বিভিন্ন কলেজের প্রধানরাও।

আলিপুরদুয়ার মহিলা মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ অমিতাভ রায় বলেন, 'এবছরই বাংলাদেশের এক ছাত্রী ভর্তির জন্য আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেছিল। কিন্তু ইউজিসি গাইডলাইন অনুযায়ী আমাদের যে মান থাকা দরকার, তা নেই। তাই ওই ছাত্রীকে ভর্তি নেওয়া সম্ভব হয়নি।'

UTTAR BANGA KRISHI VISWAVIDYALAYA
Pundibari, Cooch Behar
Notice Inviting Tender (NIT)

Online and offline tenders are being invited from reputed agencies for supplying (a) Equipment (b) Laboratory Chemical, Glass-Plastic Ware, Filter Paper, consumable etc. on annual rate contract and (c) Expression of Interest (EOI) for swiping cleaning and maintenance of boys' & girls' hostel. For details please visit www.wbtenders.gov.in and www.ubkv.ac.in

Registrar (Actg.)

হরিণচওড়ায় তৈরি হচ্ছে মহরমের তাজিয়া

দেবদর্শন চন্দ

কোচবিহার, ২৪ জুন : রাজ আমলের রীতি মেনে হরিণচওড়ায় তৈরি হচ্ছে মহরমের তাজিয়া। প্রতিবারের মতো এবারও ইদের দিন থেকে নিরামিষ খেয়ে দেবত্র ট্রাস্ট বোর্ডের তাজিয়া তৈরি করছেন হরিণচওড়ার বাসিন্দা এসরাব আলি। বংশপরম্পরায় এই তাজিয়া তৈরি করে আসছেন তিনি। রাজ আমল থেকে এই তাজিয়া নির্মাণের ব্যয়ভার বহন করে আসছে দেবত্র ট্রাস্ট বোর্ড।

এসরাবের সঙ্গে কথা বলে জানা গেল, তিনি বাবা আকবর আলি এবং ঠাকুরদার থেকে তাজিয়া নির্মাণের কাজ শিখেছিলেন। এরপর ১৭ বছর ধরে তিনিই মহরমের এই তাজিয়া তৈরি করছেন। এক মাস নিরামিষ খেয়ে মা এবং স্ত্রীর সহযোগিতায় এই তাজিয়া তৈরি করছেন। এসরাব বলেন, 'এই তাজিয়া নির্মাণের জন্য দেবত্রর তরফে মাত্র ১২ হাজার টাকা পারিশ্রমিক দেওয়া হয়। ভাতা বাড়ানোর বিষয়টি নিয়ে একাধিকবার কর্তৃপক্ষ এবং জেলা শাসককে জানিয়েও লাভ হয়নি। তবে নিয়ম মেনে বংশপরম্পরায় আমি এই কাজ এখনও করে আসছি।' বিষয়টি নিয়ে দেবত্র ট্রাস্ট বোর্ড সচিব পবিত্রা লামাকে ফোন করা হলেও তিনি ফোন না তোলায় তাঁর বক্তব্য মেলেনি।

মায়ের সঙ্গে তাজিয়া বানাতে ব্যস্ত শিল্পী। ছবি : জয়দেব দাস

সংহতি এবং সম্প্রীতির অনন্য নির্দশন মহরমের এই তাজিয়া। কোচবিহারের হরিণচওড়ার মহরম মাঠ সংলগ্ন ঘরে বসে এদিন বাঁশের কাজ করতে দেখা গেল এসরাবকে। এরপর বাঁশের কাঠামোয় কাগজ লাগিয়ে তাজিয়া নির্মাণ করা হবে বলে জানালেন তিনি।

E-tenders are invited for :
1) 1 (One) no. vehicle hired on monthly rate contract basis for the District Program Management U (DPMU), Office of the Member Secretary, DH&FWS, & The CMOH, Kalimpong (1st Call) (Last Date : 01.07.2025) within 03:30 PM.
2) Temporary and Contractual Engagement of 06 (Six) Security Guards (1st call) (Last date : 09-07-2025) within 05:00 PM.

For details visit : www.wbtenders.gov.in
The CMOH Office, Kalimpong
Email : cmohkalimpong1@gmail.com

Sd/-
CMOH & member Secretary,
DH & FW Samity, Kalimpong

যোগাযোগের ব্যাকবোনের জন্য ৪×৪৮ ফাইবার ওএফসি-এর ব্যবস্থা

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং: কেআইআর-এন-২০২৫-কে-২০, তারিখ: ২০-০৬-২০২৫। নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে: কাজের নাম: অনুমোদিত কবচ অঞ্চলের অন্তর্গত এইচইউএন৬ সেকশনের অন্তর্গত কাটিহার ডিভিশনের আলুয়াবাড়ি রোড (এইউবি)-শিলিগুড়ি জংশন (এসজিইউজে) (৭৭ আরকেএম) সেকশনে যোগাযোগের ব্যাকবোনের জন্য ৪×৪৮ ফাইবার ওএফসি-এর ব্যবস্থা। টেন্ডার মূল্য: ৬,১৪,০৩,০৪৩.৯৮ টাকা, বায়নার অর্থ: ৪,৫৭,০০০.০০ টাকা। ই-টেন্ডার ১৫-০৭-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘণ্টায় বন্ধ হবে এবং খুলবে ১৫-০৭-২০২৫ তারিখের ১৫.৩০ ঘণ্টায়। উপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য ১৫-০৭-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘণ্টা পর্যন্ত http://www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।

ডিআরএম (এসঅ্যান্ডটি), কাটিহার
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

রাধুনি এবং বেয়ারার আউটসোর্সিং

টেন্ডার নং. সি-এনএফআর-এইচকিউ-এসপিএলসিএটিজি-২-২০২৫ তারিখ: ২০-০৬-২০২৫। নিম্নলিখিত কাজের জন্যে নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে। কাজের নাম: ০১ (এক) বৎসরের এক সময়সীমার জন্যে বিশেষ ক্যাটারিং সেবার ব্যবস্থা করার হেতু এসিও/এইচকিউ/ মালিগাওঁএর অধীনে ০৪ (চার) জন রাঁধুনি এবং ১২ (বারো) জন বেয়ারার জন্যে আউটসোর্সিং। টেন্ডার রাশি: ৪৩,৭৭,০২৪/- টাকা। বায়না রাশি: ৮৭,৬০০/- টাকা। টেন্ডার বন্ধ হওয়ার তারিখ এবং সময়: ১৪-০৭-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘণ্টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের টেন্ডার প্র-পত্র সহ সম্পূর্ণ তথ্য www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।

মুখ্য বাণিজ্যিক প্রবন্ধক/পিএম এণ্ড পিএস, মালিগাওঁ
উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

ত্যাজ্য কন্যা

আমি সোমা দে সরকার EM কোর্টে Affidavit বলে আমার মেয়ে জ্যোতি দে সরকার-কে অদ্য থেকে 'ত্যাজ্য কন্যা' করিলাম। (C-117007)

সিগন্যালিং পদ্ধতিতে নির্ভরযোগ্যতার উন্নতকরণ

ই-টেন্ডার নোটিস নং. কেআইআর-এন-২০২৫-কে-২১ তারিখ: ২০-০৬-২০২৫। নিম্নলিখিত কাজের জন্যে নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে। কাজের নাম: কাটিহার মণ্ডলে মেরামতির দ্বারা সিগন্যালিং পদ্ধতির নির্ভরযোগ্যতার উন্নতকরণ, ইউটিচি ইলেক্ট্রনিক ইন্টারলকিং সিস্টেমের প্রতিস্থাপন এবং পুনরুদ্ধার। টেন্ডার রাশি: ৩,৬৪,১৪,৯৭২/- টাকা। বায়না রাশি: ৩,৩২,১০০/- টাকা। টেন্ডার বন্ধ হওয়ার তারিখ এবং সময়: ১৪-০৭-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘণ্টায় এবং খোলা হবে: ১৪-০৭-২০২৫ তারিখের ১৫.৩০ ঘণ্টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের টেন্ডার প্র-পত্র সহ সম্পূর্ণ তথ্য আগামী ১৪-০৭-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘণ্টা পর্যন্ত www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।

ডিআরএম/(এসএণ্ডটি)/কাটিহার
উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

সিসিটিভি ক্যামেরার ব্যবস্থা এবং অন্যান্য কাজ

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং. এসঅ্যান্ডটি/এপিডিজে/১৪, ১৫ ও ১৬, তারিখ: ২১-০৬-২০২৫। নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে: ক্র.নং. ১। ই-টেন্ডার নং: এপি-এসটি-১৪-২০২৫-২৬; কাজের নাম: উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের আলিপুরদুয়ার ডিভিশনের লেভেল ক্রসিং গেটে সিসিটিভি ক্যামেরা ব্যবস্থা এবং তার নেটওয়ার্কিং। বিজ্ঞাপিত টেন্ডার মূল্য: ১,০০,১১,৩২৮.২০ টাকা; বিড সিকিউরিটি: ২,০০,১০০.০০ টাকা। ক্র.নং. ২। ই-টেন্ডার নং: এপি-এসটি-১৫-২০২৫-২৬; কাজের নাম: এসএসই/টেলি/আইসি/ ফকিরাগ্রাম জং.এর অধীনে আলিপুরদুয়ার সেকশনে নির্ভরযোগ্যতা উন্নয়নের জন্য স্পেশালাইজড টেলিকম কাজ। বিজ্ঞাপিত টেন্ডার মূল্য: ৫৮,৪৭,৬৯৮.২৫ টাকা; বিড সিকিউরিটি: ১,১৭,০০০.০০ টাকা। ক্র.নং. ৩। ই-টেন্ডার নং: এপি-এসটি-১৬-২০২৫-২৬; কাজের নাম: আলিপুরদুয়ার ডিভিশনের সিগন্যালিং স্থাপনাগুলিতে আর্থিং সিস্টেম শক্তিশালীকরণ। বিজ্ঞাপিত টেন্ডার মূল্য: ৩,২২,২৬,১০৬.০০ টাকা; বিড সিকিউরিটি: ৩,১১,১০০.০০ টাকা। ই-টেন্ডার বন্ধ হবে ১৬-০৭-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘটায় এবং খুলবে ১৬-০৭-২০২৫ তারিখে বন্ধের পরে। উপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

ডিআরএম (এসঅ্যান্ডটি), আলিপুরদুয়ার জং.
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

পূর্ব রেলওয়ে

সিনিয়র ডিইই(জি), পূর্ব রেলওয়ে, মালদা, পোস্ট অফিস : ঝলঝলিয়া, জেলা-মালদা, পিন- ৭৩২১০২ (পশ্চিমবঙ্গ) নিম্নলিখিত কাজের জন্য অভিজ্ঞ ও আর্থিক সঙ্গতিসম্পন্ন খ্যাতনামা সংস্থা/এজেন্সি/ঠিকাদারদের কাছ থেকে ওপেন ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন : টেন্ডার নং : ইএল-এমএলডিটি-ই-টেন্ডার-৩৭২, তারিখ : ২০.০৬.২০২৫। কাজের নাম : তিন বছর সময়কালের জন্য মালদা ডিভিশনে মালদা টাউন, সাহিবগঞ্জ, ভাগলপুর ও জামালপুর-এর রানিং রুমের প্যাকেজ টাইপ, ভিআরএফ টাইপ এসি মেশিন সমূহের সামগ্রিক বার্ষিক রক্ষণাবেক্ষণ চুক্তি। টেন্ডার মূল্যমান: ৬৩,২৪,৩৭০.৫০ টাকা। বায়নামূল্য: ১,২৬,৫০০ টাকা। টেন্ডার নথির মূল্য: শূন্য। ই-টেন্ডার জমার তারিখ ও সময় : ৩০.০৬.২০২৫ তারিখ থেকে ১৪.০৭.২০২৫-এ দুপুর ৩.৩০ মিনিট পর্যন্ত। ওয়েবসাইটের বিবরণ ও নোটিশবোর্ড: www.ireps.gov.in এবং সিনিয়র ডিইই(জি)/পূর্ব রেলওয়ে অফিস/মালদা। টেন্ডারদাতাদের ওয়েবসাইট www.ireps.gov.in-এ প্রদত্ত বিস্তারিত টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ও নথি দেখতে অনুরোধ করা হচ্ছে। কোনো অবস্থাতেই ম্যানুয়াল প্রস্তাব গ্রাহ্য হবে না। (MLD-92/2025-26)

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in/ www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে

আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway easternrailwayheadquarter

কিডনি চাই

মুমূর্ষু রোগীর জন্য O+ কিডনি দাতা প্রয়োজন। যোগাযোগ নম্বর ঃ- 89723-77039.

ফার্মাসিস্ট চাই

আলিপুরদুয়ারে ঔষধের দোকানের জন্য একজন ফার্মাসিস্ট চাই। অতিসত্বর যোগাযোগ করুন- 8391091816. (C-117005)

অ্যাফিডেভিট

Smt. Josephine Tirkey, W/o. Anil Kumar Minj and Josfin Minj, W/o. Anil Kumar Minj are same and one identical person vide affidavit dated 24/06/2025 at EM Court Siliguri. (C/113526)

•

On 24.06.2025 infront of Public Notary Mathabhanga, I, Debattam Bhattacharjee declared that my name is mentioned as Debatam Bhattacharjee in my driving license bearing no. WB 8520170014346. Both Debattam Bhattacharjee and Debatam Bhattacharjee are same and one person. (C/117000)

•

আধার কার্ড অনুযায়ী আমার নাম Utsab Datta, পিতা Uttam Datta, ভুলবশত আমার D/L-এ Utsab Dutta আছে, গত 23.6.25 আলিপুরদুয়ার J.M. কোর্টের Affidavit অনুযায়ী Utsab Datta এবং Utsab Dutta অভিন্ন ব্যক্তি। (P/S)

•

গত 16.6.25 তাং Cob. E.M. কোর্টে অ্যাফিডেভিট বলে Subhash Chandra Roy ও Subhash Roy এক ও অভিন্ন ব্যক্তি বলে পরিচিত হলাম। (U/D)

বিক্রয়

ইসলামপুরের নেতাজিপল্লিতে আমার ৭.৭৫ শতক একটি খালি জমি আছে। ওই জমিটি আমি বিক্রি করতে চাই। জমিটি ক্রয় করতে ইচ্ছুক ব্যক্তিরা সরাসরি যোগাযোগ করুন। - সান্তনা রায় (M) 9641365556/ 8972012020. (S/N)

ভর্তি

২০২৫-২০২৭ শিক্ষাবর্ষে B.Ed ও D.El.Ed-এ ভর্তির সুবর্ণ সুযোগ। যোগাযোগ- Manoranjan Saha Memorial B.Ed College - 9932209369. President. (S/C)

সভা/সমিতি

কোচবিহার পলিটেকনিকের প্রাক্তন ছাত্রছাত্রীদের আগামী ২৮শে জুন '২৫ শনিবার বেলা ২টায় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে আয়োজিত সাধারণ সভায় সকলকে উপস্থিত থাকার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে। এলামনাই অ্যাসোসিয়েশন কোচবিহার পলিটেকনিক। M-৯৪৭৫৫০৭৩৪৪ (C/115980)

সোনা ও রুপোর দর

পাকা সোনার বাট (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৯৭৭০০
পাকা খুচরো সোনা (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৯৮২০০
হলমার্ক সোনার গয়না (৯১৬/২২ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৯৩৩৫০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি)	১০৬৭৫০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি)	১০৬৮৫০

* দর টাকায়, জিএসটি এবং টিসিএস আলাদা

পঃবঃ বুলিয়ান মার্চেন্টস্ অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশনের বাজারদর

জন্মদিনে অথবা বিবাহবার্ষিকীতে শুভেচ্ছা জানাতে, হবু জামাই অথবা পুত্রবধূ খুঁজতে, চাকরির খোঁজ পেতে অথবা শূন্যপদের জন্য প্রার্থী খুঁজতে, কখনও বা হারিয়ে যাওয়া প্রিয়জনকে খুঁজে পেতে বিজ্ঞাপন দেওয়ার প্রয়োজন হয়।

আর বিজ্ঞাপন দেওয়ার জন্য উত্তরবঙ্গের বাসিন্দাদের একমাত্র পছন্দ উত্তরবঙ্গ সংবাদ। আমরা সেই বিজ্ঞাপন দেওয়ার পথ অনেক সহজ করে দিচ্ছি।

আপনাকে আসতে হবে না। শুধু আপনি যেমন ভাষায় বিজ্ঞাপন দিতে চান লিখে পাঠিয়ে দিন আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে। আমাদের প্রতিনিধি যোগাযোগ করবেন আপনার সঙ্গে।

ভেবে দেখুন, আমাদের কাছে একটি হোয়াটসঅ্যাপ মেসেজ পাঠিয়ে আপনি কত সহজে কত লক্ষ মানুষের কাছে পৌঁছে যেতে পারছেন।

হোয়াটসঅ্যাপ অথবা মেসেজ করুন
৯০৬৪৮৪৯০৯৬
এই নম্বরে

উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়
উত্তরবঙ্গ সংবাদ

আজকের দিনটি

শ্রীদেবাচার্য্য
৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : অতিরিক্ত পরিশ্রমের ফলে শারীরিক সমস্যা সৃষ্টি হতে পারে। পাওনা আদায়ে স্বস্তি লাভ। **বৃষ** : পরিবারের কোনও এক সদস্যের কূট চালে দাম্পত্যে অশান্তি। কাউকে পরামর্শ দিয়ে অপমানিত হতে পারেন। **মিথুন** : জমির মামলায় পারিবারিক সমস্যার সমাধান হবে। সন্তানের চাকরিপ্রাপ্তিতে আনন্দ। **কর্কট** : ব্যবসার ক্ষেত্রে আর্থিক উন্নতির যোগ। পুরোনো সম্পত্তি নিয়ে পারিবারিক বিবাদ হতে পারে। **সিংহ** : চাকরিসূত্রে ভ্রমণের সম্ভাবনা। শৌখিন ব্যবসার সঙ্গে যুক্তদের প্রচুর সাফল্য মিলবে। **কন্যা** : আপনার কঠোর মানসিকতার জন্য শত্রুরা পরাস্ত হবে। কর্মপ্রার্থীরা নতুন সুযোগ পেতে পারেন। **তুলা** : নতুন চাকরির সূত্রে বাইরে যেতে হতে পারে। একাধিক উপায়ে আয়ের পথ সুগম হবে। **বৃশ্চিক** : কর্মক্ষেত্রে দায়িত্ব বৃদ্ধি পাবে। প্রয়োজনীয় কোনও কাজ সেরে রাখলে চাপ কমবে। **ধনু** : রাস্তার কোনও খাবার ভুল করেও ছোঁবেন না। দীর্ঘদিনের কোনও স্বপ্ন পূরণ হতে পারে। **মকর** : টাকাপয়সা আদায় নিয়ে বন্ধুদের সঙ্গে মনোমালিন্য হতে পারে। কর্মক্ষেত্রে সুনাম বাড়বে। **কুম্ভ** : পরিবারে কোনও বয়স্ক ব্যক্তির স্বাস্থ্য নিয়ে চিন্তা থাকবে। পারিবারিক বিবাদ মেটার সম্ভাবনা। **মীন** : সংসারে দায়িত্ব এড়িয়ে গেলে সমস্যায় পড়তে হতে পারে। নতুন ব্যবসায় আগ্রহ বাড়বে।

দিনপঞ্জি

শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে ১০ আষাঢ়, ১৪৩২, ভাঃ ৪ আষাঢ়, ২৫ জুন ২০২৫, ১০ আহার, সংবৎ ১৫ আষাঢ় বদি, ২৮ জেলহজ্জ। সূঃ উঃ ৪।৫৬, অঃ ৬।২৪। বুধবার, অমাবস্যা অপরাহ্ণ ৪।২৬। মৃগশিরানক্ষত্র দিবা ১১।২৫। গণ্ডযোগ দিবা ৭।১৮ পরে বৃদ্ধিযোগ শেষরাত্রি ৪।৩৬। চতুষ্পাদকরণ প্রাতঃ ৫।২৬ গতে নাগকরণ অপরাহ্ণ ৪।২৬ গতে কিন্তুঘ্নকরণ রাত্রি ৩।৩৩ গতে ববকরণ। জন্মে- মিথুনরাশি শূদ্রবর্ণ মতান্তরে বৈশ্যবর্ণ দেবগণ অষ্টোত্তরী রবির ও বিংশোত্তরী মঙ্গলের দশা, দিবা ১১।২৫ গতে নরগণ অষ্টোত্তরী চন্দ্রের ও বিংশোত্তরী রাহুর দশা। মৃতে- দোষ নাই। যোগিনী- ঈশানে, অপরাহ্ণ ৪।২৬ গতে পূর্বে। কালবেলাদি- ৮।১৮ গতে ৯।৫৯ মধ্যে ও ১১।৪০ গতে ১।২১ মধ্যে। কালরাত্রি - ২।১৮ গতে ৩।২ মধ্যে। যাত্রা- নাই। শুভকর্ম্ম- নাই। বিবিধ(শ্রাদ্ধ)- অমাবস্যার একোদ্দিষ্ট ও সপিণ্ডন। অমৃতযোগ - দিবা ৭।৪২ গতে ১১।১৫ মধ্যে ও ১।৫৫ গতে ৫।২৯ মধ্যে এবং রাত্রি ৯।৫৫ মধ্যে ১২।৩ গতে ১।২৯ মধ্যে।

সতর্কীকরণ ঃ উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সততা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

পুলিশের অসতর্কতার সুযোগে দুষ্কৃতীদের দল ঘাঁটি গাড়ছে শিলিগুড়ি ও সংলগ্ন এলাকায়। তারপর নিজেদের কাজ সেরে পালিয়ে যাচ্ছে নেপাল সীমান্ত কিংবা বিহারের সীমানা দিয়ে। টিকিটাও ধরতে পারছেন না পুলিশকর্তারা।

নিরাপত্তার ফসকা গেরো

থানার অদূরে ভাড়া, জানে না পুলিশ

রাহুল মজুমদার

বিধাননগর, ২৪ জুন : জাতীয় সড়কের ধারে বাজার। সেই বাজারের আশপাশে রয়েছে বেশ কয়েকটি বাড়ি। ওই বাড়িগুলির পেছনের দিকে আরও দুটি পাড়া। রাস্তার ঠিক উলটো পাশেও কয়েকটি বসতি রয়েছে। সবমিলিয়ে হাজারখানেক পরিবার হবে। এদিকে, ফাঁসিদেওয়া ব্লকের বিধাননগর গ্রামজুড়ে প্রায় প্রতিটি বাড়িতেই ভাড়া দেওয়ার প্রথা রয়েছে। মোটা টাকার বিনিময়ে ভাড়া দেওয়া হয় ছোট ঘরগুলি।

এদিকে, বেশি টাকা ভাড়া পাওয়ার লোভে বাড়ির মালিকরা ভাড়াটেদের কোনও তথ্যই রাখছেন না বলে অভিযোগ। এমনকি, গোটা এলাকায় কত বহিরাগত ভাড়া নিয়ে দিনের পর দিন বসবাস করছেন, সেই তথ্যও স্থানীয় পুলিশের কাছে নেই। তাই তো দুই সপ্তাহ ধরে ভাড়া থেকে প্রতিদিন শিলিগুড়িতে এসে রেইকি করে তারপর প্ল্যানমতো সোনার দোকানে লুটপাট চালিয়ে অবাধে পালিয়ে যেতে পেরেছে দুষ্কৃতীরা।

রবিবারের ঘটনায় বিধাননগর ইনভেস্টিগেশন সেন্টারের পুলিশের ভূমিকাও প্রশ্নের মুখে। রাস্তায় গাড়ি দাঁড় করিয়ে তল্লাশি করা এবং চালান কাটার কাজ করলেও পুলিশ বাড়িভাড়ার তথ্য রাখতে পারছেন না বলে অভিযোগ। বিষয়টি নিয়ে জানতে কার্সিয়াংয়ের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার অভিষেক রায় এবং নকশালবাড়ির এসডিপিও আশিস কুমারের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তাঁরা ফোন না ধরায় বক্তব্য মেলেনি।

-ফাইল চিত্র

নেই তথ্য

- বিধাননগর গ্রামজুড়ে প্রায় প্রতিটি বাড়িতেই ভাড়া দেওয়ার প্রথা রয়েছে
- মোটা টাকার বিনিময়ে সেখানে ঘরভাড়া দেওয়া হয়
- এই ভাড়াটেদের অধিকাংশের তথ্য থাকছে না বাড়ির মালিকদের কাছে
- স্থানীয় পুলিশ কিংবা প্রশাসনও এই বিষয়ে অজ্ঞাত

শিলিগুড়িতে সোনার দোকানে ডাকাতি কাণ্ডে দুইজন দুষ্কৃতীকে হাতেনাতে গ্রেপ্তার করতে সক্ষম হয় পুলিশ। এরপর তদন্তকারীরা জানতে পারেন অভিযুক্তরা বিধাননগরে বাড়িভাড়া নিয়ে থাকত। সেই এলাকায় পরে অভিযানেও গিয়েছিলেন শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটান পুলিশের পদস্থ কর্তারা। কিন্তু প্রাথমিক কিছু তথ্য ছাড়া ঘর থেকে তেমন কিছুই পায়নি শিলিগুড়ি পুলিশ। ঘর তালাবন্ধ ছিল। তালা ভেঙে পুলিশ ভেতরে ঢুকে দেখে একটি মাদুর পড়ে রয়েছে। বাকি সব ফাঁকা। পুলিশ অবশ্য ঘরটি সিল করে দিয়ে এসেছে। এই ঘটনার পরেই জানা গিয়েছে, গোটা এলাকায় এইরকম একাধিক বাড়িতে ভাড়া দেওয়া হয়।

পুলিশ জানতে পেরেছে মূলত বিহার কিংবা উত্তর দিনাজপুর থেকে লোক এসে ওই এলাকায় বাড়ি ভাড়া নিয়ে থাকেন। তাঁদের মধ্যে অনেকেই আশপাশের এলাকায় শ্রমিকের কাজ করেন। এই মানুষগুলোর কোনও তথ্যই রাখা হয় না। সে কারণে কারা আসছেন, কারা ভাড়া নিয়ে থাকছেন, তা নিয়ে পাড়ার বাসিন্দাদের মধ্যে আতঙ্কের পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে। শিলিগুড়িতে ডাকাতির ঘটনার পর সেই আতঙ্ক আরও বেড়েছে। বিধাননগরের যে পাড়ায় অভিযুক্তরা ভাড়া থাকত, সেই এলাকার বাসিন্দা সুমি বিশ্বাসের বক্তব্য, 'ডাকাতির ঘটনা শোনার পর থেকে আমরা আতঙ্কে রয়েছি। কারা এসে ভাড়া থাকছে, এগুলি পুলিশের একবার খোঁজ করে দেখা উচিত।'

নজরদারির অভাব পালানোর রাস্তায়

শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ২৪ জুন : কথায় বলে, পালানোর পথ নেই। অথচ শিলিগুড়ি শহরের চারপাশে পালানোর পর্যাপ্ত পথ ও সুযোগ। পুলিশের খাতায় আপাত শান্তিপূর্ণ শহর হিসেবে চিহ্নিত শিলিগুড়ি বাস্তবে বরাবরই স্পর্শকাতর। ৩০ মিনিট বড়জোর ঘণ্টাখানেকের রাস্তায় সহজেই পেরিয়ে যাওয়া যায় নেপাল সীমান্ত বা বিহারের সীমানা। তাহলে সহজে অভিযুক্তের টিকি খুঁজে পাওয়া মুশকিল। পুলিশ-প্রশাসনেরও সেটা অক্ষরে অক্ষরে জানা রয়েছে। কিন্তু এসব কিছুর পরেও আদৌ কি সেসব 'এসকেপ রুট'-এর দিকে নজর রয়েছে পুলিশের?

শহরে বিভিন্ন ঘটনায় দেখা গিয়েছে, অভিযুক্তরা অনায়াসেই নির্দিষ্ট কিছু রাস্তা ধরে ভিনদেশে বা ভিনরাজ্যে চলে গিয়েছে। একবার নেপালে চলে গেলে তো সেখান থেকে নিয়ে আসা কার্যত অনিশ্চিত। তবে এরপরেও নির্দিষ্ট কিছু সময় ছাড়া, নিয়মিত পুলিশের সেরকম কোনও নাকা চেকিং নজরে পড়ে না।

নেপাল বা বিহারে দুষ্কৃতীদের যাওয়া-আসার প্রসঙ্গ উঠলেই মুখে না বললেও শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটান পুলিশের অনেকেই ভাবগতিক দেখিয়ে বুঝিয়ে দেন, ওই অংশটা দার্জিলিং পুলিশের আওতায়। প্রশ্ন উঠছে, নিয়মিত নজরদারি চালানো হলে দার্জিলিং পুলিশের আওতায় থাকা অংশে যাওয়ার আগেই দুষ্কৃতীদের ধরা পড়ার কথা। তাহলে তা হচ্ছে না কেন?

অন্যদিকে, দার্জিলিং পুলিশও যে নিয়মিত নজরদারি রাখছে, তাও নয়। সেটা বিভিন্ন ঘটনা দেখলেই বোঝা যায়। চম্পাসারি এটিএম লুটের পর অভিযুক্তরা ঘোষপুকুর চারমাথা মোড় হয়ে টোল প্লাজা এড়িয়ে ঠাকুরগঞ্জ গিয়েছিল। সে ব্যাপারে দার্জিলিং পুলিশের এক কর্তার সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি বলেন, 'এ ব্যাপারে জানা নেই। প্রধাননগর থানার সঙ্গে কথা বলা হবে।' বিষয়টা নিয়ে দার্জিলিংয়ের এসপি প্রবীণ প্রকাশের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করা হলেও তিনি ফোন ধরেননি।

দু'দিকের রাস্তাতেই নির্বিবাদে যাওয়া যায়। দুষ্কৃতীদের কাছে কার্যত এটাই পালানোর রুট। চম্পাসারিতে এটিএম লুটের পর এই রাস্তাটাই ব্যবহার করেছিল দুষ্কৃতীদের দল। বিনা বাধায় তারা ওই রাস্তা ব্যবহার করে ঠাকুরগঞ্জ হয়ে একেবারে দিল্লি চলে গিয়েছিল। প্রশ্ন হচ্ছে, এই রাস্তায় কি আদৌ কোনও নজরদারি হচ্ছে?

নিয়মিত নজরদারি হলে তো ঠাকুরগঞ্জ যাওয়ার আগেই ওরা ধরা পড়ে যেত। এক্ষেত্রে দার্জিলিং পুলিশ ও শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটান পুলিশের গাফিলতিই স্পষ্ট। এমনকি মাস কয়েক আগে ধর্ষণের ঘটনায় অভিযুক্ত এক ব্যক্তিও নেপালে

এই বর্ডার পেরোলেই পৌঁছে যাওয়া যায় নেপালে।

শহরের চারপাশ ঘিরে রয়েছে নেপাল, বাংলাদেশ, অসম ও বিহার। তবে শিলিগুড়িতে দুষ্কর্ম করে অসমে পালানো অনেকটাই কঠিন। কারণ সেক্ষেত্রে অনেকগুলো জেলার মধ্যে দিয়ে যেতে হয়। তবে নেপাল বা বিহার যাওয়া অনেকটাই সহজ। ঘোষপুকুরের চারমাথা মোড় হয়ে খড়িবাড়ি দিয়ে নেপাল বা বিহার, পালিয়ে গিয়েছিল। এই পরিস্থিতিতে ওই রাস্তায় বিশেষভাবে নাকা চেকিং করা প্রয়োজন বলে মনে করছে বিভিন্ন মহল। শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটান পুলিশের পদস্থ এক কর্তার কথায়, 'ভৌগোলিক দিক দিয়ে প্রতিটি অঞ্চলে নজর রাখার ক্ষেত্রে আলাদা আলাদা সমস্যা রয়েছে। পুলিশের কাজ সবসময়ই চ্যালেঞ্জিং।'

রাজার মতো। মঙ্গলবার ইসলামপুরের সুকান্তপল্লিতে। -সুদীপ্ত ভৌমিক

কর্মসংস্কৃতি দেখলেন সভাধিপতি

বুড়াগঞ্জ গ্রাম পঞ্চায়েত

কার্তিক দাস

খড়িবাড়ি, ২৪ জুন : খড়িবাড়ির বুড়াগঞ্জ গ্রাম পঞ্চায়েতে অধিকাংশ কর্মীই নাকি লেটলতিফ। সকাল ১০টার পরিবর্তে কেউ অফিসে ঢোকেন সকাল ১১টায়, কেউ ১২টার পর। প্রধান, উপপ্রধান সহ অন্য জনপ্রতিনিধিদেরও একই অবস্থা। এমন অভিযোগ দীর্ঘদিন থেকেই উঠছিল। এবার কর্মসংস্কৃতির বাস্তব ছবিটা চাক্ষুষ করলেন শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের সভাধিপতি অরুণ ঘোষ। গ্রাম পঞ্চায়েতে কেমন কাজ হচ্ছে, তা সরেজমিনে খতিয়ে দেখতেই বিভিন্ন গ্রাম পঞ্চায়েতে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন সভাধিপতি। বন ও ভূমি কর্মাধ্যক্ষ কিশোরীমোহন সিংহকে নিয়ে এদিন দুপুর সাড়ে ১২টা নাগাদ তিনি পঞ্চায়েত কার্যালয়ে পা রাখেন। তাঁর এমন সারপ্রাইজ ভিজিটে হতচকিত হয়ে পড়েন উপস্থিত কর্মীরা। বিস্মিত হতে হয় প্রধানকেও।

বিধানসভা নির্বাচনের আগে গ্রামীণ এলাকায় বিশেষ নজর দিতে চাইছে রাজ্যের শাসকদল। যে কারণে মুখ্যমন্ত্রী সভাধিপতিদের গ্রাম পঞ্চায়েতগুলিতে যাওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। দলের দখলে থাকা বুড়াগঞ্জ গ্রাম পঞ্চায়েতে উন্নয়নমূলক কাজ কেমন চলছে, তারই খোঁজ নিতে এদিন এখানে তাঁর পরিদর্শন। কী কী কাজ চলছে, কোন কাজ সম্প্রতি শেষ হয়েছে, সে ব্যাপারে তাঁকে খোঁজ নিতে দেখা যায়। এদিন প্রধান অনীতা রায় অফিসে থাকলেও দেখা মেলেনি উপপ্রধানের! বাকি জনপ্রতিনিধিরাও গরহাজির। ১৩ জন কর্মীর মধ্যে তখন অফিসে মাত্র ৬ জন কর্মী উপস্থিত ছিলেন। যা নিয়ে প্রশ্ন করতেই কিছুটা অস্বস্তিতে পড়তে হয় সভাধিপতিকে। সেই অস্বস্তি কাটাতে তিনি বলেন, 'ফোন করে জেনেছি ফিল্ড ভিজিটে রয়েছেন কিছু আধিকারিক ও কর্মী। বিষয়টি নিয়ে বিডিওর সঙ্গে কথা হয়েছে।' খড়িবাড়ির বিডিও দীপ্তি সাউ বলেন, 'সভাধিপতি এ বিষয়ে ফোন করেছিলেন। এদিন কয়েকজন

> সভাধিপতি এ বিষয়ে ফোন করেছিলেন। এদিন কয়েকজন কর্মী সরকারি প্রকল্পের ফিল্ড সার্ভের কাজে ছিলেন। তবে পঞ্চায়েতের কর্মীরা যাতে দেরিতে অফিসে না আসে, তার জন্য কড়া নজরদারি চালানো হবে।
>
> **দীপ্তি সাউ**
> *বিডিও, খড়িবাড়ি*

কর্মী সরকারি প্রকল্পের ফিল্ড সার্ভের কাজে ছিলেন। তবে পঞ্চায়েতের কর্মীরা যাতে দেরিতে অফিসে না আসে, তার জন্য কড়া নজরদারি চালানো হবে।' জানা গিয়েছে, গ্রাম পঞ্চায়েতটিতে আধিকারিক ও কর্মী মিলিয়ে স্থায়ী ৫ জন। এছাড়া এনআরইজিএসের ২ জন ও অস্থায়ী ৬ জন কর্মী কাজ করেন। এদিন যে মাত্র ৬ জন উপস্থিত ছিলেন, তা স্বীকার করে নেন প্রধান অনীতা।

অন্যদিকে, বুড়াগঞ্জ একটি প্রত্যন্ত গ্রাম পঞ্চায়েত হওয়ার কারণে এখানে নিজস্ব আয় তেমন না থাকায় জরুরি ক্ষেত্রে আর্থিক সাহায্য করা হবে বলে আশ্বাস দিয়েছেন সভাধিপতি।

জটিয়াকালীতে যানজট, গন্তব্যে দেরি

সাগর বাগচী

ফুলবাড়ি, ২৪ জুন : রাজগঞ্জের একটি বেসরকারি স্কুলে শিক্ষকতা করেন বিদ্যাসাগরপল্লির বাসিন্দা সপ্তর্ষি কুণ্ডু। রোজকার মতো মঙ্গলবারও সকাল সাতটার সময় বাস ধরে তিনি স্কুলের উদ্দেশে রওনা দিয়েছিলেন। কিন্তু ফুলবাড়ি মোড় থেকে জটিয়াকালী মোড় পর্যন্ত চার কিলোমিটার রাস্তা অতিক্রম করতেই তাঁর প্রায় দুই ঘণ্টা সময় লাগে। দীর্ঘ যানজটের মধ্যে আটকে থাকার কারণে সময়মতো স্কুলে পৌঁছাতে পারলেন না। কিন্তু এদিনের এই যানজট কোনও দুর্ঘটনার কারণে নয়। জটিয়াকালী মোড়ে রাস্তার মধ্যে বড় গর্ত হয়ে যাওয়ায় সমস্ত গাড়ির গতি ওই জায়গায় থমকে দীর্ঘ যানজটের সৃষ্টি হচ্ছে। যার জেরে সাধারণ মানুষকে চরম নাকাল হতে হয়েছে।

প্রশ্ন উঠছে, আর কতদিন জটিয়াকালীর জন্য সাধারণ মানুষকে নাজেহাল হতে হবে? ফুলবাড়ি থেকে জটিয়াকালী মোড় পর্যন্ত ২৭ নম্বর জাতীয় সড়কের সম্প্রসারণের ক্ষেত্রে জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষ কি জমিজট কাটিয়ে উঠতে পারবে না? বিষয়টি নিয়ে জলপাইগুড়ির সাংসদ জয়ন্ত রায়কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন, 'জমি সমস্যা কাটাতে আলোচনা করতে আমি প্রস্তুত। তবে রাজনীতির ঊর্ধ্বে উঠে সকলকে আলোচনার জন্য উদ্যোগী হতে হবে। তাহলে এই সমস্যার সমাধান হবেই। জটিয়াকালীর সমস্যা নিয়ে জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আগেও কথা হয়েছে। জমি অধিগ্রহণের বিষয়ে একটি মামলা চলছে বলে শুনেছি। সেই জন্য জমি পেতে জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষের সমস্যা হচ্ছে।'

এদিন ভোরবেলা থেকে দুপুর প্রায় ১২টা পর্যন্ত যানজট ছিল। বিকেলের দিকে নতুন করে যানজটের সৃষ্টি হয়। ফুলবাড়ি ট্রাফিক আউটপোস্টের পুলিশকর্মীরা সকাল থেকে যানজট নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা চালিয়েছেন। আবার অনেকে শিলিগুড়ি-জলপাইগুড়ি যাতায়াতের ক্ষেত্রে ক্যানাল রোড, গভার মোড়ের রাস্তা ব্যবহার করছেন। ময়নাগুড়ির বাসিন্দা সাবিত্রী চক্রবর্তী শিলিগুড়ির হিলকার্ট রোডের একটি রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকে চাকরি করেন। যানজটের কারণে মহিলা এদিন নির্দিষ্ট সময়ের দেড় ঘণ্টা পরে ব্যাংকে পৌঁছান। ব্যাংককর্মী বলেন, 'টানা বৃষ্টির জন্য এদিন তাড়াতাড়ি বাড়ি থেকে বেরিয়েছিলাম। ভেবেছিলাম, ঠিক সময়ে শিলিগুড়িতে পৌঁছে যাব। কিন্তু জটিয়াকালীর আগে থেকে

> টানা বৃষ্টির জন্য এদিন তাড়াতাড়ি বাড়ি থেকে বেরিয়েছিলাম। ভেবেছিলাম, ঠিক সময়ে শিলিগুড়িতে পৌঁছে যাব। কিন্তু জটিয়াকালীর আগে থেকে যে যানজটে আটকে যাব ভাবিনি। গত বছরও জটিয়াকালীর মোড়ে একইভাবে হয়রানির শিকার হতে হয়েছে।
>
> **সাবিত্রী চক্রবর্তী** *ব্যাংককর্মী*

যে যানজটে আটকে যাব ভাবিনি। গত বছরও জটিয়াকালীর মোড়ে একইভাবে হয়রানির শিকার হতে হয়েছে।'

যদিও এদিন জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষের তরফে বিকালে রাস্তার গর্ত বোজাতে বেডমিশালি ফেলা হয়। স্থানীয় বাসিন্দা রজত বর্মন, তুষার মালাকারদের কথায়, একটু বৃষ্টি হলেই এইসব বেডমিশালি ধুয়ে চলে যাবে। তার ওপর এই রাস্তা দিয়ে বড় বড় মালবোঝাই ট্রাক যাতায়াত করছে হরদম। সেই রাস্তায় বেডমিশালি ফেলে গর্ত বোজানো মানে ভস্মে ঘি ঢালা। রজত বললেন, 'জমি অধিগ্রহণ করে এই রাস্তা ফোর লেন না করা পর্যন্ত এই সমস্যা চলতে থাকবে।'

বেডমিশালি ফেলে গর্ত ভরানো হচ্ছে জটিয়াকালীতে। মঙ্গলবার।

কাঠবিড়ালী কাঠবিড়ালী... মঙ্গলবার শিলিগুড়িতে দীপ্তেন্দু দত্তর তোলা ছবি।

ধোঁয়াশা গারোভিটায়

আলিপুরদুয়ার, ২৪ জুন : একটা ঘটনাই বদলে গিয়েছে গ্রামের পরিবেশ। গ্রামের বাসিন্দারা একে অপরের দিকে সন্দেহের দৃষ্টিতে তাকাচ্ছেন। আলিপুরদুয়ার শহর সংলগ্ন গারোভিটা গ্রামে কালাজাদু করা নিয়ে যে ভাঙচুর-তাণ্ডব চালানো হয়েছে, সেই ঘটনার উত্তাপ এখনও রয়েছে এলাকায়। যে বৃদ্ধের বিরুদ্ধে ওই অভিযোগ, তিনি এখনও বাড়িছাড়া। পরিবারের লোকের মুখে শোনা গেল আপাতত মেয়ের বাড়িতে আশ্রয় নিয়েছেন তিনি। সেই জায়গাটা কোথায়, সেবিষয়ে মুখে কুলুপ এঁটেছেন বৃদ্ধের ছেলে ও পুত্রবধূ। তাঁকে গ্রামে ফেরানো নিয়ে এখনও আপত্তি গ্রামবাসীদের। আর বৃদ্ধের পরিবারকে সমানতালে চাপ দেওয়া হচ্ছে যেন তাঁকে আর বাড়িতে ঢুকতে না দেওয়া হয়।

এক রাতে যে এভাবে গ্রামের পরিস্থিতি বদলে যাবে, সেটা এখনও বিশ্বাস করতে পারছেন না গ্রামের

অনেকেই। গারোভিটার প্রবীণ বাসিন্দা ধীরেন রায় যেমন পুরো বিষয়টিকে এখনও দুঃস্বপ্নের মতো দেখছেন। তাঁর কথায়, 'এতদিন ধরে গ্রামে আছি। তবে এই রকম পরিবেশ দেখিনি। চেনা মুখগুলো যেন বদলে গিয়েছে। আমাদের এলাকায় তো এমন ঘটনা ঘটার কথা না। কোথা থেকে কী হয়ে গেল, বুঝতে পারছি না।'

রবিবার রাতে ওই বৃদ্ধার বাড়িতে চড়াও হন গ্রামের দুই শতাধিক বাসিন্দা। বাড়ি ভাঙচুর করা হয়। সেই বাড়ি মঙ্গলবার সংস্কার করা হয়েছে। অভিযোগ করা হয়, ওই বাড়ির এক বয়স্ক বাসিন্দার কালাজাদুর ফলে গ্রামের লোকজন একের পর এক অসুস্থ হয়ে পড়ছেন। অনেকের মৃত্যুও হয়েছে। কালাজাদুর অস্তিত্ব আছে নাকি নেই, প্রশ্নকে দূরে সরিয়ে রেখে জানতে চাওয়া হল, গ্রামে কার কার মৃত্যু হয়েছে সম্প্রতি, কে কে আত্মহত্যা করেছেন। জবাব মিলল না।

শিক্ষককে সাসপেন্ড

চোপড়া, ২৪ জুন : এক প্রাক্তন ছাত্রীকে শ্বশুরবাড়ি থেকে ফুসলিয়ে নিয়ে আসার অভিযোগে সাসপেন্ড করা হল সোনাপুরহাট মহাত্মা গান্ধি হাইস্কুলের সহকারী প্রধান শিক্ষক রবি সরকারকে। এই নির্দেশ দিয়েছে পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদ। সাসপেন্ড করার ঘটনার কথা স্বীকার করে স্কুলের প্রধান শিক্ষক ধ্রুব তেওয়ারি বলেন, 'এব্যাপারে মধ্যশিক্ষা পর্ষদের সভাপতির চিঠি স্কুলের মেলে পেয়েছি।' অভিযুক্ত সেই শিক্ষকের সঙ্গে মোবাইল ফোনে একাধিকবার যোগাযোগ করার চেষ্টা করা হলেও তিনি ফোন রিসিভ না করায় প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি।

বিয়ের এক মাসের মধ্যে এক প্রাক্তন ছাত্রীকে তাঁর শ্বশুরবাড়ি থেকে ফুসলিয়ে নিয়ে আসার অভিযোগে বিদ্ধ সেই শিক্ষক। সেই শিক্ষককে একাধিকবার স্কুলে ঢুকতে বাধা দেন অভিভাবক ও স্থানীয়দের একাংশ। তাঁর বিরুদ্ধে শাস্তির দাবিতে অভিভাবকদের একাংশ সরব হন। স্কুল কর্তৃপক্ষ গোটা ঘটনার কথা ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নজরে আনতেই শিক্ষা দপ্তর থেকে এব্যাপারে তদন্ত শুরু হয়। অবশেষে গত ১৯ জুন মধ্যশিক্ষা পর্ষদ থেকে স্কুলের মেলে সাসপেনশন লেটার পাঠানো হয়।

স্কুলের পরিচালন কমিটির সভাপতি বাবনলাল ভগত বলেন, 'মেয়েটির পরিবার থেকে অভিযোগ জানানো হয়েছিল স্কুল কর্তৃপক্ষের কাছে। অবশেষে ডিআইয়ের রিপোর্টের ভিত্তিতে পর্ষদ থেকে ওই শিক্ষককে সাসপেন্ড করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।' স্কুল কর্তৃপক্ষ সূত্রে জানা গিয়েছে, গত ১৭ জানুয়ারি এক অভিভাবক লিখিতভাবে জানিয়েছেন, তাঁর মেয়ের মালদায় বিয়ে হয়। কয়েকদিনের মধ্যে সেই শিক্ষক মেয়েকে নিয়ে পালিয়ে যান।

দাঁতালের তাণ্ডব

নাগরাকাটা, ২৪ জুন : দাঁতালের তাণ্ডবে দোকান-বাড়ি গুঁড়িয়ে গেল। হাতিটি সোমবার গভীর রাতে নাগরাকাটার বামনডাঙ্গা চা বাগানে প্রায় দেড় ঘণ্টা ধরে তাণ্ডব চালায়।

সরকারি জমি দখলমুক্ত

খোকন সাহা

বাগডোগরা, ২৪ জুন : মাটিগাড়ায় মঙ্গলবার সরকারি জমি দখলমুক্ত করা হল। অবৈধভাবে গজিয়ে ওঠা বাড়িঘর গুঁড়িয়ে দেওয়া হয় আর্থমুভার দিয়ে। এদিন বিডিও বিশ্বজিৎ দাস, যুগ্ম বিডিও প্রশান্ত সোনার, প্রধাননগর থানার পুলিশ ব্লক আধিকারিকদের নিয়ে মাটিগাড়া ব্লকের মিলন মোড় সংলগ্ন কড়াইবাড়িতে যান এবং ৭ একর সরকারি জমি দখলমুক্ত করেন। এই জমিতে ৩০টি বাড়ি ছিল। উচ্ছেদের সময় কেউ বাধার সৃষ্টি করেননি।

বিডিও বিশ্বজিৎ দাস বলেন, 'যাঁদের উচ্ছেদ করা হয়েছে, তাঁদের মধ্যে কেউ যদি বৈধ নাগরিক থাকেন, তাহলে তাঁরা বিএলআরও অফিসে দেখা করতে পারেন। তাঁদের পাট্টা দেওয়ার ব্যবস্থা করা হবে।'

দীর্ঘদিন থেকে সরকারি জমি, নদীর চর অবৈধভাবে দখল করে সাধারণ মানুষ এবং বাংলাদেশের নাগরিকদের কাছে বিক্রি করা হচ্ছিল। এর পিছনে একটা দালালচক্র কাজ করছিল। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এই বিষয়ে কড়া ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশ দিয়েছিলেন। এরপরই নড়েচড়ে বসে প্রশাসন।

আলোচনায় বাল্যবিবাহ থেকে ঋতুস্রাব

তমালিকা দে

শিলিগুড়ি, ২৪ জুন : কারও দু'মাস ধরে ঋতুস্রাব বন্ধ। কেউ আবার ভুগছে সাদাস্রাবের সমস্যায়। বয়ঃসন্ধিকালীন অসুবিধা এবং তার সমাধান নিয়ে আলোচনা হল কর্মশালায়। উঠে এল পড়ুয়াদের অন্যান্য সমস্যার কথাও। মঙ্গলবার একতিয়াশাল তিলেশ্বরী অধিকারী হাইস্কুলে 'অন্বেষা' এবং 'ইউনিসেফ'-এর যৌথ উদ্যোগে একটি কর্মশালার আয়োজন করা হয়। সেখানে বয়ঃসন্ধিকালীন সময়ে ছাত্রীরা কী কী সমস্যার সম্মুখীন হতে চলেছে বা হচ্ছে, সে বিষয়ে সচেতন করা হয়। পাশাপাশি বাল্যবিবাহ নিয়েও সচেতন করা হয়েছে সবাইকে।

এদিন স্কুলের অষ্টম থেকে দশম শ্রেণির পড়ুয়াদের কর্মশালায় উপস্থিত ছিলেন জলপাইগুড়ি জেলার 'অন্বেষা' ক্লিনিকের কাউন্সেলর অর্পিতা বসু। তিনি বলেন, 'সরকারি তরফে বিভিন্ন স্কুলে পড়ুয়াদের সচেতনতা বাড়ানোর জন্য এধরনের অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। সেখানে ছাত্রীদের বিভিন্ন সমস্যার কথা জেনে তা কীভাবে সমাধান করা যাবে, তা নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।'

এক ছাত্রী জানায়, প্রায় দু'মাস ধরে তার ঋতুস্রাব বন্ধ রয়েছে। বিষয়টি লজ্জায় বাড়িতে জানাতে না পারলেও এদিন কাউন্সেলরকে বিষয়টি জানায়। ছাত্রীর সমস্যার কথা জেনে তাকে কী কী পদক্ষেপ করতে হবে, সেটা বোঝান। পাশাপাশি ছাত্রীটিকে ফলোআপের মধ্যে রাখা হয়েছে বলে কাউন্সেলরের তরফে জানানো হয়েছে। অন্যদিকে, দীর্ঘদিন ধরে সাদাস্রাব হওয়ার জন্য শারীরিক অসুস্থতায় ভুগছে স্কুলের আরেক ছাত্রী। কীভাবে এই সমস্যা থেকে রক্ষা পাবে, সে বিষয়ে জানতে চায়।

কীভাবে নেশার জিনিস বর্জন করতে হবে, তা নিয়েও এদিন উপস্থিত পড়ুয়াদের বোঝানো হয়। কাউন্সেলিংয়ের পাশাপাশি বাল্যবিবাহ রোধ নিয়ে সচেতনও করা হয়। কেন মেয়েদের ১৮ বছর এবং ছেলেদের ২১ বছর বয়স হওয়ার আগে বিয়ে করা উচিত নয় এবং বিয়ে করলে কী শাস্তি হতে পারে, ভবিষ্যতে কী ধরনের সমস্যা হতে পারেন, সে বিষয়ে ভিডিও-র মাধ্যমে বোঝান ইউনিসেফ-এর জলপাইগুড়ি জেলার প্রতিনিধি অর্জুন রাই। তিনি বলেন, 'জলপাইগুড়ি জেলায় ১৭.৫ শতাংশ বাল্যবিবাহ দেখা গিয়েছে। যার কারণ হিসেবে কখনও উঠে এসেছে পরিবারের আর্থিক অনটন। কখনও আবার প্রেম করে পালিয়ে বিয়ের মতো ঘটনা ঘটছে। অনেক নাবালিকা আবার বিয়ের পর গর্ভবতী হয়ে অসুস্থ হয়ে পড়ছে। এই প্রবণতা কমাতে স্কুলে স্কুলে গিয়ে সচেতনতা বাড়ানো প্রয়োজন।'

এদিনের সচেতনতামূলক কর্মসূচিতে উপস্থিত থেকে পড়ুয়ারা অনেক কিছু জানতে পারল বলে জানিয়েছে। পড়ুয়াদের সচেতন করার জন্য ভবিষ্যতেও এধরনের অনুষ্ঠান করা হবে বলে জানালেন প্রধান শিক্ষক পার্থ দত্ত।

একতিয়াশাল তিলেশ্বরী অধিকারী হাইস্কুলে কর্মশালা। ছবি : সঞ্জীব সূত্রধর

কার্সিয়াংয়ে পর্যটন হাবের স্বপ্ন অধরা

রোপওয়ে প্রকল্প এখন 'মৃত'

রণজিৎ ঘোষ

কার্সিয়াং, ২৪ জুন : পাহাড় ভালোবাসে না এমন মানুষ পাওয়া দুষ্কর। ভ্রমণপ্রেমীদের পক্ষে পাহাড়ের হাতছানি উপেক্ষা করা মুশকিল। প্রতিবছর রাজ্যের তো বটেই এমনকি দেশ-বিদেশের বহু পর্যটক দার্জিলিং, কার্সিয়াং, মিরিক, কালিম্পংয়ে বেড়াতে আসেন। এই পর্যটনস্থলগুলিকে নতুনভাবে গড়ে তোলা মুখ্যমন্ত্রীর স্বপ্ন। কিন্তু সেই স্বপ্ন আর বাস্তবের মধ্যে ফারাক ঠিক কতটা, তা পাহাড়ে পা দিলে বিলক্ষণ বোঝা যায়। কার্সিয়াংয়ের কথাই ধরা যাক। সম্বল বলতে ব্রিটিশ আমলে তৈরি রাস্তাঘাট, টয়ট্রেন পরিষেবা, চা বাগান। কার্সিয়াংকে ঘিরে পর্যটন সার্কিট তৈরির স্বপ্ন আজও অধরা।

পার্বত্য প্রশাসনের এক কর্তার জবাব এল, টাকা চাই টাকা। টাকা ছাড়া কি কোনও কাজ হয়? গোর্খাল্যান্ড টেরিটোরিয়াল অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের (জিটিএ) ভাঁড়ারের ভাঁড়ে মা ভবানী অবস্থা।

বছরভর বহু পর্যটক দার্জিলিং বেড়াতে আসেন। রোহিণী, কার্সিয়াং হয়েই তাঁরা শৈলশহরে যাতায়াত করেন। প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে ভরপুর রোহিণী এবং কার্সিয়াংকে ঘিরে গড়ে উঠতে পারে অন্যতম সেরা পর্যটন হাব। বিমল গুরুংয়ের আমলে কিছুটা কাজ শুরু হয়েছিল ঠিকই, কিন্তু সেটাও পরবর্তীতে থমকে গিয়েছে। অবশ্যই টাকার অভাবে।

কার্সিয়াং এবং রোহিণীর পর্যটনকে জনপ্রিয় করতে ২০১৪ সালে গিদ্দাপাহাড় থেকে রোহিণী পর্যন্ত রোপওয়ে তৈরির সিদ্ধান্ত হয়। এই খাতে ১৬ কোটি টাকা খরচ ধরা হয়েছিল। কথা ছিল, জিটিএ রোপওয়ে তৈরি করে কলকাতার একটি বেসরকারি সংস্থাকে পরিচালনার দায়িত্ব দেবে। সেইমতো রোপওয়ের কাজও শুরু হয়। জিটিএর তরফে দুই দফায় প্রায় সাড়ে সাত কোটি টাকা এজেন্সিকে দেওয়া হয়। গিদ্দাপাহাড় এবং রোহিণীতে রোপওয়ের শুরু এবং শেষ পয়েন্টে অনেকটাই কাজ হয়েছে। কিন্তু পরবর্তীতে টাকার অভাবে কাজ বন্ধ হয়ে যায়। জিটিএ বলছে, ওই রোপওয়ে প্রকল্প এখন 'মৃত'। অর্থাৎ ওই প্রকল্পের জন্য যে কোটি কোটি টাকা খরচ হয়েছিল সেটা অপচয় হল। গিদ্দাপাহাড় এবং রোহিনী লেকে এখনও এই রোপওয়ের লোহার কাঠামো পড়ে রয়েছে।

গিদ্দাপাহাড়ের ভিউপয়েন্টে ছোট্ট মোমোর দোকান রয়েছে সুরজ শর্মার। তিনি বললেন, 'এই ভিউপয়েন্টে প্রতি রবিবার করে ভালো ভিড় হয়। কিন্তু সপ্তাহের বাকি দিনগুলিতে তেমন ভিড় হয় না বলে ব্যবসাও জমে না। এখানে রোপওয়ে তৈরি হলে প্রচুর পর্যটক আসতেন, ব্যবসাও ভালো হত। কিন্তু শুনছি, এটা আর কোনওদিন হবে না।'

এদিকে, ২০২২ সালে অনীত থাপা ১১০ নম্বর জাতীয় সড়ককে ঘিরে সুকনা-কার্সিয়াং রাস্তায় স্কাইওয়াক, পার্ক, জিপ লাইনিংয়ের বিষয়ে উদ্যোগী হয়েছিলেন। কিন্তু তিন বছর পেরিয়ে গেলেও জিটিএ কিছুই করতে পারেনি। যার জেরে কার্সিয়াংকে ঘিরে পর্যটন হাবের স্বপ্ন স্বপ্নই রয়ে গিয়েছে। এবিষয়ে জিটিএ'র মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক শক্তিপ্রসাদ শর্মা বলেছেন, 'সমস্ত প্রকল্পের জন্য রাজ্যের কাছে আর্থিক বরাদ্দ চাওয়া হয়েছে। টাকা এলেই কাজ হবে।'

অর্থ অপচয়

- ২০১৪ সালে গিদ্দাপাহাড় থেকে রোহিণী পর্যন্ত রোপওয়ে তৈরির সিদ্ধান্ত হয়
- সেইমতো রোপওয়ের কাজও শুরু হয়েছিল
- এজন্য জিটিএর তরফে দুই দফায় প্রায় সাড়ে সাত কোটি টাকা এজেন্সিকে দেওয়া হয়
- কিন্তু পরবর্তীতে টাকার অভাবে কাজ বন্ধ হয়ে যায়
- জিটিএ বলছে, ওই রোপওয়ে প্রকল্প এখন 'মৃত'

গিদ্দাপাহাড়ে পরিত্যক্ত অবস্থায় পড়ে রোপওয়ের কাঠামো।

পানিট্যাঙ্কি মোড়ে ধীরাজ ঘোষের অফিসে পুলিশের তল্লাশি। মঙ্গলবার। ছবি : সূত্রধর

ধীরাজের অফিস, বাড়িতে অভিযান

বাজেয়াপ্ত নথি, পেনড্রাইভ

শিলিগুড়ি ও বাগডোগরা, ২৪ জুন : সুপারি পাচার কাণ্ডে ধৃত ধীরাজ ঘোষের বাগডোগরার বাড়ি এবং শিলিগুড়ির পানিট্যাঙ্কি মোড়ের অফিসে তল্লাশি চালাল পুলিশ। মঙ্গলবার সকালে অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (কার্সিয়াং) অভিষেক রায়ের নেতৃত্বে পানিট্যাঙ্কি মোড়ে ধীরাজের অফিসে অভিযান চালানো হয়। সেখানে প্রায় চার ঘণ্টা অভিযান চলে।

অতিরিক্ত পুলিশ সুপার ছাড়াও নকশালবাড়ির এসডিপিও আশিস কুমার, নকশালবাড়ির সার্কেল ইনস্পেকটর সৈকত ভদ্র সহ বিশাল পুলিশবাহিনী উপস্থিত ছিল। এলাকা ঘিরে ফেলেছিল পুলিশ। আশপাশে কাউকে ঘেঁষতে দেওয়া হয়নি। গোটা অভিযান ভিডিও ক্যামেরায় রেকর্ড করে রাখা হয়েছে। বেশ কিছু নথি, পেনড্রাইভ বাজেয়াপ্ত করেছে পুলিশ। পানিট্যাঙ্কি মোড় থেকে বের হয়ে বাগডোগরায় ধীরাজের বাড়িতে যান তদন্তকারীরা। সেখানে প্রায় দুই ঘণ্টা তল্লাশি চালানো হয়।

অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (কার্সিয়াং) অভিষেক রায়ের বক্তব্য, 'আদালতের নির্দেশে আমরা তল্লাশি অভিযান চালাচ্ছি। আমাদের কাছে সার্চ ওয়ারেন্ট রয়েছে। বেশ কিছু নথি মিলেছে। সেগুলি খতিয়ে দেখা হচ্ছে।'

২১ জুন নকশালবাড়ি থেকে ধীরাজ ঘোষকে গ্রেপ্তার করে নকশালবাড়ি থানা। তার বিরুদ্ধে স্বতঃপ্রণোদিত মামলা রুজু করে তদন্ত শুরু করেছিল পুলিশ। অভিযোগ, ধীরাজ আন্তর্জাতিক সুপারি পাচারচক্রের মূল পান্ডা। দীর্ঘদিন পুলিশের খাতায় ফেরার ছিল সে। পুলিশের দাবি, উত্তর-পূর্বাঞ্চল থেকে চোরাই সুপারি এনে জাল কাগজ তৈরি করে সেগুলি বিভিন্ন এলাকায় পাচার করত অভিযুক্ত।

জেলা পুলিশ সূত্রে খবর, ২০২৪ সালের ৬ অক্টোবর সুপারিবোঝাই লরি সমেত উত্তরপ্রদেশের দুজনকে গ্রেপ্তার করে নকশালবাড়ি থানার পুলিশ। ৭ অক্টোবর ঘোষপুকুর ও বিধাননগর পুলিশের অভিযানেও সুপারিবোঝাই চারটি লরি সমেত ৮ জন গ্রেপ্তার হয়। ওই ঘটনায় নাম জড়িয়েছিল ধীরাজের। এরপর থেকেই পুলিশের খাতায় ফেরার ছিল সে।

অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করার পর তার অফিস এবং বাড়িতে তল্লাশির জন্য আদালত থেকে অনুমতি নেয় পুলিশ। সোমবার থেকে ধীরাজের বাড়ির সামনে নকশালবাড়ি থানার পুলিশ মোতায়েন করা হয়। এদিন সকাল থেকে অভিযান শুরু হয়। ধীরাজের ভাই খোকন ঘোষ বলেন, 'যা বলার আমরা পরে বলব।'

তদন্ত কোন পথে

- ধীরাজ আন্তর্জাতিক সুপারি পাচারচক্রের মূল পান্ডা
- দীর্ঘদিন পুলিশের খাতায় ফেরার ছিল সে
- এদিন ধীরাজের বাগডোগরার বাড়ি এবং শিলিগুড়ির পানিট্যাঙ্কি মোড়ের অফিসে তল্লাশি
- গোটা অভিযান ভিডিও ক্যামেরায় রেকর্ড করে রাখা হয়েছে
- বেশ কিছু নথি, পেনড্রাইভ বাজেয়াপ্ত করেছে পুলিশ

সেচ দপ্তরের জমি দখল

চোপড়া, ২৪ জুন : চোপড়া সদরের রবীন্দ্রনগর কলোনি এলাকায় ডক নদীর বাঁধের দুইপাশে সেচ দপ্তরের জমি জবরদখল হয়ে যাচ্ছে। স্থানীয় বাসিন্দাদের একাংশ খুঁটি দিয়ে এই দখলের কাজ করছেন। স্থানীয় বাসিন্দাদেরই একাংশ এই অভিযোগে সরব হয়েছেন। ক্ষুব্ধ এলাকাবাসীর অভিযোগ, বাঁধের স্লুইস গেট এলাকায় জমি দখলের ষড়যন্ত্র চলছে। গণস্বাক্ষর করে স্থানীয় প্রশাসন ও সেচ দপ্তরে স্মারকলিপিও জমা করা হয়েছে।

তৃণমূল কংগ্রেস নেতা স্থানীয় বুথ সভাপতি তাপস চক্রবর্তীর দাবি, বাঁধের জমি দখলের অভিযোগে এলাকায় চাপা ক্ষোভ রয়েছে। জায়গা দখলের চক্রান্ত নিয়ে স্থানীয়রাই সরব হয়েছেন। চোপড়া গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান জিয়ারুল রহমান বলেন, 'বাঁধের জমি দখলের কোনওরকম অভিযোগ থাকলে খতিয়ে দেখে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেব।' বাসিন্দাদের একাংশের অভিযোগ, স্লুইস গেট এলাকায় জমি দখল চলছে, তবে প্রশাসনের তাতে হুঁশ নেই। বাধ্য হয়ে তাঁরা গণস্বাক্ষর করে স্মারকলিপি জমা করেছেন। সেচ দপ্তরের ইসলামপুরের এক ইঞ্জিনিয়ার বলেন, 'এব্যাপারে খোঁজ নেওয়া শুরু হয়েছে। পাশাপাশি বিষয়টি উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নজরে আনা হয়েছে।'

আন্দোলনে ঠিকাদাররা

শিলিগুড়ি, ২৪ জুন : জল জীবন মিশন প্রকল্পের কাজ করেও ৯ মাস কোনও টাকা মেলেনি। এমন অভিযোগ তুলে ঠিকাদাররা বুধবার থেকে শিলিগুড়িতে আন্দোলনে নামতে চলেছেন। বর্তমানে শিলিগুড়ি মহকুমা এলাকায় জল জীবন মিশনের কাজ প্রায় বন্ধ। এদিকে, টাকা না থাকায় পিঠ দেওয়ালে ঠেকে গিয়েছে বলে দাবি ঠিকাদারদের। শিলিগুড়ি পিএইচই কন্ট্রাক্টর্স ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের সদস্যরা বুধবার থেকে পিএইচইর এগজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার ও সুপারিন্টেন্ডেন্ট ইঞ্জিনিয়ারের অফিসে অবস্থান বিক্ষোভে বসবেন। এবিষয়ে অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক অনুপ বসু বলেন, 'শিলিগুড়ি মহকুমা এলাকায় জল জীবন মিশনের প্রকল্পের কাজ করে ঠিকদারদের প্রায় ৪০ কোটি টাকা বকেয়া রয়েছে। বিভিন্ন জায়গা থেকে ঋণ করে প্রকল্পের কাজ করেছিলাম। কিন্তু সরকার টাকা না দেওয়ায় আমাদের সংসার চালানো কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছে। সেই কারণে আমরা আন্দোলন করব।'

বৃষ্টি মাথায় নিয়ে।। গজলডোবায় ছবিটি তুলেছেন শিলিগুড়ির অরিজিৎ ভট্টাচার্য।

পাঠকের লেন্সে
8597258697
picforubs@gmail.com

মিলেট চাষে কৃষকদের উৎসাহ

প্রিয়দর্শিনী বিশ্বাস

শিলিগুড়ি, ২৪ জুন : ন্যাশনাল ফুড সিকিউরিটি নিউট্রিশন মিশনের আওতায় শিলিগুড়ি মহকুমার চার ব্লকে এবছর করা হবে মিলেট চাষ। রাগিশস্য বীজ বিতরণ করা শুরু হয়েছে ব্লকের কৃষকদের মধ্যে। ২০২৩ সাল আন্তর্জাতিক মিলেট বর্ষ পালনের পর বিশ্বব্যাপী এই পুষ্টিকর শস্যের গুরুত্ব বেড়েছে। উত্তরবঙ্গের কোচবিহার, দুই দিনাজপুর সহ বিভিন্ন জেলাতে মিলেটের চাষ হলেও শিলিগুড়ি মহকুমার ব্লকগুলিতে এখন সাধারণত মিলেটের চাষ খুব একটা হয় না।

ধান, সবজির পাশাপাশি খরিফ মরশুমে (বর্ষাকালে) মিলেট চাষে কৃষকদের উদ্বুদ্ধ করতে এবার ডেমোস্ট্রেশনের জন্য ৪ ব্লকে ৫০ একর জমিতে রাগিশস্য উৎপাদন করা হবে। ইতিমধ্যেই বেশিরভাগ জায়গাতেই কৃষকদের বীজ প্রদান করা হয়ে গিয়েছে। বীজ শোধনের ওষুধও প্রদান করা হয়েছে।

শিলিগুড়ির সহকারী কৃষি অধিকর্তা (প্রশাসন) দেবাশিস ঘোষ বলেন, 'এবার ৫৫ হেক্টর জায়গায় ডেমোস্ট্রেশনের জন্য বীজ প্রদান করা হচ্ছে। খরিফ মরশুমেই বীজ বপন করা হবে। এদিকের কৃষকরা বহু বছর এই চাষ করেননি। প্রথমবার এতটাই চাষের নির্দেশ রয়েছে।' এই শস্যের প্রচুর গুণ রয়েছে যা স্বাস্থ্যের জন্য খুব ভালো। বাজারে মিলেটের এখন অনেক দাম। এই চাষ খুব কঠিন নয়, আবার লাভও রয়েছে। তাই এই শস্যকে আবার শিলিগুড়ির বাজারে ফিরিয়ে আনা এবং কৃষকদেরও এই চাষে উদ্বুদ্ধ করাই এখন কৃষি দপ্তরের লক্ষ্য।

নকশালবাড়ি ব্লকের মোট ২০ হেক্টর জায়গাজুড়ে কৃষকরা এই রাগিশস্যের চাষ করবেন। তবে ব্লকের হাতিঘিসা, মণিরাম গ্রাম পঞ্চায়েতের কৃষকরা বেশ আগ্রহ দেখাচ্ছেন এই চাষে।

মাটিগাড়া ব্লকে ৫ হেক্টর জমিতে রাগিশস্যের চাষ হবে। ব্লকের ৫টি গ্রাম পঞ্চায়েতের কৃষকরাই এই চাষ করবেন। খড়িবাড়ি ব্লকে ১০ হেক্টর জমিতে চাষ করা হবে। খড়িবাড়ি ব্লকের রানিগঞ্জ পানিশালি গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তরাম, দুলালজোত, বুড়াগঞ্জ গ্রাম পঞ্চায়েতের গগুগোলজোত, বিন্নাবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের ডাঙ্গুজোত, ভজনপুর এলাকাগুলি থেকে কৃষকরা এসে শস্যের বীজ নিয়ে যাচ্ছেন।

ফাঁসিদেওয়া ব্লকে মোট ২০ হেক্টর জমিতে চাষ করা হবে। এই ব্লকের হেটমুড়ি, চটহাট থেকে কৃষকরা ব্যাপকভাবে বীজ নিয়ে যাচ্ছেন।

নতুন এই চাষ নিয়ে আগ্রহ প্রকাশ করছেন অনেক কৃষক। এবার প্রথম রাগিশস্যের চাষ করবেন মাটিগাড়ার তুম্বাজোতের আনন্দকুমার বর্মা। তিনি বলেন, 'আমি কখনও এই চাষ করিনি। উত্তরপ্রদেশে আমার মা-বাবা ৩০ বছর আগে এই চাষ প্রচুর করেছেন। আমি খুব খুশি যে এখানেও এই চাষ করব এবছর। সোমবার বীজ নিয়েছি। ১০ বিঘা জমিতে ধান চষের সঙ্গে রাগিশস্যের চাষ করব এবার।'

নতুন শস্যের চাষ করবেন তারসিউজ মিঞ্জ। অন্তত দেড় বিঘা জমিতে তিনি চাষ করবেন এবার। তিনি বলেন, 'আমাদের এখানে শস্য ভাঙানোর কোনও মেশিন নেই। সেই মেশিন হলে শস্য ভাঙাতে সুবিধা হবে।'

মোরগ লড়াইয়ে উড়ছে টাকা

রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে উল্লাসে ফাটছে শতাধিক মানুষ

সপ্তর্ষি সরকার

ধূপগুড়ি, ২৪ জুন : কেউ লালের পক্ষে, তো কেউ কালোকেই চাইছেন। চলছে ভাও দেওয়া। উড়ছে কোটি কোটি টাকা। বাঁশের বেড়া দিয়ে ঘেরা ময়দান। সাদা চুন দিয়ে সেখানে গোল করে দাগ দেওয়া। মাঝে বর্ডার। দেখতে অনেকটা ফুটবলের সেন্টারের মতো। সেখানে প্রাণ বাঁচাতে একে অপরের প্রাণ নেওয়ার লড়াইয়ে মত্ত দুই মোরগ।

চারপাশে তোড়া তোড়া পাঁচশো টাকার বান্ডিল হাতে উল্লাসে ব্যস্ত শতাধিক মানুষ। কেউ সাইড বাজি লাগাচ্ছেন, আবার কারও নজর কাইদগারের দিকে। সে কীভাবে মোরগের পায়ে লোহার ফলা বাঁধছে। তা দেখেই অনেকে আন্দাজ করছেন কোন মোরগ জিতবে রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে।

১৯৬০ সালের পশুপাখির ওপর নৃশংসতা বিরোধী আইন বলছে, এই মারণ খেলা চূড়ান্ত বেআইনি। তাতে অবশ্য কাঁচা টাকা হাতে ময়দানে হাজির শতাধিক লোকের কিস্যু যায় আসে না। তাঁদের একমাত্র লক্ষ্য বাজি জেতা। এভাবে একেকটা ম্যাচে পাঁচ থেকে সাত লাখ টাকায় জেতা-হারার বাজি চলছে। পরাজিত মোরগের বুক বা গলা থেকে ফিনকি দিয়ে ছোটা রক্ত তাদের জয়ের উল্লাস বাড়িয়ে দিচ্ছে বহুগুণ।

লেনদেন মিটলেই শুরু হচ্ছে পরের খেলা। এভাবে ফি সপ্তাহে রবি ও বুধবার চলছে মোরগ লড়াই। ধূপগুড়ি ও বানারহাট থানা এলাকার একেবারে সীমান্তে সাঁকোয়াঝোরা-১ গ্রাম পঞ্চায়েত অঞ্চলের খড়িয়াবস্তি ও আম্বাডিপার মাঝে পথের পাশেই সপ্তাহে দু'বার প্রকাশ্য দিবালোকে বসছে মোরগ লড়াইয়ের আসর। বুধবার আয়োজন কিছুটা কম থাকলেও রবিবার জমে উঠছে আসর। দুপুর পেরিয়ে বিকেল হওয়ার আগেই ময়দানের আশপাশে জড়ো হতে শুরু করেন দোকানিরা। মূলত চাট ও মদের দোকানই বসে ময়দানে। অনেকটা ওপেন বার কাম রেস্তোরাঁ হিসেবেই কারবারিরা পসরা সাজিয়ে বসছে। দেশি-বিদেশি ব্র্যান্ডের মদ থেকে চিলড বিয়ার সবই থাকছে সেখানে। থাকছে হরেক রকম চাট, এমনকি হাঁড়িয়ার দোকান। বুধবার স্থানীয়রাই এই আসর জমায়। তবে রবিবার শিলিগুড়ি, মাটিগাড়া, নকশালবাড়ি, কালিম্পং, বারবিশা এমনকি নিম্ন অসম থেকে জুয়াড়িরা আসে। রীতিমতো বস্তা বোঝাই করে আনা হয় নোট, যা ওড়ে মোরগ লড়াইয়ের বাজি হিসেবে। ছুটে আসে পেশাদার মোরগ পালন ও ট্রেনাররা। রবিবার সাধারণত তিরিশ থেকে চল্লিশটি ম্যাচ হয়। বুধবার হয় দশ থেকে পনেরোটি ম্যাচ। যাদের মোরগ লড়ে, তারা এক থেকে দেড় লাখ টাকা বাজি ধরে। বাকি বাজি হয় বুকিদের হাত দিয়ে। তারা একেক ম্যাচে ৪ থেকে ৬ লাখ টাকা বাজি ধরেন।

লড়াইয়ের আগে মোরগ প্রস্তুত করছে মালিকরা।

উত্তরবঙ্গ সংবাদ স্পেশাল

পাকা নালার দাবি নীচপাড়ায়

শিলিগুড়ি, ২৪ জুন : নিকাশি ব্যবস্থার সমস্যায় জেরবার দাগাপুরের নীচপাড়ার বাসিন্দারা। নেই পাকা নিকাশি ব্যবস্থা। যার ফলে বর্ষায় ভোগান্তি চরমে উঠেছে। বর্ষা শুরুর আগে বাসিন্দারা এলাকায় পাকা নিকাশিনালা নির্মাণের দাবি জানিয়েছিলেন। কিন্তু কোনও পদক্ষেপ করা হয়নি। যার ফলে বৃষ্টির জল জমে সমস্যা হচ্ছে। এছাড়া এলাকায় যেখানে-সেখানে জমে থাকছে আবর্জনা। ছড়াচ্ছে দুর্গন্ধ। এতে ক্ষোভ জমছে এলাকায়।

মঙ্গলবার সকালে এলাকায় গিয়ে দেখা গেল, বেশ কিছু রাস্তায় জল জমে রয়েছে। সেই জল পেরিয়ে বাচ্চারা স্কুলে যাচ্ছে। এমনকি অনেকে টোটো, স্কুটার নিয়ে যেতেও সমস্যায় পড়ছেন। এলাকায় সুষ্ঠু নিকাশি ব্যবস্থা থাকলে এই সমস্যা হত না, বলছেন স্থানীয়রা।

স্থানীয় বাসিন্দা অরুণ পাল বললেন, 'একটা এলাকায় নিকাশি ব্যবস্থা নেই, এটা ভাবা যায় না। মাঝেমধ্যে তো হাঁটুসমানও জল জমে যায়।' প্রতি বর্ষায় যে এই সমস্যা পোহাতে হয়, সেকথা বলছিলেন স্থানীয় বাসিন্দা সুদীপা পাল। তাঁর কথায়, 'একে তো নিকাশি ব্যবস্থা নেই, তার ওপর গোটা রাস্তাই জলের নীচে। ফলে খানাখন্দ বুঝতে না পেরে আমি স্কুটার নিয়ে পড়ে যাই।'

নিকাশির সমস্যার পাশাপাশি এলাকায় আবর্জনার সমস্যাও রয়েছে। এলাকায় বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকছে জঞ্জাল। পরিস্থিতির পরিবর্তন চান স্থানীয়রা। এ বিষয়ে পাথরঘাটা গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান মহম্মদ সাহিদের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করা হলেও তিনি ফোন রিসিভ না করায় প্রতিক্রিয়া মেলেনি।

আলোচনা

বাগডোগরা, ২৪ জুন : মঙ্গলবার শিবমন্দিরে শিলিগুড়ি শিক্ষক শিক্ষণ মহাবিদ্যালয়ের আইকিউএসি-র উদ্যোগে যোগবিদ্যা ও পরিবেশবিদ্যা বিষয়ে আন্তর্জাতিক আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। সভায় উপস্থিত ছিলেন শিলিগুড়ির পুরনিগমের মেয়র গৌতম দেব, ইউজিসি-র অধিকর্তা অঞ্জন চক্রবর্তী, অধ্যাপক লক্ষ্মীকান্ত পাড়ি, সুজিতকুমার রাহা, নিউ ইয়র্কের অধ্যাপক নীলামঙ্গলা রঘুরাম, বাংলাদেশের মোকারাম হোসেন প্রমুখ।

বাইকে ধাক্কা

শিলিগুড়ি, ২৪ জুন : বর্ধমান রোডে একটি বিহার নম্বরের চারচাকার গাড়ি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে তিনটি বাইকে ধাক্কা মারার ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়ায়। মঙ্গলবার বিকেলে মহাত্মা গান্ধি চক সংলগ্ন বর্ধমান রোডে গাড়িটি পরপর বাইকে ধাক্কা মারে। আহত দুজনকে জেলা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

খড়িবাড়িতে জমিজটে আটকে নালা নির্মাণ

কার্তিক দাস

খড়িবাড়ি, ২৪ জুন : জমিজটে আটকে নিকাশিনালার কাজ। নালায় জমছে জল। বাড়ছে মশা, মাছির উপদ্রব। এতে ক্ষুব্ধ খড়িবাড়ি বাজার সংলগ্ন খোল্টাবাজার জোতের বাসিন্দারা। সোম ও মঙ্গলবার তাঁরা বিক্ষোভ দেখান। অবশেষে এদিন পদক্ষেপ করে খড়িবাড়ি পানিশালি গ্রাম পঞ্চায়েত কর্তৃপক্ষ। ওই নিকাশিনালা আপাতত মাটি দিয়ে ভরাট শুরু হয়েছে।

মাস তিনেক আগে গ্রাম পঞ্চায়েতের উদ্যোগে ও পঞ্চদশ অর্থ কমিশনের অর্থানুকূল্যে খোল্টাবাজার জোতে রাস্তার মাঝ বরাবর ৬০ মিটার পাকা নালার কাজ শুরু হয়। ঠিক হয় নালার জল খেঁচগাঁজা খালে গিয়ে পড়বে। নালার শেষ প্রান্তে শিলিগুড়ির এক ব্যক্তির জমি রয়েছে। তিনি প্রথমে মৌখিকভাবে জমি ছাড়তে সম্মতি জানালেও কাজ শুরুর পর বেঁকে বসেন। আর এতেই সমস্যা। বেশকিছু দিন ধরে কাজ বন্ধ। জমিজটে নালা অর্ধসমাপ্ত অবস্থায় পড়ে আছে। এদিকে, বর্ষায় নালায় জল জমে মশা, মাছির উপদ্রব বেড়েছে এলাকায়। নালার উপর স্ল্যাব না থাকায় চলাফেরায় সমস্যা হচ্ছে বাসিন্দাদের। রাস্তার মাঝে নালা থাকায় ঢুকছে না কোনও যানবাহন। সোমবারের পর এদিনও এই ইস্যুতে বিক্ষোভ দেখান স্থানীয়রা। মহম্মদ আবজল নামে এক বিক্ষোভকারী বললেন, 'হঠাৎ কাজ বন্ধ। অর্ধসমাপ্ত নালায় জল জমে আছে। মাছি, মশার উপদ্রবে টেকাই দায়। রাস্তার মাঝে নিকাশিনালা থাকায় কোনও গাড়ি ঢুকছে না। বিষয়টি গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্য, প্রধান এমনকি মহকুমা পরিষদে জানানো হয়েছে। কিন্তু জনপ্রতিনিধিদের কোনও হেলদোল নেই।' বিট্টু জয়সওয়াল নামে আরেক বিক্ষোভকারীর বক্তব্য, 'নিয়ম অনুযায়ী, কাজ শুরুর আগে ব্যক্তিগত জমি ব্যবহারের জন্য জমি মালিকের থেকে এনওসি নেওয়া উচিত ছিল। এখন গ্রাম পঞ্চায়েতের অপদার্থতার জন্য জমিজটে কাজ বন্ধ। ভারী বৃষ্টিতে দুর্ভোগ আরও বাড়বে।' গ্রামবাসীর ক্ষোভ বুঝে প্রধান পরিমল সিংহ পঞ্চায়েত সদস্যকে অর্ধসমাপ্ত নিকাশিনালা আপাতত মাটি দিয়ে ভরাটের নির্দেশ দেন। প্রধান বলেন, 'ব্যক্তিগত জমিতে গ্রাম পঞ্চায়েত জোর খাটিয়ে কোনও কাজ করতে পারে না। নালার শেষ প্রান্ত যার জমির উপর দিয়ে যাবে তিনি প্রথমে মৌখিকভাবে অনুমতি দিয়েছিলেন। পরে বাধা দেওয়ায় সমস্যা তৈরি হয়। জমি জট না কাটা পর্যন্ত কাজ শেষ করা যাচ্ছে না।'

কী সমস্যা

- খোল্টাবাজারজোতে জমিজটে নালা অর্ধসমাপ্ত অবস্থায় পড়ে আছে
- বর্ষায় নালায় জল জমে মশা, মাছির উপদ্রব বেড়েছে এলাকায়
- নালার উপর স্ল্যাব না থাকায় চলাফেরায় সমস্যা হচ্ছে বাসিন্দাদের
- রাস্তার মাঝে নালা থাকায় ঢুকছে না কোনও যানবাহন
- সোমবারের পর এদিনও এই ইস্যুতে বিক্ষোভ দেখান স্থানীয়রা

অর্ধসমাপ্ত নিকাশিনালা নিয়ে ক্ষোভ খড়িবাড়িতে।

পুরোনো চাকরিতে ফিরতে চেয়ে নথি

কোচবিহার, ২৪ জুন : চাকরিহারা যোগ্য শিক্ষক-শিক্ষিকারা চাইলে তাঁদের পুরোনো পেশায় ফিরে যেতে পারবেন। কিছুদিন আগে সুপ্রিম কোর্ট এমনই রায় দিয়েছিল। আদালতের সেই রায় মেনে নিয়ে পুরোনো পেশায় ফিরে যেতে কোচবিহার জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শক (মাধ্যমিক) দপ্তরে হিড়িক পড়ল। মঙ্গলবার বিকালে ডিআই অফিসের দোতলায় গিয়ে দেখা যায়, আবেদনপত্র জমা দিতে সেখানে শিক্ষক-শিক্ষিকাদের ভিড় উপচে পড়েছে। এদিন শতাধিক শিক্ষক-শিক্ষিকা আবেদন জমা দেন। কোচবিহার জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শক (মাধ্যমিক) সমরচন্দ্র মণ্ডল বলেন, 'পুরোনো পেশাতে ফিরে যেতে এদিন বিভিন্ন শিক্ষক-শিক্ষিকা তাঁদের আবেদনপত্র জমা দিয়েছেন।' জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শক দপ্তরের তরফে বৃহস্পতিবার এই সমস্ত আবেদনপত্র কলকাতায় জমা দেওয়া হবে।

মঙ্গলবার ডিআই অফিসে গিয়ে দেখা যায়, বিভিন্ন শিক্ষক-শিক্ষিকা আবেদনপত্র পূরণ করতে ব্যস্ত। আবার অনেকে ভিড় করে দাঁড়িয়ে আবেদনপত্র জমা দিচ্ছেন। কথোপকথনে বহু গল্পই উঠে এল। সিতাই হাইস্কুলের ইংরেজির শিক্ষক কমলেন্দু বর্মন বলেন, 'আগে কোচবিহারের হেড পোস্ট অফিসে চাকরি করতাম। কিন্তু শিক্ষকতার টানে এই পেশাতে আসি। এখন আবার পুরোনো পেশাতে যাবার জন্য আবেদনপত্র জমা দিচ্ছি।'

রথযাত্রা উপলক্ষ্যে কেনাকাটা। মঙ্গলবার সিউড়িতে তথাগত চক্রবর্তীর তোলা ছবি।

হিন্দু ভোটে তথ্যে গরমিল

বুথ ও ভোটপ্রাপ্তি নিয়ে বিভ্রান্তি বিজেপির অন্দরে

কলকাতা, ২৪ জুন : কালীগঞ্জে হিন্দু প্রধান বুথের হিসেব নিয়েই গরমিল বিজেপিতে। ফল বেরোনোর পর কালীগঞ্জের হিন্দু ভোটের ৭৩ শতাংশ পেয়েছে বলে দাবি করেছে বিজেপি।

সেই অঙ্কে মোট হিন্দু প্রধান বুথের সংখ্যা উল্লেখ করে শুভেন্দু অধিকারী বলেছিলেন, ১০৯টি হিন্দু প্রধান বুথের মধ্যে ১০৮টিতে জয়ী হয়েছে বিজেপি। শুভেন্দুর সেই দাবির ২৪ ঘণ্টার মধ্যেই মঙ্গলবার বিজেপির কেন্দ্রীয় নেতা অমিত মালব্য দাবি করলেন কালীগঞ্জে ১০৫টি হিন্দু প্রধান বুথের মধ্যে ১০২টিতে জয়ী বিজেপি। হিন্দু বুথ ও ভোটপ্রাপ্তির নিয়ে বিজেপির নিজের দেওয়া তথ্যে এই গরমিলের জন্যই বিজেপির দাবি নিয়ে প্রশ্ন তুলছে তৃণমূল।

সোমবার সন্ধ্যায় নিজাম প্যালেসে কালীগঞ্জের ভোটের ফলের অন্তর্তদন্তে নেমে বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী হিন্দু প্রধান বুথের সংখ্যা নিয়ে দাবির সঙ্গে কেন্দ্রীয় নেতা তথা দলের আইটি সেলের কর্ণধার অমিত মালব্যর এদিনের এক্স হ্যান্ডেলের পোস্ট মিলছে না। এদিন অমিত মালব্য দাবি করেছেন, ৭০ শতাংশের বেশি হিন্দু জনসংখ্যা রয়েছে এমন ১০৫টি বুথের মধ্যে ১০২টিতে বিজেপি জয়ী। ৫০ শতাংশের বেশি হিন্দু ভোটার সম্পন্ন বুথে দলের শক্তি আগের থেকে বৃদ্ধি পেয়েছে। ৫০

২০২৪-এর লোকসভা ভোটে ৫৪ শতাংশ হিন্দু ভোট এক হয়েছে। ৭০ শতাংশ হিন্দু ভোট এক করতে পারলে রাজ্যে বিজেপির সরকার নিশ্চিত।

শুভেন্দু অধিকারী

শতাংশের বেশি মুসলিম ভোটার সমৃদ্ধ বুথের একটিতেও বিজেপি জিততে পারেনি। ২০২১ ও ২০২৪-এর তুলনায় হিন্দু ভোট একজোট হওয়া লক্ষ্যে আরও এগিয়েছে বিজেপি। সর্বশেষ কালীগঞ্জ নির্বাচনে ৭৪ শতাংশ হিন্দু ভোট একজোট করা গিয়েছে।

তবে কালীগঞ্জের হিন্দু বুথ ও হিন্দু ভোট নিয়ে যে বিভ্রান্তি থাকুক না কেন, এই নির্বাচনের ফল থেকে এটা

মালব্যর দাবি

- ১০৫টি বুথের মধ্যে ১০২টিতে বিজেপি জয়ী
- ৫০ শতাংশের বেশি হিন্দু ভোটার সম্পন্ন বুথে দলের শক্তি আগের থেকে বেড়েছে
- ২০২১ ও ২০২৪ সালের তুলনায় হিন্দু ভোট একজোট হওয়ার লক্ষ্যে আরও এগিয়েছে বিজেপি
- কালীগঞ্জ নির্বাচনে ৭৪ শতাংশ হিন্দু ভোট একজোট করা গিয়েছে

স্পষ্ট যে, ২০১৯ থেকে এখনও পর্যন্ত প্রতিটি নির্বাচনে হিন্দু ভোট একজোট করার লক্ষ্যে এর আগেও এত বড় সাফল্য পাওয়া যায়নি। ২৬-এর বিধানসভা ভোটে রাজ্যে পরিবর্তন করতে হিন্দু ভোটের মেরুকরণ বিজেপির লক্ষ্য। সেই প্রসঙ্গে শুভেন্দু বলেছেন, '২০২৪-এর লোকসভা ভোটে ৫৪ শতাংশ হিন্দু ভোট এক হয়েছে। ৭০ শতাংশ হিন্দু ভোট এক করতে পারলে রাজ্যে বিজেপির সরকার নিশ্চিত।' কালীগঞ্জের ভোটে এর আগে বিজেপির সর্বোচ্চ ভোটপ্রাপ্তি ছিল ৪২ শতাংশ। এবার সেখানে বিজেপি পেয়েছে ৭৩ শতাংশ হিন্দু ভোট।

এই পরিসংখ্যানকে হাতিয়ার করেই '২৬-এর ভোটে সুদিন ফেরার আশায় বিজেপি। তবে বিজেপির এই হিন্দু ভোটের তত্ত্ব খারিজ করে তৃণমূলের সহ সভাপতি জয়প্রকাশ মজুমদার বলেন, 'আমরা তো আগেই বলেছিলাম, বিজেপির হিন্দু ভোটের এই তত্ত্ব ভিত্তিহীন। রাজনৈতিক স্বার্থেই মানুষকে বিভ্রান্ত করতে এই প্রচার করছে বিজেপি। কালীগঞ্জের মতো একটি বিধানসভাতেই যদি হিন্দু বুথের সংখ্যা নিয়ে দলে নানামুনি নানা মত হয় তাহলে প্রকৃত ঘটনা বুঝতে বাকি থাকে না। আসল কথা কালীগঞ্জে বিজেপি শুধু হারেনি। ওদের শক্তি ক্ষয়ও হয়েছে। সেই সত্য ধামাচাপা দিতেই হিন্দু বুথে জয়ের দাবিকে সামনে এনে মেরুকণের রাজনীতিকে উসকে দিতে চাইছে বিজেপি।'

জয়েন্টের ফলপ্রকাশে 'ওবিসি জট'

কলকাতা, ২৪ জুন : ওবিসি জটে আটকে রাজ্য জয়েন্ট এন্ট্রান্স পরীক্ষার ফলপ্রকাশ। এমনটাই মনে করছে রাজ্যের শিক্ষা মহল। কিন্তু দুশ্চিন্তা কাটছে না পরীক্ষার্থীদের। চলতি বছরের ২৭ এপ্রিল পরীক্ষা হলেও এখনও ফলপ্রকাশের কোনও খবর নেই বোর্ডের তরফে। তবে পশ্চিমবঙ্গ জয়েন্ট এন্ট্রান্স এগজামিনেশন বোর্ড সূত্রে খবর, ফলপ্রকাশের তারিখ জানানো হবে শীঘ্রই। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের কনস্ট্রাকশন ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের অধ্যাপক পার্থপ্রতিম রায় জানিয়েছেন, ওবিসি মামলায় হাইকোর্ট অন্তর্বর্তী স্থগিতাদেশ দেওয়ায় এখনও পর্যন্ত সিট ম্যাট্রিক্স প্রকাশ সম্ভব হচ্ছে না। শিক্ষা মহলের একাংশের মত, ওবিসি জট থাকা সত্ত্বেও যেভাবে রাজ্যের স্নাতক কলেজে ইতিমধ্যেই ভর্তি শুরু হয়েছে, সেভাবেই রাজ্য জয়েন্টের ফলপ্রকাশ করা যেতে পারে।

কল্যাণের জামিন

কলকাতা, ২৪ জুন : শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতিতে ইডি'র মামলায় জামিন পেলেন মধ্যশিক্ষা পর্ষদের প্রাক্তন সভাপতি কল্যাণময় গঙ্গোপাধ্যায়। মঙ্গলবার কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি শুভ্রা ঘোষ তাঁর জামিনের আবেদন মঞ্জুর করেন।

মমতার সাক্ষাৎ

কলকাতা, ২৪ জুন : সোমবার বিধানসভায় বিজেপি বিধায়কদের সঙ্গে নিরাপত্তারক্ষীদের হাতাহাতি বেধে গিয়েছিল। তখন মহিলা নিরাপত্তারক্ষী সহ ১৪ জন জখম হয়েছিলেন। মঙ্গলবার বিধানসভায় গিয়ে ওই কর্মীদের সঙ্গে দেখা করেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

জনগণনার কাজে বেকাররা

স্বরূপ বিশ্বাস

কলকাতা, ২৪ জুন : কেন্দ্র ও রাজ্যস্তরে সরকারি চাকরির সুযোগ দিন-দিন কমছে। এই পরিস্থিতিতে কেন্দ্রের প্রস্তাবিত জনগণনার কাজে অস্থায়ীভাবে ৫০ হাজারের কাছাকাছি কর্মহীনের কাজের সুযোগ আসতে চলেছে। খুব শীঘ্রই দেশে জনগণনার কাজ শুরু হবে। অন্যান্য বারের চেয়ে এবার এই গণনার একটা বিশেষ তাৎপর্য আছে। কারণ, এবার জনগণনার পাশাপাশি চলবে জাতগণনাও। জাতগণনাকে কেন্দ্র

প্রাধান্য দিলেও ইতিমধ্যেই দেশের বিরোধী দলগুলির পক্ষ থেকে এই নিয়ে নানান অভিযোগ তোলা হয়েছে।

কেন্দ্রের ওই সিদ্ধান্ত অনুযায়ী দেশে জনগণনার কাজে অস্থায়ী কর্মী নিয়োগ করা হবে। যাঁরা অস্থায়ীভাবে এই কাজ করবেন, মাসে তাঁদের আয় হবে ৩০ থেকে ৩৫ হাজার টাকা। মঙ্গলবার দিল্লি সূত্রের খবর, এই নিয়োগের ব্যাপারে সব রাজ্যে প্রাথমিক প্রস্তুতি শুরু হয়ে গিয়েছে কেন্দ্রীয় সরকারের অফিসে। সূত্রের খবর, যাঁদের এই কাজে নিয়োগ করা হবে তাঁদের ন্যূনতম শিক্ষাগত যোগ্যতা উচ্চমাধ্যমিক বা তার সমতুল হতে হবে। যেহেতু এবার জনগণনার কাজ হবে ডিজিটাল পদ্ধতিতে, সেই কারণে প্রার্থীদের মোবাইল ও ডিজিটাল কাজে সড়গড় হতেই হবে। কলকাতায় 'সেনসাস' অফিস সূত্রের খবর, এই কাজে যাঁরা সুযোগ পাবেন তাঁদের বিশেষ প্রশিক্ষণও দেওয়া হবে। জনগণনার কাজে পূর্ব অভিজ্ঞতা থাকলে আবেদনকারী অতিরিক্ত সুবিধা পাবেন এব্যাপারে।

এমনিতে প্রতি দশ বছর অন্তর দেশে জনগণনা হওয়ার কথা। সেদিক থেকে ২০২১ সালেই দেশে গণনার এই কাজ বকেয়া হয়ে যায়। কিন্তু দেশে ওই সময় কোভিড পরিস্থিতির কারণে জনগণনার কাজ শুরু হতে পারেনি। তারপরও কয়েক বছর কেটে যাওয়ার পর চলতি বছরে কেন্দ্র দেশে জনগণনা ও জাতগণনার কাজ একসঙ্গে করার সিদ্ধান্ত নেয়। দেশজুড়ে অনলাইন সমীক্ষার ওপর ভরসা করেই কেন্দ্র এবার এই কাজে এগোতে চাইছে। সেই জন্যই অস্থায়ী 'পার্ট টাইম' এই কাজে নিযুক্তদের ডিজিটাল ও মোবাইল ব্যবহারে বিশেষ দক্ষতা থাকার কথা বলা হচ্ছে।

বন্যা নিয়ে মমতার নিশানায় কেন্দ্র

কলকাতা, ২৪ জুন : কেন্দ্রীয় সরকারের নীতির জন্যই উত্তরবঙ্গের বিস্তীর্ণ এলাকা বন্যাপ্লাবিত হচ্ছে। একই কারণে দক্ষিণবঙ্গেও বন্যা পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। রাজ্যের বন্যা পরিস্থিতি নিয়ে ভাষণ দিতে গিয়ে মঙ্গলবার বিধানসভায় এই অভিযোগ তুললেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মমতা বলেন, 'ভুটান থেকে জল ছাড়া হলে আমরা জানতে পারি না। সিকিমের জলের খবরও আমাদের কাছে আসে না। কেন্দ্রীয় সরকারকে বারবার বলা সত্ত্বেও এই নিয়ে কোনও পদক্ষেপ করা হয়নি।' কেন্দ্রীয় সরকার যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামো মানছে না, এই অভিযোগ তুলে মমতা বলেন, 'যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোকে বুলডোজ করছে কেন্দ্র। ডিভিসি আমাদের না জানিয়েই জল ছেড়ে দিচ্ছে। কেন্দ্রীয় সরকার বাংলাকে এক পয়সাও দেয়নি। অথচ অসম সরকারকে কেন্দ্রীয় সরকার টাকা দেয়। ডিভিসিকে বারবার অনুরোধ করলেও তারা আমাদের না জানিয়েই জল ছাড়ে। সেই পরিস্থিতি সামলাতে রাজ্য সরকারকে কোটি কোটি টাকা খরচ করতে হয়। এইভাবে চলতে পারে না।'

এদিন মুখ্যমন্ত্রী বিধানসভায় দাঁড়িয়ে বলেন, 'ডিভিসি যদি ঠিকঠাক ড্রেজিং করত, তবে আরও ৪ লক্ষ কিউসেক জল ধারণ করার ক্ষমতা থাকত। কিন্তু ডিভিসি কোনও ড্রেজিং করে না। তার ফলেই বাংলার ওপর চাপ পড়ছে। ঘাটাল মাস্টার প্ল্যানের জন্য দেড় হাজার কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। এই প্রকল্পে কেন্দ্রীয় সরকারের টাকা দেওয়ার কথা ছিল। কিন্তু তারা এক টাকাও দেয়নি। ঘাটাল মাস্টার প্ল্যান খুব বড় প্রকল্প। সেই জন্যই এর কাজ শেষ করতে একটু সময় লাগবে।' পরে তাঁর ঘরে সাংবাদিকদের বলেন, 'দু-বছরের মধ্যে এই প্রকল্পের কাজ আমরা শেষ করব।'

উত্তরবঙ্গের বন্যা পরিস্থিতির জন্য কেন্দ্রীয় সরকারকে দায়ী করে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'ভারত-ভুটান নদী কমিশন করার জন্য আমরা কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে দাবি জানানোর চেষ্টা করেছি। সেখানে বিরোধী দলকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত বিরোধী দল এই দাবি জানাতে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে যাওয়ার আগ্রহ প্রকাশই করছে না। ভুটান থেকে ছাড়া নদীর জলে প্রতি বছর উত্তরবঙ্গের বিস্তীর্ণ এলাকা ভেসে যায়। নদী কমিশন আমরা করতে পারি না। কারণ এটা আন্তর্জাতিক বিষয়। কিন্তু এই রাজ্যের বিরোধী দল কোনও সদর্থক কাজে এগিয়ে আসে না। এটাই দুর্ভাগ্যের।' ইন্দো-ভুটান নদী কমিশন নিয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে দরবার করতে দ্রুত প্রতিনিধিদল পাঠাতে এদিনই সেচমন্ত্রী মানস ভুঁইয়াকে নির্দেশ দেন মমতা। মানসবাবু বলেন, 'দু-বছর আগে বিধানসভায় ইন্দো-ভুটান নদী কমিশন নিয়ে প্রস্তাব পাশ হয়েছিল। সর্বদলীয় প্রতিনিধিদল কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে দরবার করার সিদ্ধান্ত হয়েছিল। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনকভাবে বিরোধী বিজেপি তাদের কোনও প্রতিনিধির নাম আমাদের দেয়নি। আমরা এবার নিজেরাই প্রতিনিধিদল তৈরি করে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে দরবার করব।'

যুদ্ধবিমানের চাকায় রথ

কলকাতা, ২৪ জুন : কলকাতায় ইসকনের রথযাত্রার সূচি ঘোষণা করা হল। ২৭ জুন শুক্রবার দুপুর ১২টায় হাঙ্গারফোর্ড স্ট্রিট থেকে যাত্রা শুরু হবে। এবার বাড়িতে বসেই রথযাত্রার সঙ্গে যুক্ত হতে পারবেন দর্শনার্থীরা। ইসকনের ওয়েবসাইটে রথযাত্রার প্রতি মুহূর্তের তথ্য পাওয়া যাবে বলে জানিয়েছেন কলকাতা ইসকনের সহসভাপতি রাধারমণ দাস। ২৮ জুন থেকে ৪ জুলাই পর্যন্ত ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউন্ডে অবস্থান করবে জগন্নাথ, বলরাম, সুভদ্রা। সেখানেই হবে মহামেলা। ৩ জুলাই উৎসবে যোগ দেবেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

এবারের কলকাতায় ইসকনের রথ চলবে যুদ্ধবিমান সুখোই-৩০-এর চাকায়। রথের সামনে সাংস্কৃতিক কর্মসূচি হবে। দক্ষিণ ভারতীয় শিল্পীরা বিভিন্ন অনুষ্ঠান করবেন। ২৮ জুন থেকে ৪ জুলাই পর্যন্ত প্রতিদিন বিকেল সাড়ে তিনটে থেকে সাড়ে আটটা পর্যন্ত প্রসাদ বিতরণ হবে। সন্ধ্যায় ডোনা গঙ্গোপাধ্যায় সহ পদ্মশ্রী পুরস্কারপ্রাপ্ত শিল্পীদের অনুষ্ঠানেরও আয়োজন রয়েছে।

সত্যমেব জয়তে
Government of India

" সংবিধান হত্যা দিবস, যখন ভারতের সংবিধানকে পদদলিত করা হয়েছিল, সেইদিনের স্মৃতি হিসেবে এটি পালিত হয়। এটি সেইসমস্ত মানুষের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপনের একটি সুযোগ যারা জরুরি অবস্থার কারণে কষ্ট পেয়েছিলেন, যা ভারতীয় ইতিহাসের একটি অন্ধকার অধ্যায়।"

- নরেন্দ্র মোদি
প্রধানমন্ত্রী

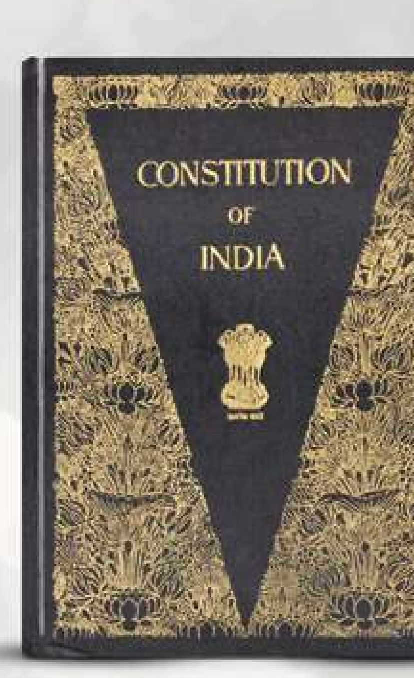

পুনরাহ্বান, প্রতিফলন এবং স্মরণ জরুরি অবস্থা আরোপের ৫০ বছরের পূর্তি
সংবিধান হত্যা দিবস ২০২৫ স্বাধীন ভারতের ইতিহাসে একটি অন্ধকার অধ্যায়

সংবিধান হত্যা দিবস ২০২৫

স্বাধীন ভারতের ইতিহাসে এক কালো অধ্যায়

PRESIDENT DECLARES EMERGENCY
Strengthen PM's Hands: Parmar
"Threat To Security From Internal Disorder"
Step Taken To Preserve Unity, Says Zail Singh
676 Arrested All Over Country
PACT SIGNED FOR SALE OF IRON ORE TO IRAN

জরুরি অবস্থার খবর, ২৭ শে জুন ১৯৭৫

মুখ্য অতিথি
শ্রী অমিত শাহ
মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ও সহযোগিতামন্ত্রী

২৫শে জুন ২০২৫। দুপুর ২:০০ টা
স্থান : ত্যাগরাজ স্পোর্টস কমপ্লেক্স, দিল্লি

অনুষ্ঠানের মূল আকর্ষণ

জরুরি অবস্থার উপর বিশেষ নাটক

'দীর্ঘজীবী হোক গণতন্ত্র'-থিমের উপর প্রদর্শনী

জরুরি অবস্থার উপর স্বল্প দৈর্ঘ্যের চলচ্চিত্র প্রদর্শন

'গণতান্ত্রিক ক্ষমতা'-এর প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি স্বাক্ষর

বিশেষ উপস্থিতিতে

শ্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব
মাননীয় রেলমন্ত্রী, যোগাযোগ এবং ইলেকট্রনিক্স ও তথ্য প্রযুক্তি মন্ত্রী, ভারত সরকার

শ্রী গজেন্দ্র সিং শেখাওয়াত
মাননীয় সংস্কৃতি ও পর্যটনমন্ত্রী, ভারত সরকার

শ্রী বিনয় কুমার সাক্সেনা
মাননীয় লেফটেন্যান্ট গভর্নর, দিল্লি

শ্রীমতী রেখা গুপ্তা
মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী, দিল্লি

ডিডি নিউজে সরাসরি সম্প্রচার দেখুন

বিস্তারিত তথ্যের জন্য স্ক্যান করুন

CBC 09101/13/0005/2526

সম্পাদকীয়

■ ৪৬ বর্ষ ■ ৩৮ সংখ্যা, বুধবার, ১০ আষাঢ় ১৪৩২

বাংলার বাস্তব

হিন্দু দেবীর ছোঁয়া কালীগঞ্জের নামে। কিন্তু হিন্দুত্বের আহ্বানকে প্রত্যাখ্যান করল কালীগঞ্জ। বাস্তব হল, দেবী কালী যে বিধানসভা কেন্দ্রের নামের সঙ্গে জড়িয়ে, সেখানে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক অহিন্দুর বসবাস। সেই অহিন্দুরা মূলত ইসলাম ধর্মাবলম্বী। কথায় কথায় যে সম্প্রদায়ের মানুষকে জেহাদি, মৌলবাদী, জঙ্গি ইত্যাদি বলে দেগে দেওয়া হয়। কখনও পরোক্ষে, কখনও সরাসরি এই ধর্মসম্প্রদায় বিজেপির কটাক্ষের মুখে পড়ে। খোদ প্রধানমন্ত্রী পর্যন্ত লুঙ্গি পোশাক নিয়ে কটাক্ষ করেন।

ভোটের রাজনীতিতে পশ্চিমবঙ্গে মেরুকরণ আগে কখনও ছিল না, তা নয়। সংখ্যালঘু ভোটব্যাংক তৈরি করে রেখেছিল কংগ্রেস। এখনও মালদা, উত্তর দিনাজপুর ও মুর্শিদাবাদের সংখ্যালঘুদের একাংশ 'হাত' প্রতীকে আস্থা রাখে। বাম জমানায় আবার কিছু এলাকায় সংখ্যালঘু ভোটব্যাংক তৈরি করে রেখেছিল সিপিএম। তৃণমূল ওই দুই দলের সংখ্যালঘু সমর্থনকে অনেকটা তছনছ করে নিজের ভোটব্যাংককে শক্তপোক্ত করে ফেলেছে।

মেরুকরণের চেষ্টা করে বিজেপি প্রকৃতপক্ষে আরও বেশি করে মুসলিম ভোটকে ঘাসফুলের আশ্রয়ে ঠেলে দিয়েছে গত কয়েক বছর ধরে। পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা দখলের মরিয়া চেষ্টায় মেরুকরণকে যত বেশি আঁকড়ে ধরছে বিজেপি, তত তৃণমূলের সংখ্যালঘু সমর্থন মজবুত করছে। বাংলার মাটিতে একবগ্গা মেরুকরণ যে পদ্মের চাষ বাড়াবে না, তা আরও স্পষ্ট করে দিল কালীগঞ্জ বিধানসভা কেন্দ্রের উপনির্বাচনের ফলাফল।

উপনির্বাচন সাধারণত শাসকদলের অনুকূলে যায়, এরকম একটা ধারণা আছে বটে। কিন্তু সবসময়ই যে তা সঠিক নয়, দেশের বেশ কয়েকটি বিধানসভা কেন্দ্রের সদ্য উপনির্বাচনে তা স্পষ্ট হয়ে গেল। গুজরাটে আপ জয়ী হয়েছে। কেরলে শাসক সিপিএমকে হারিয়ে দিয়েছে কংগ্রেস। ২০২৪-এর পর বাংলায় যে ১১টি উপনির্বাচন হয়েছে, তার প্রত্যেকটি অবশ্য তৃণমূলের দখলেই গিয়েছে। সেটা শুধু শাসকদল হওয়ার সুবাদে বলাটা অতি সরলীকরণ হয়ে যাবে।

বিজেপি প্রচার করে থাকে, হিন্দু ভোটকে এককাট্টা করা গেলে বাংলার মসনদ দখল শুধু সময়ের অপেক্ষা মাত্র। সেই প্রচারটাকেও ধাক্কা দিয়ে গেল কালীগঞ্জ। মোথাবাড়ি, সামশেরগঞ্জ বা মহেশতলা পরবর্তী পরিস্থিতিতে এই প্রচারটাকে তুঙ্গে তুলেছিল বিজেপি। বিশেষ করে বিধানসভার বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী বলতে শুরু করেছিলেন, আর ৪-৫ শতাংশ হিন্দু ভোট পেলে বিজেপির জয় অবধারিত। কালীগঞ্জ সেই ধারণাটির মূলে কুঠারাঘাত করেছে। বরং অতি মেরুকরণের ধাক্কায় কালীগঞ্জে পদ্মের ভোট কমে গিয়েছে প্রায় ৩ শতাংশ।

মেরুকরণের ধাক্কায় উলটে তৃণমূলের ভোটপ্রাপ্তির হার বেড়েছে। ২০২৪-এর লোকসভা ভোটে কালীগঞ্জে তৃণমূলের ঝুলিতে ছিল ৪৬.৮৪ শতাংশ। সদ্য উপনির্বাচনে সেই হার বেড়ে হয়েছে ৫৫.১৫। অর্থাৎ মাত্র এক বছরে বৃদ্ধি হয়েছে ৮.৩১ শতাংশ। বাম-কংগ্রেস সামান্য ভোট বাড়িয়েছে বটে। কিন্তু তৃণমূলের জয়যাত্রায় কাঁটা বিছাতে পারেনি। পশ্চিমবঙ্গের মানুষের ভাবনা ও ভোট-রাজনীতির চরিত্র বুঝতে না পারার জন্যই বিজেপির এই হাল সন্দেহ নেই।

মুসলিম ভোটকে এড়িয়ে যাওয়া এক জিনিস। কিন্তু ভোটে মুসলিম বিদ্বেষকে উসকে দেওয়া আরেক জিনিস। শুধু মুসলিমদের বাদ দিয়ে রাজনীতি করলে তৃণমূলের ভোটব্যাংক এত শক্ত হত না। বিভাজনের রাজনীতি একদিকে মুসলিম ভোটকে পুরোপুরি বিজেপির শত্রু করে তুলছে। অন্যদিকে, গোটা হিন্দু ভোটকে এক ঝুলিতে ভরতে পারছে না। বরং হিন্দু ভোটের একাংশকেও বিক্ষুব্ধ করে তুলছে।

হিন্দু ভোট ধরে রাখতে তৃণমূলও মেরুকরণ করছে। দিঘায় জগন্নাথ মন্দির নির্মাণ ও বিভিন্ন পুজো, ধর্মীয় মেলায় সরকারি পৃষ্ঠপোষকতা সেই মেরুকরণের অঙ্গ। সেই প্রয়াস ততটা বিরূপ প্রতিক্রিয়া ডেকে আনছে না তৃণমূল মুসলিমদের সম্পর্কে সহনশীল বলে। সেই সহনশীলতা বাম ও কংগ্রেসেরও আছে। কিন্তু সামগ্রিকভাবে তৃণমূলকেই আঁকড়ে ধরছেন সংখ্যালঘুরা। উলটোদিকে হিন্দু ভোট বিজেপির পতাকা তলে এককাট্টা হচ্ছে না। কালীগঞ্জ সেটা আবার বুঝিয়ে দিল।

অমৃতধারা

একাগ্রতা সাধনে প্রথম করণীয় কাজ হল চঞ্চল মনকে সর্বদা শিক্ষা দেওয়া যেন সে কোনও একটিমাত্র প্রসঙ্গ সম্বন্ধে সংশ্লিষ্ট মননের একটি মাত্র ধারা স্থির ও অচঞ্চলভাবে অনুসরণ করায় অভ্যস্ত হয়, আর এ তার করা চাইই এমনভাবে, যাতে তার মনোযোগ বিচ্যুত করার সকল প্রলোভন ও প্রতিকূল আহ্বান অগ্রাহ্য করে অবিক্ষিপ্ত থাকে। আমাদের সাধারণ জীবনে এরকম একাগ্রতা প্রায়ই আসে, কিন্তু মনকে নিযুক্ত রাখার জন্য যখন কোনও বাহ্য বস্তু বা ক্রিয়া থাকে না তখন আন্তরভাবে এই একাগ্রতা সাধন আরও দুরূহ হয়ে ওঠে, অথচ এই আন্তর একাগ্রতাই জ্ঞানসাধকের অবশ্য সাধ্য। যার একমাত্র উদ্দেশ্য হল অবধারণ করা ও প্রত্যয়গুলোকে বুদ্ধিগতভাবে যুক্ত করা।

– শ্রীঅরবিন্দ

আলোচিত

ইজরায়েল যেভাবে সকালের দিকে ইরানকে আক্রমণ করেছে, সেটা আমি পছন্দ করি না। ইরানও চুক্তি ভেঙে আক্রমণ করেছে। তবে ইজরায়েল আর আক্রমণে যাবে না। ইরানে 'ফ্রেন্ডলি প্লেন ওয়েভ' দেখিয়ে আবার ফিরে যাবে নিজের দেশে। সিজফায়ার চালু হয়ে গিয়েছে।

- ডোনাল্ড ট্রাম্প

ভাইরাল

রাস্তা দিয়ে যাচ্ছে হাতির দল। একটি বাচ্চা হাতি ফলের গাড়ি দেখে লোভ সামলাতে পারেনি। গাড়ির কাছে গিয়ে শুঁড় বাড়িয়ে দেয়। একজন ক্রেতা এক টুকরো আখ দিতেই শুঁড়ে নিয়ে দলের দিকে হাঁটা লাগায় ছোট্ট হাতি। দু'পক্ষই যেন বন্ধু হয়ে গিয়েছে।

আজ

১৯২২

'ছন্দের জাদুকর' সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত প্রয়াত হন আজকের দিনে।

২০০৯

আজকের দিনে জীবনাবসান হয় মাইকেল জ্যাকসনের।

সোজা-সাপটা

বিমলা গ্রহণ করার পর প্রসাদ রূপান্তরিত হবে 'মহাপ্রসাদে'। এই মহাপ্রসাদে আচণ্ডালের অধিকার। চণ্ডাল এবং ব্রাহ্মণ একসঙ্গে এই প্রসাদ গ্রহণ করলেও স্পর্শদোষে উচ্ছিষ্ট অপবিত্র হবে না। শেষতম কণিকাটিও সমানভাবে পবিত্র থাকবে।

লক্ষ্মী রাঁধেন, দেবতারা নেন জগন্নাথের প্রসাদ

সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়

প্রভুর পূজা হবে কোন মন্ত্রে? 'রাজভোগ' অপ্রকাশিত একটি পুঁথি। সেখানে আছে পূজাবিধি। তিনজন পুরোহিত তিন দেবতার পূজায় বসবেন। বাসুদেব মন্ত্রে বলভদ্রের পূজা, ভুবনেশ্বরী মন্ত্রে সুভদ্রার আর মন্ত্ররাজ নৃসিংহ মন্ত্রে জগন্নাথ দেবের। রাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন আদেশ পেয়েছিলেন, প্রভুকে নৃসিংহ মন্ত্রে পূজা করবে। নরসিংহের পরিচিত মূর্তি হল, একটি মস্তক ও দুটি হাত।

জগন্নাথ দেবের প্রসাদ রূপান্তরিত হবে মহাপ্রসাদে। কীভাবে? আবার পুরাণ। দেবী বিমলা প্রভু জগন্নাথকে তাঁর মন্দিরে প্রবেশের অনুমতি দিয়েছিলেন একটি শর্তে। জগন্নাথ দেবকে নিবেদিত অন্নভোগ পরিচিত হবে 'প্রসাদ' নামে। এইবার সেই প্রসাদ নিবেদিত হবে বিমলার কাছে। বিমলা গ্রহণ করার পর প্রসাদ রূপান্তরিত হবে 'মহাপ্রসাদে'। এই মহাপ্রসাদে আচণ্ডালের অধিকার। চণ্ডাল এবং ব্রাহ্মণ একসঙ্গে এই প্রসাদ গ্রহণ করলেও স্পর্শদোষে উচ্ছিষ্ট অপবিত্র হবে না। শেষতম কণিকাটিও সমানভাবে পবিত্র থাকবে। জগন্নাথ দেব শর্ত মেনে মন্দিরে প্রবেশাধিকার পেয়েছিলেন। প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলেন।

এই মহাপ্রসাদ প্রকৃতই মহা-প্রসাদ। স্বয়ং ব্রহ্ম। সারা ভারতের মানুষের কাছে একটি মহাবস্তু। তাঁরা বিশ্বাস করেন, স্বয়ং লক্ষ্মীদেবী রন্ধন করেন আর রত্নবেদিতে দাঁড়িয়ে দেবতারা গ্রহণ করেন।

প্রভু কোন মাসে কী বেশ ধারণ করেন? বেশের রূপান্তর। বৈশাখে চন্দন বেশ। প্রভু মদনমোহন। জ্যৈষ্ঠে হস্তীবেশ। প্রভু তখন গণেশ। আষাঢ়ে গুণ্ডিচা থেকে ফিরে আসার পর স্বর্ণবেশ। শ্রাবণে পরপর দুটি বেশ, চিতালাগি বেশ আর রাহুরেখালাগি বেশ। ভাদ্র মাসে তাঁর শ্রীকৃষ্ণ লীলা। প্রথম বনভোজন বেশ, তারপর কালীয় দমন বেশ, প্রলম্ববধ বেশ, অবশেষে বামন বেশ। আশ্বিনে রাজবেশ। কার্তিকে তাঁর অনেক রূপধারণ। লীলা জমজমাট। শ্রীরাধাদামোদর, ত্রিবিক্রম, বামন, নৃসিংহ, পরশুরাম, সবশেষে রাজাধিরাজ। অঘ্রানে শীতবস্ত্র অঙ্গে, যার নাম ওড়ন। মাঘে পদ্মবেশ। মাঘী পূর্ণিমায় গজোদ্ধারণ বেশ। বসন্ত পঞ্চমীর দিন চাঁচেরি বেশ। ফাল্গুনে কুণ্ডলবেশ, দোল পূর্ণিমায় রাজবেশ। চৈত্রে প্রভু রামরাজা বেশে শ্রীরামচন্দ্র।

এভাবেই জগন্নাথ দেব রূপে-রূপান্তরে, পুরুষোত্তম হয়ে ধরা-ছোঁয়ার বাইরে অনন্ত লীলায় মেতে আছেন।

ওড়িশা জগন্নাথ ক্ষেত্র। শ্রীশ্রী জগন্নাথ দেবের পটমণ্ডল। রাজ্য, ধর্ম, সংস্কৃতি শাসন তাঁকে বাদ দিয়ে হতে পারে না। ধর্মানুসরণে, কি জৈন, কি বৌদ্ধ, কোনও সম্প্রদায়ই তা পারেননি। জগন্নাথের ছায়া থেকে কে বেরোবে! অরণ্য গভীর। স্বয়ং মহীরুহ। মহী-শব্দের আশ্রয়ে এই পৃথিবী। মহীতল-ভূতল, মহীধ্র-পর্বত, মহীনাথ-নৃপতি। অরণ্যেই উদ্গীত আরণ্যক বেদান্তের বেদ-অন্ত, শ্রেষ্ঠ জ্ঞান।

একটি শঙ্খ যেন সমুদ্রোত্থিত। মস্তকে পশ্চিমসীমা, সেখানে বসে আছেন নীলকণ্ঠ শিব। শঙ্খের উদর সমুদ্রের জলে। শ্বেতশুভ্র শঙ্খটি মাথা তুলে এক ক্রোশ মাত্র এগিয়েছে। 'শঙ্খাগ্রে নীলকণ্ঠ স্যাদেৎক্রোশঃ সুদুর্লভঃ।' এই ক্রোশমাত্র ক্ষেত্র অতি সুদুর্লভ। সাক্ষাৎ নারায়ণের এই ক্ষেত্রটি পরম ধন। 'সুবর্ণবালুকাকীর্ণং নীলপর্বতশোভিতম্।' উৎকল খণ্ডে ঋষি জৈমিনি এই কথাই বলছেন। এই ক্ষেত্রের বিস্তার পাঁচ ক্রোশ। এর মধ্যে তীর্থরাজ সমুদ্র তটবর্তী দু-ক্রোশ অতি পবিত্র।

শ্রীভগবান উবাচ, 'সমুদ্রের উত্তর তীরে মহানদীর দক্ষিণ প্রদেশটি পৃথিবীর মধ্যে সকল তীর্থের ফল প্রদান করেন। একাম্রকানন ভুবনেশ্বর হতে দক্ষিণ সমুদ্রের তটভূমি পর্যন্ত প্রত্যেক পদবিক্ষেপের স্থান উত্তরোত্তর অপেক্ষাকৃত শ্রেষ্ঠ। সিন্ধুতীরে যে স্থানে নীলপর্বত বিরাজমান, পৃথিবীতে সেই স্থানটি গোপনীয়, এমনকি ব্রহ্মারও অতি দুর্লভ।'

কেন দুর্লভ? ইতিহাসে হয়তো যুক্তিগ্রাহ্য উত্তর মিলবে। একথা ঠিক পুরীর মতো সমুদ্রসৈকত দ্বিতীয় আর নেই। গোল্ডেন বিচ, সুবর্ণ সৈকত। সৈকত থেকে শ্রীমন্দির সামান্য দূরত্ব। শ্রীক্ষেত্রের শ্রীমন্দিরের বিপুল বৈভবের পশ্চাতে ১৬ জন নৃপতির প্রয়াস রয়েছে। এঁদের মধ্যে প্রথম নামটি হল অনন্তবর্মন চোড়ঙ্গদেব বা চুড়ঙ্গদেব। তিনি ঘোষণা করেন, ওড়িশার রাজাধিরাজ মহাপ্রভু জগন্নাথ দেব, আমি মহাপ্রভুর সামন্তরাজা, রাউত। রাজাধিরাজ জগন্নাথ দেবের মন্দিরের রূপ হল, যেন সুবিশাল একটি দুর্গ। একাধিক প্রাকার ও বাধা অতিক্রম করতে পারলে তবেই তাঁর দর্শন পাওয়া যাবে। ১০.৭ একর জমির ওপর এই মন্দির। দুটি প্রাকার দিয়ে ঘেরা। প্রথমটির নাম মেঘনাদ বেড়া, দ্বিতীয়টির নাম কুর্মবেড়া। চারটি প্রবেশ পথ। সিংহ দুয়ার, সিংহ শৌর্যের প্রতীক। অশ্ব দুয়ার, অশ্ব সামরিক শক্তির প্রতীক। ব্যাঘ্র দুয়ার, ব্যাঘ্র তেজের প্রতীক। হস্তী দুয়ার, হস্তী সম্পদের প্রতীক। আর অপর ব্যাখ্যা হল, সিংহ ধর্ম, হস্তী অর্থ, অশ্ব কর্ম, ব্যাঘ্র মোক্ষের প্রতীক।

জগন্নাথ দেবের দুর্গে সর্বত্র রহস্য। প্রতি পদক্ষেপে রহস্য। সিংহদ্বারের দু'ধারে দেবমণ্ডল। এটি অতিক্রম করলেই সামনে বাইশটি সোপান। দেশীয় ভাষায় 'বাইশ পহছা'। শুরু হল রহস্যমণ্ডল। এই বাইশটি সিঁড়ি হল যোগদর্শনের বাইশটি তত্ত্ব। ধাপে ধাপে সাজানো, পঞ্চভূত, পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয়, পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি, অহংকার, চিত্ত ইত্যাদি। জৈনরা বলেন, এই বাইশটি সিঁড়ি হল তাঁদের বাইশজন তীর্থঙ্কর। এঁদের স্পর্শ নিতে নিতে পৌঁছোতে হবে আদি দেব ঋষভনাথের কাছে। আবার এমন যুক্তিও আছে, জগন্নাথ দেব গোলোকবাসী। তলায় পড়ে আছে অষ্ট বৈকুণ্ঠ, তার তলায় চতুর্দশ ভুবন। হিরণ্যগর্ভ পদ্মাসনে প্রভুর আসন। তাঁর বেদির কাছে যেতে হবে এই চতুর্দশ ভুবন আর অষ্ট বৈকুণ্ঠ অতিক্রম করে। সপ্তভুবনে লুকিয়ে আছে তন্ত্রের ষটচক্র। একটি ঊর্ধ্বলোকের উত্থান সোপান। অধোলোকেও সাতটি তল, অতল, সুতল, বিতল, তলাতল, মহীতল, রসাতল আর পাতাল। এইবার অষ্ট বৈকুণ্ঠের পরিচয় হল শ্রীবৈকুণ্ঠ, কৈবল্য বৈকুণ্ঠ, কারণার্ণব বৈকুণ্ঠ, শেষশায়ী বৈকুণ্ঠ, শ্বেতদ্বীপ বৈকুণ্ঠ, পরব্যোম বৈকুণ্ঠ, গর্ভোদকশায়ী বৈকুণ্ঠ আর কৈলাস।

এই দীর্ঘ, দুস্তর, সাধন-পথ ধরে এগোতে হবে। পথের শেষে 'ওমেগা পয়েন্টে' অপেক্ষায় রয়েছেন ভগবান হাত দুটি বাড়িয়ে। সেই কারণেই বোধহয় প্রভুর হাত

দুটিই সার। আর দূরবিন দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন জগৎ পথের দিকে জগতের নাথ। 'দয়াসিন্ধুর্বন্ধুঃ সকলজগতাং। রথারূঢ়ো গচ্ছন।' জ্ঞানমিশ্র ভক্তিই ওড়িশার বৈষ্ণবদের সাধন-পথ। বজ্রযানী বৌদ্ধ আর নাথ সম্প্রদায়ের প্রভাবও পড়েছিল। তাঁদের সম্মিলিত দর্শন হল, শ্রীশ্রী জগন্নাথ দেব হলেন পঞ্চমাত্রা, পঞ্চভূত, পঞ্চবীজ, পঞ্চদেব এবং জীব ও পরমাত্মার মিলিত তনু। মানুষ বাইশ রকমের অপরাধে অপরাধী। এই অপরাধ দেবতার কাছে। ওই বাইশটি ধর্ম সোপান উল্লঙ্ঘনে বাইশটি পাপ-স্খলন। বাইশটি ধাপ বাইশটি তীর্থভূমি। পবিত্র থেকে পবিত্রতর হতে হতে পুরুষোত্তম প্রাপ্তি। মূর্তির অভ্যন্তরে আছে ব্রহ্মবস্তু। ব্রহ্মের অপার মহিমা লাভ।

কিন্তু তিনি কে? বৈষ্ণব অথবা শাক্ত। শবরের সেবা অস্বীকার করে রাজা হলেন ওড্র দেশে। নীল পর্বতে। সমুদ্রের তটে। যেমন শ্রীকৃষ্ণ। গোপীদের কাঁদিয়ে, বৃন্দাবনে ভাসিয়ে, 'লাল পাগুড়ি দিয়ে মাথে, রাজা হলেন মথুরাতে।' আবার গীতায় বসে অর্জুনকে বললেন, সখা! 'যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজ্যাম্যহম।' যে যেভাবে, যে রূপে আমাকে চায় আমি সেই ভাবে সেই রূপেই তার সেবা, পূজা গ্রহণ করে প্রার্থিত ফল দান করি।

ব্রহ্মার স্তবে সন্তুষ্ট বিষ্ণু বললেন, এটি আমার ক্ষেত্র। এখানে আমি চির আসীন অক্ষয় বট। সমুদ্রতনয়া লক্ষ্মী আমার ক্রোড়ে আসীন। আমি অক্ষয় বট। এখানে পাপ-পুণ্যের বিচার নেই। যমের দণ্ড অচল। এখানে একটা কাকও মৃত্যুর পর সাযুজ্যলাভ করে। তীর্থ-যজ্ঞ, দান-ধ্যানে যে ফল, এই ক্ষেত্রে একদিন মাত্র বাস করলে সেই ফল লাভ। নিমেষমাত্র বাস করলে অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল পাওয়া যায়।

যমরাজ বললেন, সে তো হল, এই ক্ষেত্রের এমন জগৎ-ছাড়া মহিমা হল কী করে, যেখানে আমার শাসন অচল? শ্রীবিষ্ণু শ্রীলক্ষ্মীকে বললেন, 'বলে দাও'। শ্রী তখন শ্রীক্ষেত্রের শক্তি বলয়ের কথা বললেন, 'এই পঞ্চক্রোশ পরিমিত এলাকায় তোমার দণ্ড অচল। তাহলে শোনো, এই অন্তর্বেদীটি রক্ষার জন্যে আমি আটটি শক্তি কল্পনা করেছিলাম। ইতিমধ্যে মহাদেব উগ্র তপস্যা শুরু করলেন। তখন আমার শরীর থেকে সুন্দরী গৌরীকে তার পত্নীরূপে সৃজন করলুম। গৌরীকে আদেশ করলুম, এই অন্তর্বেদীর চতুর্দিক রক্ষা করো। সেই গৌরী আমার প্রীতির নিমিত্ত অষ্টপ্রকার মূর্তি ধারণ করে অষ্টধা দিক্ষু সংস্থিতা।

বটমূলের অগ্নি কোণে মঙ্গলা, পশ্চিমে বিমলা, শঙ্খের পূর্বভাগ বায়ু কোণে সর্বমঙ্গলা, উত্তর দিকে অর্ধাশনী, ঈশান কোণে লম্বা, দক্ষিণে কালরাত্রী, পূর্বদিকে মরীচিকা, নৈঋতে চণ্ডরূপা। এই ভীষণারূপা অষ্টশক্তির দ্বারা অন্তর্বেদী সর্বতোভাবে রক্ষিত।'

ক্ষেত্রস্বামী ভগবান বিষ্ণু। রুদ্রাণীর অষ্টশক্তির দ্বারা রক্ষিত। এখন রুদ্র কী করেন! তিনি ভগবানকে বললেন, তুমি যেখানে আমিও সেখানে, তোমাকে ছেড়ে থাকা আমার পক্ষে অসম্ভব। রুদ্র আটভাগে বিভক্ত হলেন। ক্ষেত্রস্বামী ভগবান সেই অষ্টরুদ্রকে আটদিকে রেখে নিজে বসলেন মাঝখানে।

মহাদেব নিজেকে এই ভাবে সাজালেন, কপালমোচন, কাম, ক্ষেত্রপাল, যমেশ্বর, মার্কণ্ডেয়েশ্বর, বিশ্বেশ্বর, নীলকণ্ঠ, বটমূলে বটেশ্বর। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর, গৌরী, লক্ষ্মী সবাই এসে গেলেন। লক্ষ্মীদেবী পিতামহ ব্রহ্মাকে বললেন, 'আপনি এই অত্যাজ্য ক্ষেত্রে সুবর্ণ বালুকায় আবৃত হয়ে আমাদের সঙ্গে অবস্থান করবেন। সত্যযুগে বিষ্ণুপরায়ণ ও সকল যোগের আহর্তা, শাস্ত্রজ্ঞ এক রাজা জন্মগ্রহণ করবেন, তাঁর নাম হবে ইন্দ্রদ্যুম্ন। তিনি এই পুণ্যক্ষেত্রে আসবেন, মহাভক্তি প্রকাশ করবেন। ভগবান তাঁকে অনুগ্রহ করে একটি দারুতে উৎপন্ন হবেন।'

এক পরম বিষ্ণুভক্ত রাজা সূর্যবংশীয় শ্রী ইন্দ্রদ্যুম্ন মালবদেশে এলেন। অবন্তীনগরে তাঁর রাজধানী। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ যুগ সত্যযুগের সূচনা হল। রাজপুরোহিত বিদ্যাপতি। ইন্দ্রদ্যুম্নের রাজসভায় ভগবৎ প্রেরিত এক বৈষ্ণব এসে শ্রীশ্রী নীলমাধবের কথা শুনিয়ে গেলেন। ব্যাকুলের ব্যাকুলতা গেল। দিকে দিকে অনুসন্ধানকারীরা বেরিয়ে পড়লেন অনুসন্ধানে। অনার্যদেশে রাজপুরোহিত বিদ্যাপতি সুকৌশলে সন্ধান পেলেন শবর পূজিত নীলমাধবের। শবরের নাম 'বিশ্বাবসু'। শুরু হল জগন্নাথ কাহিনী। দীর্ঘ সময় দীর্ঘ কাহিনী।

ফিরে আসি বাইশধাপের তৃতীয় ধাপে। এই ধাপ পবিত্রতম। শ্রীশ্রী জগন্নাথ দেবের অভিষেক। এই অভিষেকে উপস্থিত থাকার জন্যে সব দেবদেবী নীলাচলে নেমে এসেছেন। শিব তখনও কাশী থেকে এসে পৌঁছোতে পারেননি। বৃদ্ধ বৃষভ বাহনে চড়ে শিব যখন এলেন জগন্নাথ দেব তখন রত্নবেদিতে আরোহণ করে গেছেন। নেমে শিবকে অভ্যর্থনা করার উপায় নেই। বিশ্বনাথ তৃতীয় ধাপ পর্যন্ত উঠে অপেক্ষা করছেন, জগন্নাথ দেব এসে অভ্যর্থনা করবেন। এদিকে অভিষেক শুরু হয়ে গেছে। জগন্নাথ সিংহাসন ছেড়ে উঠতে পারছেন না। বিশ্বনাথ অপমানিত বোধ করে তৃতীয় ধাপে দাঁড়িয়ে পড়েছেন, আর এগোচ্ছেন না। কথাটা জগন্নাথ দেবের কানে গেল। জগন্নাথ দেব বললেন, 'শিব ওইখানেই অবস্থান করুন। প্রতিবছর রথযাত্রার সময় আমি তাঁকে দর্শন করব।'

জনমন জনমত

নলবাহিত পানীয় জল থেকে বঞ্চিত

কল আছে অথচ জল নেই- এই দুর্ভোগের শিকার ঝাড়আলতা-১'এর ১৫/৬২ এবং ১৫/৬৩ নম্বর পার্টের বাসিন্দারা। অথচ বিভাগীয় দপ্তরের অধিকর্তা থেকে জনপ্রতিনিধি সকলেই নির্বিকার।

জনস্বাস্থ্য ও কারিগরি দপ্তরের অধীনে এই দুই পার্টের বাসিন্দারা টাইমকলের থেকে নিয়মিত পানীয় জল পেতেন। উপভোক্তাদের বাড়ি বাড়ি নলবাহিত জল দিতে ভূগর্ভস্থের মেইন লাইনে লিংক করা হয়। খোঁজ নিলে দেখা যাবে, সবই এখন অকেজো অবস্থায় পড়ে। কারও বাড়ির পাইপ উঠে গিয়েছে, তো কারও কল ভেঙে চুরমার।

বছর দুয়েক আগে ধূপগুড়ি থেকে নাথুয়া পর্যন্ত ২০ কিলোমিটার রাস্তা নতুন করে সম্প্রসারণ করা এবং ডাউকিমারি বাজারে এক কিলোমিটার হাইড্রেন নির্মাণের দরুন ভূগর্ভস্থ পানীয় জলের লাইনটি কাটা পড়ে যায়। সেই থেকে আজ পর্যন্ত পানীয় জলের ক্ষতিগ্রস্ত লাইনটি মেরামত করার কোনওরকম তৎপরতা দেখায়নি দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্তৃপক্ষ।

কোনওরকম কারসাজি না করে জরুরি ভিত্তিতে সমস্যার সমাধান করে এই দুই গ্রামের মানুষের জন্য পানীয় জলের লাইনটিকে মেরামত করার জন্য কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। তাহলে অজস্র মানুষের উপকার হবে।

গুরুদয়াল অধিকারী
ডাউকিমারি বাজার, জলপাইগুড়ি।

এটা নদী না নালা, বিলুপ্তির পথে জোড়াপানি

শিলিগুড়ির ফুলবাড়ি এলাকায় জোড়াপানি নদীর যেন কদর্যময় পরিবেশ। যে সময় নদী বাঁচাও স্লোগান চলছে, তাতে এই নদীর এমন অবস্থা দেখলে মনে হয় এসব স্লোগান শুধু মুখে মুখে। নদীর আশপাশে শিল্প কারখানা আছে। যত আবর্জনা ফেলা হচ্ছে সব এই নদীতে। ফলে নদীটি ভরাট হয়ে যাচ্ছে। নদীর জল কালো হয়ে দুর্গন্ধময় হয়েছে। এই নদীর পাশ দিয়ে গেলে দুর্গন্ধ বোঝা যায়।

আমি প্রায়ই এই নদীর পাশ দিয়ে যাওয়া-আসা করি। জোড়াপানি ব্রিজের ওপর দাঁড়িয়ে নদীর দুরবস্থা দেখি। নদীর জল বিষাক্ত হয়েছে। চারপাশে কারখানা আছে। তাই সবকিছু ফেলার জন্য সুবিধা হয়েছে।

নদীর উত্তর দিকে মানে জোড়াপানি ব্রিজের উত্তর দিকে এক বছর আগেও প্রচুর গাছপালা ছিল। পুরো এলাকায় শুধু গাছপালা ছিল। এখন সব গাছপালা কেটে পরিষ্কার করে শিল্প-কারখানা গড়ে ওঠার জন্য প্রস্তুতি হচ্ছে। এরপর মনে হয় আর নদীটির কোনও অস্তিত্ব থাকবে না।

নদীর দুই ধার জঙ্গলে ঢেকে গিয়েছে। এই নদীর দিকে কোনও খেয়াল নেই? পরিবেশপ্রেমীকদের কাছে আর্জি, জোড়াপানি নদীটি বাঁচাতে জোরকদমে পদক্ষেপ করুন, না হলে এই নদীটি বিলুপ্ত হয়ে যাবে মানুষের প্রয়োজন মেটাতে।

পরিবেশ সুস্থ রাখতে নদীর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে। প্রকৃতি ও পরিবেশ রক্ষা করতে সবাই এগিয়ে আসুন। পরিবেশ ও প্রকৃতি একমাত্র জীবনের উৎস নদীটিকে বাঁচাতে বদ্ধপরিকর হতে হবে সকলকে। প্রকৃতি থেকে মানুষ আলাদা নয়। একথা বোঝার জন্য সুনাগরিকের অভাব আছে, তাই তো নদীটির জন্য কেউ ভাবছেন না।

কৃষ্ণা দাস
ফুলবাড়ি, শিলিগুড়ি।

রাস্তা নির্মাণে মানুষের সুবিধার কথা ভাবা হয় না কেন?

বর্তমানে গ্রামের প্রত্যেকটি রাস্তাই পথশ্রী, পিএমজিএসওয়াই বা পিডব্লিউডি'র আওতাধীন হয়ে যাচ্ছে, যা অত্যন্ত প্রশংসনীয়। আসলে গ্রামীণ এই পথগুলোর জন্য বরাদ্দকৃত অর্থ যথার্থ থাকলেও এর টেকসই এত কম কেন, তার কারণ জানতে চাওয়ার সাধ্য কারও নেই। সদ্য চৌধুরীহাট থেকে নয়ারহাটের রাস্তা নির্মাণের কাজ শুরু হলেও এই দুই এলাকার মানুষ ক্ষুব্ধ। এই নয় কিলোমিটার রাস্তাটির নকশা ঠান্ডা ঘরে বসে এমনভাবে করা হয়েছে, যাতে রাস্তাটি ভেঙে তিন টুকরো হয়ে গিয়েছে। চৌধুরীহাট থেকে চার কিলোমিটার হওয়ার পর সেটার অভিমুখ পালটে এমন একদিকে নিয়ে যাওয়া হয়েছে যেদিকে রাস্তা সংকীর্ণ ও ক্ষয়ক্ষতির সম্ভাবনা প্রবল। এমনকি সেই রাস্তায় মানুষের যাতায়াত খুবই কম।

অন্যদিকে আরেকটি রাস্তা নয়ারহাটের দিক থেকে আড়াই কিলোমিটার হয়ে এই রাস্তার অভিমুখ বদল করে আবুতারা দিয়ে নিগমনগর পর্যন্ত করা হয়েছে। কিন্তু যেহেতু সেই রাস্তাটির অন্য প্রকল্পের আওতায় নির্মাণকাজ সদ্য সম্পন্ন হয়েছে, তাই এই রাস্তাটি তিন-চার কিলোমিটারের বেশি করা যাবে না।

এই কারণে অথবা অজ্ঞাত কোনও কারণে এই রাস্তাটির কাজও হচ্ছে না। এমনও গুঞ্জন শোনা যাচ্ছে, কেউ কেউ নিজেদের ক্ষয়ক্ষতি থেকে রক্ষা পেতে এবং ব্যক্তিস্বার্থ চরিতার্থ করতে রাজনৈতিক প্রভাব খাটিয়ে রাস্তা নির্মাণের কাজে অদৃশ্য বাধা তৈরি করছেন।

পথ সবারই সুবিধার স্বার্থে। এখানে ব্যক্তিস্বার্থ চরিতার্থ করার প্রয়াস করাটা অনৈতিক। এলাকাবাসী অনেকবার মন্ত্রী-আমলাদের দ্বারস্থ হলেও সুরাহা হয়নি। আশা করি দ্রুত বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করা হবে। এলাকায় উদয়ন গুহ ও নিশীথ প্রামাণিকরা থাকেন। তবু কেন এত উপেক্ষা?

গোলাম মাসুদ হোসেন
নান্দিনা, দিনহাটা।

শব্দরঙ্গ ■ ৪১৭৫

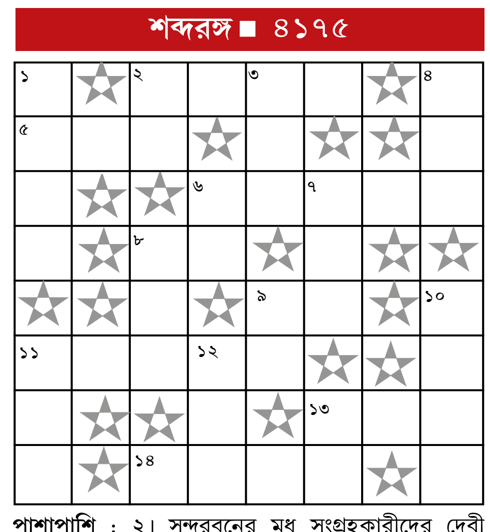

পাশাপাশি : ২। সুন্দরবনের মধু সংগ্রহকারীদের দেবী ৫। যা সেবন করলে নেশা হয় ৬। ঔদ্ধত্যপূর্ণ আচরণ ৮। কামনা ৯। অগ্নিসাক্ষী রেখে বিয়ে করা বউ ১১। যে শহরে শিখদের গুরুদোয়ারা হরমন্দির সাহিব আছে ১৩। বিনাশ বা সমূলে ধ্বংস ১৪। আড়িপাতা।

উপর-নীচ : ১। মোগল সম্রাট ২। ফুল অথবা পাখি ৩। অনীহা, ঔদাসীন্য ৪। পোষা চতুষ্পদ প্রাণী ৬। প্রস্থ বা গভীরতা ৭। ঢাকার বিখ্যাত বাগান ঘেরা এলাকা ৮। প্রমাণ দাখিল করা ৯। জীবনসঙ্গিনী বা ধর্মপত্নী ১০। শ্রীকৃষ্ণের যাদব সেনা ১১। অনিবার্য বা অবশ্যম্ভাবী ১২। ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তি ১৩। তবলা-ডুগির নীচে থাকে।

সমাধান ■ ৪১৭৪

পাশাপাশি : ১। হকদার ৩। সমীহ ৫। বইয়ের পোকা ৬। কাবার ৭। গোলাপ ৯। লেফাফাদুরস্ত ১২। সহিস ১৩। নাকতোলা।

উপর-নীচ : ১। হকচকা ২। রসুই ৩। সন্তর ৪। হলকা ৫। বর ৭। গোস্ত ৮। পরকলা ৯। লেটুস ১০। ফানুস ১১। রসনা।

বিন্দুবিসর্গ

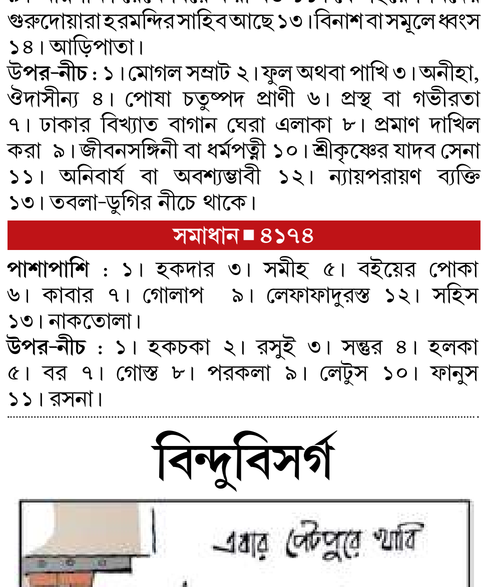

সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারী : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারীর পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : বিহানি আবাসন, গ্রাউন্ড ফ্লোর (নেতাজি মোড়ের কাছে), গোলাপট্টি, বাঁধ রোড, মালদা-৭৩২১০১, ফোন : ৯৮০০৫৮৫৯৫০। শিলিগুড়ি ফোন : সম্পাদক ও প্রকাশক : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪৯০৯৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, অফিস : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭।

Editor & Proprietor : Sabyasachi Talukdar
Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Proprietor from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Regn. No. 35012/1980 and Postal Regn. No. WB/NBSR/D-03/2003-08. E.Mail : uttarbanga@hotmail.com, Website : http://www.uttarbangasambad.in

দুই বিজেপিশাসিত রাজ্যের ঘটনায় নিন্দা দেশজুড়ে, দোষীদের কঠোর শাস্তির দাবি

দুই দলিতের অর্ধেক মাথা কামিয়ে নির্যাতন ওড়িশায়

ভুবনেশ্বর, ২৪ জুন : এতদিন ডাইনি সন্দেহে হেনস্তার কথা শোনা যেত ওড়িশায়। এবার গোরু পাচারকারী সন্দেহে দলিত নির্যাতনের অভিযোগও উঠল উৎকলভূমিতে।

ওড়িশার গঞ্জাম জেলায় গোরু পাচারের মিথ্যা অভিযোগ এনে দুই দলিত ব্যক্তিকে দিনের আলোয় নির্মমভাবে নির্যাতন করা হয়েছে। তাঁদের মাথা অর্ধেক মুড়িয়ে প্রায় এক কিলোমিটার রাস্তা হামাগুড়ি দিতে বাধ্য করা হয়। শুধু তা-ই নয়, ওই দু'জনকে ঘাস এবং নর্দমার জলও খাওয়ানো হয় বলে অভিযোগ। ঘটনাটি ঘটেছে ধড়কোট ব্লকের অন্তর্গত খাড়িগুম্মা গ্রামে। আক্রান্তরা হলেন বুলু নায়ক (৫২) ও বাবুল নায়ক (৪৩)। তাঁরা সিঙ্গিপুর গ্রামের বাসিন্দা। ইতিমধ্যে ওই ঘটনায় জড়িত সন্দেহে ৬ জনকে আটক করেছে পুলিশ। বাকিদের খোঁজেও তল্লাশি চালানো হচ্ছে।

পুলিশ জানিয়েছে, একটি বিয়ের অনুষ্ঠানে পণ হিসাবে গোরু ও বাছুর দেওয়ার কথা ছিল। সেই কারণে হরিপুর থেকে একটি গোরু ও দু'টি বাছুর কিনে অটোরিকশায় করে নিয়ে যাচ্ছিলেন বুলু ও বাবুল। খাড়িগুম্মায় স্থানীয় একদল লোক তাঁদের আটকে গোরু পাচারের অভিযোগ তুলে শুরু করে মারধর। দু'জনের মোবাইল ফোন ও টাকা কেড়ে নিয়ে গোরুগুলি ফেরত দেওয়ার বিনিময়ে আরও ৩০ হাজার টাকা দাবি করা হয়। টাকা দিতে অস্বীকার

করায় বুলু ও বাবুলের হাত-পা বেঁধে শুরু হয় অত্যাচার। মারতে মারতে স্থানীয় এক সেলুনে নিয়ে গিয়ে তাঁদের মাথার চুলের অর্ধেক কামিয়ে দেওয়া হয়। এরপর তাঁদের প্রায় দু'কিলোমিটার হাঁটু গেড়ে জাহাদা গ্রাম পর্যন্ত হেঁটে যেতে বাধ্য করা হয়। সেখানে তাঁদের জোর করে খাওয়ানো হয় ঘাস ও নর্দমার জল।

ওই ঘটনার পর মারমুখী জনতার হাত থেকে পালিয়ে কোনওক্রমে স্থানীয় থানায় পৌঁছোন আক্রান্তেরা। তাঁদের অভিযোগের ভিত্তিতে এফআইআর দায়ের করে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। ওই ঘটনায় ইতিমধ্যে ছ'জনকে আটক করা হয়েছে এবং বাকি অভিযুক্তদের ধরতে তল্লাশি চালানো হচ্ছে বলে জানিয়েছেন গঞ্জাম জেলার পুলিশ সুপার শুভেন্দুকুমার পাত্র। তিনি বলেন, এটা গোরক্ষার নামে তোলাবাজি ছাড়া কিছু নয়।

ঘটনার খবর ছড়িয়ে পড়তেই সোমবার সিঙ্গিপুরে প্রতিবাদ সভা করে গঞ্জাম জেলা দলিত মহাসভা। দোষীদের অবিলম্বে গ্রেপ্তার ও গবাদিপশু উদ্ধারের দাবি জানানো হয়। লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি ঘটনার তীব্র নিন্দা করে বলেন, 'দলিতদের সম্মান পদপিষ্ট করার প্রতিটি ঘটনা সংবিধানের ওপর আঘাত এবং সমতা ও মানবাধিকারের বিরুদ্ধে চক্রান্ত। এটা বিজেপিশাসিত রাজ্যগুলিতেই ঘটছে।' দোষীদের কঠোর শাস্তির দাবি তুলে তিনি বলেন, 'দেশ চলবে সংবিধান দিয়ে, মনুস্মৃতি দিয়ে নয়।'

উদয়পুর ঘোরানোর নাম করে বিদেশিনীকে ধর্ষণ

উদয়পুর, ২৪ জুন : রাজস্থানের উদয়পুরে এক ফরাসি মহিলা পর্যটককে ধর্ষণের অভিযোগে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। পুলিশ জানিয়েছে, এক ক্যাফে পার্টিতে পরিচয়ের পর অভিযুক্ত ব্যক্তি তাঁকে 'শহর ঘুরিয়ে দেখানোর' নাম করে একটি ফ্ল্যাটে নিয়ে গিয়ে ধর্ষণ করে চম্পট দেয়।

কিছুদিন আগেই ভারত সফর নিয়ে পর্যটকদের সতর্ক করে দিয়েছিল মার্কিন প্রশাসন। তারা তাদের নির্দেশিকায় বলেছিল, ভারতে ধর্ষণ, হিংসা, সন্ত্রাস বাড়ছে। বাজার, পর্যটন ইত্যাদি এলাকাগুলিকে কার্যত মুক্তাঞ্চল বানিয়ে ফেলেছে দুষ্কৃতীরা। সবচেয়ে বেশি বিপদে পড়ার সম্ভাবনা মহিলা পর্যটকদেরই। তাই ভারতে একা না ঘোরাই ভালো। আর ঘুরতে গেলেও চূড়ান্ত সতর্কতা বাঞ্ছনীয়। এরপরই উদয়পুরে বিদেশিনী ধর্ষণের ঘটনা ফের অস্বস্তি বাড়াল রাজস্থান এবং দিল্লির বিজেপি সরকারের।

পুলিশ সূত্রে খবর, ২২ জুন দিল্লি থেকে উদয়পুরে আসেন ওই ফরাসি তরুণী। শহরের অম্বামাতা এলাকায় একটি হোটেলে উঠেছিলেন তিনি। সোমবার (২৩ জুন) রাতে তিনি টাইগার হিলের কাছে 'দ্য গ্রিক ফার্ম ক্যাফে অ্যান্ড রেস্ট্রো'-তে আয়োজিত এক পার্টিতে যোগ দেন। সেখানেই অভিযুক্ত তরুণের সঙ্গে আলাপ হয় তাঁর।

পার্টি চলাকালীন অভিযুক্ত ব্যক্তি

তাঁকে একান্তে বলে, 'চলো, বাইরে গিয়ে একটু সিগারেট খাওয়া যাক।' কথাবার্তার ফাঁকেই তরুণ ফরাসি তরুণীকে শহর ঘুরিয়ে দেখানোর প্রস্তাব দেয়। বলে, 'এই শহরটা ভারী সুন্দর। চলো, তোমাকে আশপাশের সুন্দর সব দৃশ্য দেখাব।' এরপর ওই তরুণীকে হোটেলে ফিরিয়ে না দিয়ে নিজের ভাড়া করা একটি ফ্ল্যাটে নিয়ে যায়।

এফআইআরে বলা হয়েছে, তরুণী বারবার হোটেলে ফেরার অনুরোধ জানালেও অভিযুক্ত তা শোনেনি। তাঁর মোবাইলের চার্জ শেষ হয়ে যাওয়ায় তিনি কারও সঙ্গে যোগাযোগও করতে পারেননি সেই সময়ে।

ফ্ল্যাটে নিয়ে গিয়ে অভিযুক্ত প্রথমে তাঁকে জড়িয়ে ধরতে চায়। তরুণী বাধা দিলে সে জোর করে ধর্ষণ করে বলে অভিযোগ। ঘটনার পর তরুণী স্থানীয় লোকজনের সাহায্য নিয়ে নিজেই একটি বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি হন এবং সেখান থেকেই পুলিশে অভিযোগ দায়ের করেন। হাসপাতাল কর্তৃপক্ষও পুলিশকে বিষয়টি জানান। তরুণীর শারীরিক অবস্থা স্থিতিশীল রয়েছে।

উদয়পুরের পুলিশ সুপার যোগেশ গয়াল জানিয়েছেন, অভিযুক্ত ব্যক্তির নাম সিদ্ধার্থ। সে এখনও পলাতক। তাকে ধরার চেষ্টা চলছে এবং তদন্ত এগোচ্ছে। সংশ্লিষ্ট এলাকার সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখা হচ্ছে। পাশাপাশি সমস্ত ঘটনা জানানো হয়েছে ফরাসি দূতাবাসকেও।

বোয়িংয়ের জবাব চাইবে সংসদীয় কমিটি

নিজস্ব সংবাদদাতা, নয়াদিল্লি, ২৪ জুন : আহমেদাবাদে ভয়াবহ বিমান দুর্ঘটনার পরে ভারতের অসামরিক বিমান পরিষেবায় 'বহু ত্রুটি ও গাফিলতির' অভিযোগ উঠেছে। জুলাই মাসের প্রথম সপ্তাহে সংসদের পরিবহণ বিষয়ক স্থায়ী কমিটির বৈঠক বসতে চলেছে। সেই বৈঠকে তলব করা হয়েছে কেন্দ্রীয় অসামরিক বিমান পরিবহণমন্ত্রক, এয়ার ইন্ডিয়ার পাশাপাশি বোয়িং সংস্থার প্রতিনিধিদেরও। সূত্রের খবর, বোয়িংকে জবাবদিহির মুখে পড়তে হতে পারে ওই বৈঠকে।

আহমেদাবাদে যে বিমানটি ভেঙে পড়েছিল, সেটি ছিল বোয়িংয়ের ৭৮৭-৮ ড্রিমলাইনার। দুর্ঘটনার পরে শুধু এয়ার ইন্ডিয়া নয়, একাধিক আন্তর্জাতিক এয়ারলাইন্সের বোয়িং বিমানে 'টেকনিক্যাল স্ন্যাগ' ধরা পড়েছে। অনেক ক্ষেত্রে মাঝআকাশে থেকে ফিরে আসতে হয়েছে বিমানকে অথবা জরুরি অবতরণ করতে হয়েছে।

এদিকে আহমেদাবাদে দুর্ঘটনাগ্রস্ত এয়ার ইন্ডিয়া বিমানের ব্ল্যাকবক্সটি আপাতত দেশেই পরীক্ষা করা হচ্ছে বলে দাবি করল কেন্দ্র। মঙ্গলবার বিমান পরিবহণমন্ত্রী রামমোহন নাইডু জানান, এআই ১৭১ উড়ানের ব্ল্যাকবক্সটি ভারতেই রয়েছে। এয়ারক্রাফট অ্যাক্সিডেন্ট ইনভেস্টিগেশন ব্যুরো (এএআইবি) সেটি পরীক্ষা করে দুর্ঘটনার তথ্য উদ্ধারের চেষ্টা চালাচ্ছে। ব্ল্যাকবক্সটি উদ্ধার হলেও দুর্ঘটনার জেরে সেটি এতটাই ক্ষতিগ্রস্ত হয় যে তার পরীক্ষা করা কঠিন ছিল। তাই সেটিকে প্রথমে আমেরিকায় নিয়ে যাওয়ার কথা শোনা যাচ্ছিল। কিন্তু এদিন সেই জল্পনা খারিজ করে দিয়েছেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী। তিনি জানান, ব্ল্যাকবক্সটি মার্কিন মুলুকে পরীক্ষার জন্য প্রথমে পাঠানো হবে বলে জানানো হয়েছিল। কিন্তু সেই সম্ভাবনা বরাবরই কেন্দ্রের তরফে খারিজ করে দেওয়া হয়েছে।

এয়ার ইন্ডিয়ার বিমানে ফের বিভ্রাট

মুম্বই, ২৪ জুন : দুর্ঘটনা, যান্ত্রিক ত্রুটির পর এবার মাঝআকাশে অসুস্থ হওয়ার ঘটনা ঘটল এয়ার ইন্ডিয়ার একটি বিমানে। সোমবার লন্ডন থেকে মুম্বই আসছিল এআই-১৩০। কিন্তু মাঝআকাশে বিমানের পাঁচজন যাত্রী এবং দু'জন ক্রু সদস্য হঠাৎই অসুস্থ হয়ে পড়েন। খাদ্যে বিষক্রিয়ার কারণেই তাঁরা অসুস্থ হয়েছেন বলে মনে করা হয়েছে। মুম্বই বিমানবন্দরে বিমানটি অবতরণের পর তাঁদের প্রাথমিক চিকিৎসা দেওয়া হয়। তারপর তাঁদের ছেড়ে দেওয়া হয়। একটি সূত্রের দাবি, এয়ার ইন্ডিয়ার ওই বিমানটি মাঝআকাশে প্রায় ৩৫ হাজার ফুট উচ্চতায় যখন উড়ছিল, তখনই ওই বিপত্তি ঘটে। যাত্রী ও ক্রু সদস্যদের মধ্যে একজন অজ্ঞান হয়ে যান। বাকিদেরও মাথা ঘোরা, শ্বাসকষ্ট এবং বমির মতো উপসর্গ দেখা দেয়। কেন এমনটা ঘটল তা নিয়ে তদন্ত শুরু হয়েছে। মনে করা হচ্ছে, খাদ্যে বিষক্রিয়ার থেকে বমি, মাথা ঘোরার মতো উপসর্গ দেখা দিতে পারে।

গাজায় হামলা বন্ধের আর্জি

জেরুজালেম, ২৪ জুন : ইজরায়েল ও ইরান সংঘর্ষ বিরতি পরিস্থিতিতে গাজায় ইজরায়েলের তরফে হামলা বন্ধ করাতে নেতানিয়াহুর ওপর চাপ তৈরি করল ইজরায়েলের দুই বিরোধী দল। বিষয়টি নিয়ে দেশের মধ্যেই রাজনৈতিক বিরোধিতার মুখে পড়েছেন। কিন্তু তারপরও মঙ্গলবার ত্রাণের অপেক্ষায় থাকা কয়েকশো বুভুক্ষু প্যালেস্তিনীয়র ওপর ড্রোন হামলা চালাল ইজরায়েলি সেনা। আইডিএফ গুলিও চালিয়েছে। তাতে মৃত্যু হয়েছে অন্তত ২৫ জনের। তাঁরা পূর্ব-পশ্চিম নেতহারিম করিডরে ত্রাণ বোঝাই ট্রাকের জন্য দাঁড়িয়েছিলেন। ত্রাণ নিতে এগোনোর সময় গুলি লাগে তাঁদের শরীরে। ঘটনায় ১৪৬ জন আহত হয়েছেন।

আজ মহাকাশে পাড়ি শুভাংশুর

২০২৯-এ মহাকাশে যাবেন অন্ধ্রের জাহ্নবী

নয়াদিল্লি, ২৪ জুন : সাতবার উড়ানের তারিখ পিছিয়ে যাওয়ার পর অবশেষে নাসা ঘোষণা করেছে, ভারতীয় গ্রুপ ক্যাপ্টেন শুভাংশু শুক্লা আগামীকাল (বুধবার) মহাকাশে পাড়ি দিতে পারেন তাঁর তিন সঙ্গী নভশ্চরকে নিয়ে।

নাসা, অ্যাক্সিয়ম স্পেস ও স্পেসএক্স যৌথভাবে জানিয়েছে, তারা ভারতীয় সময় ২৫ জুন দুপুর ১২টা ১ মিনিটে 'অ্যাক্সিয়ম মিশন-৪' উৎক্ষেপণের লক্ষ্যে প্রস্তুত। এই মিশনটি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ফ্লোরিডার কেনেডি স্পেস সেন্টারের লঞ্চপ্যাড ৩৯এ থেকে ফ্যালকন-৯ রকেট উৎক্ষেপণের মাধ্যমে শুরু হবে। নতুন একটি স্পেসএক্স ড্রাগন ক্যাপসুলে চড়ে আন্তর্জাতিক মহাকাশ কেন্দ্রে (আইএসএস) রওনা দেবেন মহাকাশচারীরা। তাঁরা ২৬ জুন বিকাল সাড়ে ৪টা নাগাদ মহাকাশ কেন্দ্রে পৌঁছোবেন বলে আশা করা হচ্ছে।

এদিকে শুভাংশুর পাশাপাশি খবরের শিরোনামে উঠে এসেছেন অন্ধ্রপ্রদেশের মেয়ে জাহ্নবী ডাঙ্গেটি। বছর তেইশের এই তরুণী ২০২৯ সালে 'টাইটান্স স্পেস'-এর প্রথম

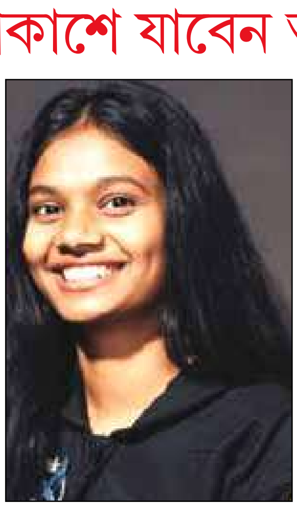

জাহ্নবী ডাঙ্গেটি

কক্ষপথ মিশনে অংশ নেবেন একজন অ্যাস্ট্রোনট ক্যান্ডিডেট হিসাবে।

ইলেকট্রনিক্স এবং কমিউনিকেশন ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে স্নাতক জাহ্নবীকে পাঁচ ঘণ্টা স্থায়ী টাইটানস স্পেস অরবিটাল ফ্লাইটে ভ্রমণের জন্য নির্বাচিত করা হয়েছে। সংক্ষিপ্ত মহাকাশ সফরে তরুণী পৃথিবীর কক্ষপথে দু'বার ঘুরবেন, দেখতে পাবেন দুটি করে সূর্যোদয় ও সূর্যাস্ত। এই মিশনে প্রায় তিন ঘণ্টা অভিকর্ষহীন অবস্থায় থাকার অভিজ্ঞতা হবে তাঁর। মিশন পরিচালনার ভার দেওয়া হয়েছে প্রাক্তন নাসা নভশ্চর ও মার্কিন সেনাবাহিনীর কর্নেল উইলিয়াম

> আমি গর্বিত আমার শিকড়ের প্রতিনিধিত্ব করতে পেরে। এই মিশন আমাদের সবার জন্য, যারা আকাশের দিকে তাকিয়ে অসম্ভব কল্পনা করি।
>
> **জাহ্নবী ডাঙ্গেটি**

ম্যাকআর্থার জুনিয়ারকে। তিনি বর্তমানে টাইটান্স স্পেসের মুখ্য নভশ্চর।

নাসার 'ইন্টারন্যাশনাল এয়ার অ্যান্ড স্পেস প্রোগ্রাম'-এ নির্বাচিত হওয়ার পর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে অন্ধ্র-কন্যা ইনস্টাগ্রামে লিখেছেন যে, তিনি সম্মানিত এবং উত্তেজিত। তাঁর কথায়, 'আমি গর্বিত আমার শিকড়ের প্রতিনিধিত্ব করতে পেরে। এই মিশন আমাদের সবার জন্য, যারা আকাশের দিকে তাকিয়ে অসম্ভব কল্পনা করি।'

আত্মসমর্পণের নির্দেশ

বধূহত্যায় ছাড় নেই 'সিঁদুর' কমান্ডোর

নয়াদিল্লি, ২৪ জুন : অপারেশন সিঁদুর অভিযানে অংশ নেওয়ার জন্য বধূহত্যায় অভিযুক্ত ব্ল্যাকক্যাট কমান্ডোকে ছাড় দেওয়া যায় না। মঙ্গলবার একথা সাফ জানিয়ে দিল দেশের শীর্ষ আদালত। সুপ্রিম কোর্ট বলেছে, 'অপারেশন সিঁদুরে অংশ নেওয়ার জন্য আপনাকে কোনও ছাড় দেওয়া যায় না।' আদালতের মতে, এটা এমন এক জঘন্য ঘটনা যার জন্য আইনি রেহাই প্রযোজ্য নয়। একই সঙ্গে অভিযুক্ত এক কমান্ডোকে আত্মসমর্পণ করতেও বলেছে সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি উজ্জ্বল ভুঁইয়া এবং বিচারপতি বিনোদ চন্দ্রনের ডিভিশন বেঞ্চ।

অভিযুক্ত কমান্ডোর স্ত্রীর মৃত্যু হয় বিশ বছর আগে। অভিযোগ, পণের জন্য স্ত্রীকে চাপ দিতেন অভিযুক্ত। শেষপর্যন্ত স্ত্রীকে খুন করার অভিযোগও ওঠে তাঁর বিরুদ্ধে। সেই পুরোনো মামলায় অভিযুক্তকে আত্মসমর্পণের নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। সেই নির্দেশ চ্যালেঞ্জ করে সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিলেন তিনি। তাঁর দাবি ছিল, তিনি গত ২০ বছর ধরে রাষ্ট্রীয় রাইফেলসে কাজ করছেন। ব্ল্যাকক্যাট কমান্ডো হিসাবে কর্মরত। 'অপারেশন সিঁদুর'-এ যুক্ত ছিলেন। সেই যুক্তিতে অভিযোগ থেকে মুক্তি দেওয়ার আর্জি ছিল ওই কমান্ডোর।

কিন্তু বিচারপতি উজ্জ্বল ভুঁইয়া কড়া ভাষায় বলেন, 'আপনি কতটা শারীরিকভাবে সক্ষম সেটা বোঝা যায়, নিজের স্ত্রীকে গলা টিপে হত্যা করার কতটা ক্ষমতা ছিল আপনার। এই অভিযোগে কিছুতেই আপনাকে ছাড় দেওয়া সম্ভব নয়।' বিচারপতি চন্দ্রনও মনে করিয়ে দেন যে, হাইকোর্ট আগেই এই কমান্ডোকে কোনও ছাড় দেয়নি।

ফড়নবিশের আসনে ভোট চুরির অভিযোগ রাহুলের

নয়াদিল্লি, ২৪ জুন : মহারাষ্ট্রের বিধানসভা ভোটে 'ম্যাচ ফিক্সিং'-এর অভিযোগ তুলে আগেই সরব হয়েছিলেন রাহুল গান্ধি। এবার মুখ্যমন্ত্রী দেবেন্দ্র ফড়নবিশের আসন নাগপুর দক্ষিণ-পশ্চিমে ভোটার তালিকায় গরমিল ও ভোট চুরির অভিযোগে সুর চড়িয়েছেন লোকসভার বিরোধী দলনেতা। একটি ডিজিটাল সংবাদমাধ্যমে প্রকাশিত এক প্রতিবেদনকে সামনে রেখে রাহুল সমাজমাধ্যমে লিখেছেন, 'মহারাষ্ট্রে মুখ্যমন্ত্রীর নিজের কেন্দ্রে মাত্র পাঁচ মাসে ভোটার তালিকায় ৮ শতাংশ বৃদ্ধি হয়েছে। কিছু বুথে এই বৃদ্ধির পরিমাণ ২০ থেকে ২৫ শতাংশ। বুথ লেভেল অফিসার্স বা বিএলও জানিয়েছেন, অজ্ঞাতপরিচয় ব্যক্তিরা ভোট দিয়েছেন। সংবাদমাধ্যম জানতে পেরেছে হাজার হাজার ভোটারদের কোনও ঠিকানাই নেই। আর নির্বাচন কমিশন? হয় নীরব নয়তো জড়িত রয়েছে।' সাংসদের তোপ, 'এই ধামাচাপা দেওয়াটাই স্বীকারোক্তি। এই কারণেই আমরা মেশিন রিডেবল ডিজিটাল ভোটার তালিকা দ্রুত প্রকাশের এবং সিসিটিভি ফুটেজের দাবি তুলেছি।'

রাহুলের এই বক্তব্যের পরই নড়েচড়ে বসেছে নির্বাচন কমিশন। পালটা সুর চড়িয়েছেন ফড়নবিশও। ১২ জুন রাহুলের সঙ্গে আলোচনায় বসার আমন্ত্রণ জানিয়ে একটি চিঠি দিয়েছিল কমিশন।

ইরানের ক্ষেপণাস্ত্র হামলায় বিধ্বস্ত ইজরায়েল। ক্ষতিগ্রস্ত বাড়ি এবং গাড়ি।

৪০০ কেজি ইউরেনিয়ামের খোঁজে টিম ট্রাম্প

ওয়াশিংটন, ২৪ জুন : গত ১২ দিন ধরে ইরানের ৩টি পরমাণুকেন্দ্রে ধারাবাহিক হামলা চালিয়েছে ইজরায়েল। তাতে যোগ্য সংগত করেছে আমেরিকা। মার্কিন বাংকার বাস্টারের আঘাতে গর্তে পরিণত হয়েছে পরমাণুকেন্দ্রের বিভিন্ন অংশ। কিন্তু আশ্চর্যজনকভাবে কোনও কেন্দ্র থেকে তেজস্ক্রিয় বিকিরণ ছড়ায়নি। অথচ আন্তর্জাতিক পরমাণু শক্তি সংস্থার তথ্য বলছে, ইজরায়েলের কাছে কমপক্ষে ৪০০ কেজি (৯০০ পাউন্ড) বিশুদ্ধ ইউরেনিয়াম রয়েছে। যা দিয়ে ১০টি পরমাণু বোমা তৈরি করা যায়। তাহলে কি আমেরিকা ও ইজরায়েলের হামলার আগেই বিশুদ্ধ ইউরেনিয়াম কোনও গোপন জায়গায় সরিয়ে ফেলেছে ইরান? মঙ্গলবার মার্কিন ভাইস প্রেসিডেন্ট জেডি ভান্সের কথায় সেই ইঙ্গিত স্পষ্ট।

তিনি জানান, ইজরায়েলি হামলা শুরু হওয়ার আগেই ইউরেনিয়াম সমৃদ্ধকরণের কাজ বেশ কিছুটা এগিয়ে নিয়ে গিয়েছিল ইরান। তাদের কাছে ৪০০ কেজির বেশি বিশুদ্ধ ইউরেনিয়াম রয়েছে। তবে তা কোথায় লুকিয়ে রাখা হয়েছে, সেই তথ্য আমেরিকার কাছে নেই। জল্পনা বাড়িয়ে মার্কিন হামলার ঠিক আগে ইরানের নাতাঞ্জ, ফোর্দো ও ইসফাহান পরমাণুকেন্দ্রগুলি থেকে একাধিক ট্রাককে অজানা গন্তব্যের দিকে যেতে দেখা গিয়েছে। ১৯ জুন তোলা এক উপগ্রহচিত্রে শুধু ফোর্দো কেন্দ্র থেকেই ১৯টি ট্রাককে বার হতে দেখা যাচ্ছে।

ভান্স বলেন, 'ইরানের ৩টি পরমাণুকেন্দ্রে বাংকার বাস্টার বোমা ফেলার পর থেকে ৪০০ কেজি বিশুদ্ধ ইউরেনিয়ামের খোঁজ নেই। ওই পরিমাণ ইউরেনিয়াম ১০টি পরমাণু বোমা তৈরির পক্ষে যথেষ্ট।' তিনি আরও বলেন, 'ট্রাম্প প্রশাসন আগামী দিনে ওই জ্বালানি নিয়ে সক্রিয় হবে। এটি এমন একটি বিষয় যা নিয়ে আমরা ইরানিদের সঙ্গে আলোচনা করব।'

ধ্বংসযজ্ঞে প্রাপ্তিযোগ

ইজরায়েল

ইরানের পরমাণু কর্মসূচিকে কয়েকবছর পিছিয়ে দিয়েছে ১২ দিনের হামলা। বিধ্বস্ত ইরানের ৩ পরমাণুকেন্দ্র। নিহত ১২ জন প্রথমসারির বিজ্ঞানী। প্রাণ গিয়েছে অন্তত ৫ জন শীর্ষ সেনাকর্তার। ধ্বংসস্তূপ তেহরান। ইরানি সেনা ও বায়ুসেনার পরিকাঠামো ধ্বংস করার সুযোগ। ইরানে হামলা চালাতে বাধ্য হয়েছে আমেরিকা। যুদ্ধের সুযোগে গাজায় নিয়ন্ত্রণ জোরদার করেছে নেতানিয়াহুর সেনারা।

ইরান

পশ্চিম এশিয়ার একমাত্র দেশ যারা মার্কিন সেনাঘাঁটিতে হামলা চালানোর ক্ষমতা রাখে। ১২ দিন ধরে সমান তালে টক্কর দিতে পারে ইজরায়েলের সঙ্গে। ইজরায়েল, আমেরিকার হামলার পরেও অক্ষত বিশুদ্ধ ইউরেনিয়ামের ভাঁড়ার। পালটা ক্ষেপণাস্ত্র হামলায় গুঁড়িয়ে গিয়েছে তেল আভিভ, জেরুজালেমের বড় অংশ। ইজরায়েলি হামলার জেরে ইরানে খামেনেই শাসনের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ বন্ধ। জাতীয়তাবাদের জোয়ারে হাত শক্ত শাসকগোষ্ঠীর।

আমেরিকা

ইরানের পরমাণুকেন্দ্রে বাংকার বাস্টার বোমা ফেলে শক্তি প্রদর্শন। আরব সাগর, হরমুজ প্রণালী ও এডেন উপসাগরে আরও বেড়েছে আমেরিকার সামরিক উপস্থিতি। ইজরায়েলের মার্কিন নির্ভরতা প্রকট। ভারত-পাকিস্তানের পর ইজরায়েল-ইরান সংঘর্ষ বিরতির কৃতিত্ব দাবি করার সুযোগ প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের।

ঘুরে দাঁড়াচ্ছে পহলগাম

শ্রীনগর, ২৪ জুন : পহলগামে নারকীয় সন্ত্রাসবাদী হামলা চালিয়েছিল যারা, সেই তিন জঙ্গিকে এখনও ধরতে পারেনি তদন্তকারী সংস্থা। অপারেশন সিঁদুরের মাধ্যমে পাকিস্তানকে কড়া ভাষায় জবাব দেওয়া হলেও পহলগামের পরিস্থিতি ছিল থমথমে। নিরপরাধ পর্যটকদের ধর্মীয় পরিচয় জেনে বেছে বেছে তাঁদের হত্যা করার ধাক্কা লেগেছিল কাশ্মীরের পর্যটনে। ভরা মরশুমে কার্যত খাঁখাঁ করেছে পহলগাম সহ কাশ্মীরের একাধিক পর্যটনস্থল। পর্যটকরা কাশ্মীর থেকে মুখ ফিরিয়ে নেওয়ায় মাথায় আকাশ ভেঙে পড়েছিল উপত্যকার পর্যটন ব্যবসায়ী এবং জম্মু ও কাশ্মীর সরকারের। কিন্তু দু-মাস পর সেই ছবিটা অনেকটাই বদলে গিয়েছে বলে দাবি করেছেন মুখ্যমন্ত্রী ওমর আবদুল্লা। রবিবার সন্ধ্যায় তিনি এক্সে লিখেছেন, শেষবার যখন পহলগামে এসেছিলাম তখন ফাঁকা বাজার এলাকায় আমি সাইকেল চালিয়েছিলাম। আজ আবার পহলগামে এসে দেখছি মানুষের ভিড় বাড়ছে।

২৭ মে পহলগামে মন্ত্রীসভার বৈঠক বসিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। তার একমাস পর পহলগামের রাস্তায় গাড়ির ঢল দেখে অভিভূত ওমর। তিনি বলেন, 'এই ঠান্ডা এবং বর্ষণমুখর আবহাওয়ায় স্থানীয় যাঁরা পিকনিক করছেন, তাঁদের সঙ্গে রীতিমতো স্থান দখলের প্রতিযোগিতায় নেমেছেন দেশের বিভিন্ন প্রান্তের পর্যটকরা। আমার ও আমার সহকর্মীদের প্রচেষ্টা যে সফল হয়েছে, সেটা দেখে সন্তুষ্ট।' পহলগাম সহ কাশ্মীরের পর্যটন ফের ঘুরে দাঁড়াতে শুরু করায় আশার আলো দেখছেন পর্যটন ব্যবসায়ীরাও। অন্যদিকে কাশ্মীরের পাশে দাঁড়াতে সংসদের স্থায়ী কমিটির বৈঠক পহলগামে করার পরামর্শ দিয়েছেন কংগ্রেস সাংসদ রেণুকা চৌধুরী। হওয়া উচিত।' ট্র্যাভেল এজেন্টস অ্যাসোসিয়েশন অফ কাশ্মীরের সভাপতি রাউফ ট্রাম্বু জানিয়েছেন, পহলগামের পরিস্থিতির অনেকটা উন্নতি হয়েছে ঠিকই, কিন্তু পুরোপুরি ঘুরে দাঁড়াতে সময় লাগবে।

ডোভাল-ওয়াং বৈঠকে সন্ত্রাস দমনের ডাক

বেজিং ও নয়াদিল্লি, ২৪ জুন : গালওয়ান সংঘর্ষের পর দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের উন্নয়নে ভারত ও চিন একাধিক পদক্ষেপ করেছে। সম্পর্ক আরও মসৃণ করতে চায় নয়াদিল্লি ও বেজিং। ২০২০-র সংঘর্ষের পর এই প্রথম চিন সফরে যাচ্ছেন ভারতের প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং। তিনি সাংহাই সম্মেলনে যোগ দিচ্ছেন। সোমবার বেজিং পৌঁছেছেন ভারতের জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা অজিত ডোভাল।

পহলগামের বৈসরণে সন্ত্রাসী হামলার নিন্দা করেছিল চিন। আবার চিনের দেওয়া অস্ত্রেই ভারতের বিরুদ্ধে সংঘাতে নামে পাকিস্তান। চিন থেকে যুদ্ধবিমান কিনেছে ইসলামাবাদ। ভারত-পাক সেই সংঘাতের দেড়মাসের মাথায় চিনে পা রেখেছেন ভারতের জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা। মঙ্গলবার তিনি চিনের বিদেশমন্ত্রী ওয়াং ই-র সঙ্গে বৈঠক করেছেন। তাতে সন্ত্রাস দমনের বার্তা দেওয়া হয়েছে।

অজিত ডোভাল সামগ্রিক শান্তি ও স্থিতিশীলতা বজায় রাখার জন্য সব ধরনের সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের প্রয়োজনীয়তায় জোর দিয়েছেন। সন্ত্রাস মোকাবিলার পাশাপাশি দুই নেতার বৈঠকে ভারত-চিন সম্পর্কের সাম্প্রতিক উন্নয়নের বিষয়টি পর্যালোচিত হয়েছে। তাঁরা দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের সামগ্রিক উন্নয়নকে উৎসাহিত করার প্রয়োজনীয়তায় জোর দিয়েছেন। আলোচনায় উঠে এসেছে দু'দেশের জনগণের বৃহত্তর অংশের সঙ্গে সম্পর্ক গড়ে তোলার বিষয়টিও। এর পাশাপাশি দ্বিপাক্ষিক, আঞ্চলিক বিষয়ের সঙ্গে আন্তর্জাতিক ইস্যুতে ভারত-চিন পারস্পরিক সম্পর্ক নিয়েও আলোচনা করেছেন দুই নেতা।

ডোভাল জানিয়েছেন, চিনা বিদেশমন্ত্রীর আগামী ভারত সফরের জন্য তিনি অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছেন। চিনের সঙ্গে বিশেষ প্রতিনিধি পর্যায়ের (এসআর) ২৪ তম বৈঠক ভারতে হওয়ার কথা। এক্ষেত্রে বৈঠকের জন্য দু'দেশের সুবিধামতো তারিখ নির্ধারিত হবে।

দু'দেশের সম্পর্কের অগ্রগতির কথা উল্লেখ করে ওয়াং জানিয়েছেন, ভারত ও চিনের সভ্যতা বহু প্রাচীন। ঐতিহাসিক প্রজ্ঞা দিয়েই উভয় দেশের উচিত সংবেদনশীল বিষয়গুলি পর্যালোচনা করা, যাতে সীমান্তে শান্তি ও স্থিতিশীলতা বজায় থাকে। এই বৈঠক ঘিরে আশাবাদী দু-পক্ষই।

বৈঠকের পর চিনা বিদেশমন্ত্রীর সঙ্গে হাসিমুখে অজিত ডোভাল। বেজিংয়ে।

১২ রাজ্যে বোমাতঙ্কের বার্তা ধৃত তরুণী

প্রেমে প্রত্যাখ্যান থেকে প্রতিশোধ

চেন্নাই, ২৪ জুন : কোনও তরুণী কোনও পুরুষকে ভয়ংকরভাবে ভালোবেসে তাঁকে জীবনসঙ্গী হিসেবে চাইতে পারেন। তাতে অস্বাভাবিকতা নেই। কিন্তু সেই পুরুষ যদি ওই তরুণীর পরিবর্তে অন্য কোনও নারীকে বিয়ে করেন? কথায় বলে, প্রকৃত ভালোবাসা পাওয়ায় নয়, ত্যাগের মধ্যে। কিন্তু অনেক সময় এই ধরনের ঘটনায় প্রতিহিংসাপরায়ণতাও দেখা যায়।

হ্যাঁ, চেন্নাইয়ের এক বহুজাতিক কোম্পানির সিনিয়ার কনসালট্যান্ট রেনি জোশিলদা প্রতিশোধের রাস্তা নেন। তাঁর পছন্দের পুরুষ গুজরাটের দিভিজ প্রভাকরকে তিনি বিয়ে করতে চেয়েছিলেন। ভালোবেসেছিলেন দিভিজকে।

জোশিলদার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন দিভিজ। তিনি অন্য এক তরুণীকে বিয়ে করেন। তাতে

রেনি জোশিলদা

ক্ষিপ্ত জোশিলদা দিভিজকে ফাঁসাতে ভয়ংকর ছক কষেন। কয়েকটি ভুয়ো অ্যাকাউন্ট খুলে সেই সমস্ত অ্যাকাউন্ট থেকে ১২টি রাজ্যে ইমেল করেছিলেন। তাতে বিস্ফোরণ ঘটানোর হুমকি দেওয়া হয়েছিল।

আহমেদাবাদের নরেন্দ্র মোদি স্টেডিয়াম ও দুটি স্কুলে হুমকিবার্তা পাঠান। বিজে মেডিকেল কলেজেও হুমকিবার্তা পাঠানো হয়। শনিবার পুলিশ চেন্নাই থেকে তাঁকে গ্রেপ্তার করেছে।

আহমেদাবাদের যুগ্ম পুলিশ কমিশনার(অপরাধ দমন শাখা) শরদ সিংঘল জানিয়েছেন, জোশিলদা ভুয়ো নাম ব্যবহার করে বেশ কয়েকটি অ্যাকাউন্ট খুলেছিলেন। তার মধ্যে কয়েকটি অ্যাকাউন্ট দিভিজ প্রভাকরের নামে ছিল। দিভিজ তাঁকে বিয়ে না করায় ক্রুদ্ধ জোশিলদা তাঁকে ফাঁসাতে বদ্ধপরিকর হন।

তিনি ভুয়ো ইমেল আইডি করে ডার্ক ওয়েব ব্যবহার করেছেন। তরুণী অত্যন্ত বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে খেলেছেন।

সিংঘল বলেছেন, 'অনেকদিন থেকে তাঁকে আমরা অনুসরণ করেছি। একটা ছোট্ট ভুল করায় আমরা জোশিলদাকে ধরে ফেলেছি।' জোশিলদা কী ভুল করেছিল তা অবশ্য উল্লেখ করেননি সিংঘল।

চেন্নাই থেকে ইঞ্জিনিয়ারিং পাশ করে রোবটিক্সের ওপরও একটি কোর্স করেছিলেন জোশিলদা। পুলিশ অফিসার জানিয়েছেন, মেয়েটি দিভিজকে নিয়ে জীবন গড়ার স্বপ্ন দেখেছিলেন। তা চুরমার হওয়া তিনি মানতে পারছিলেন না।

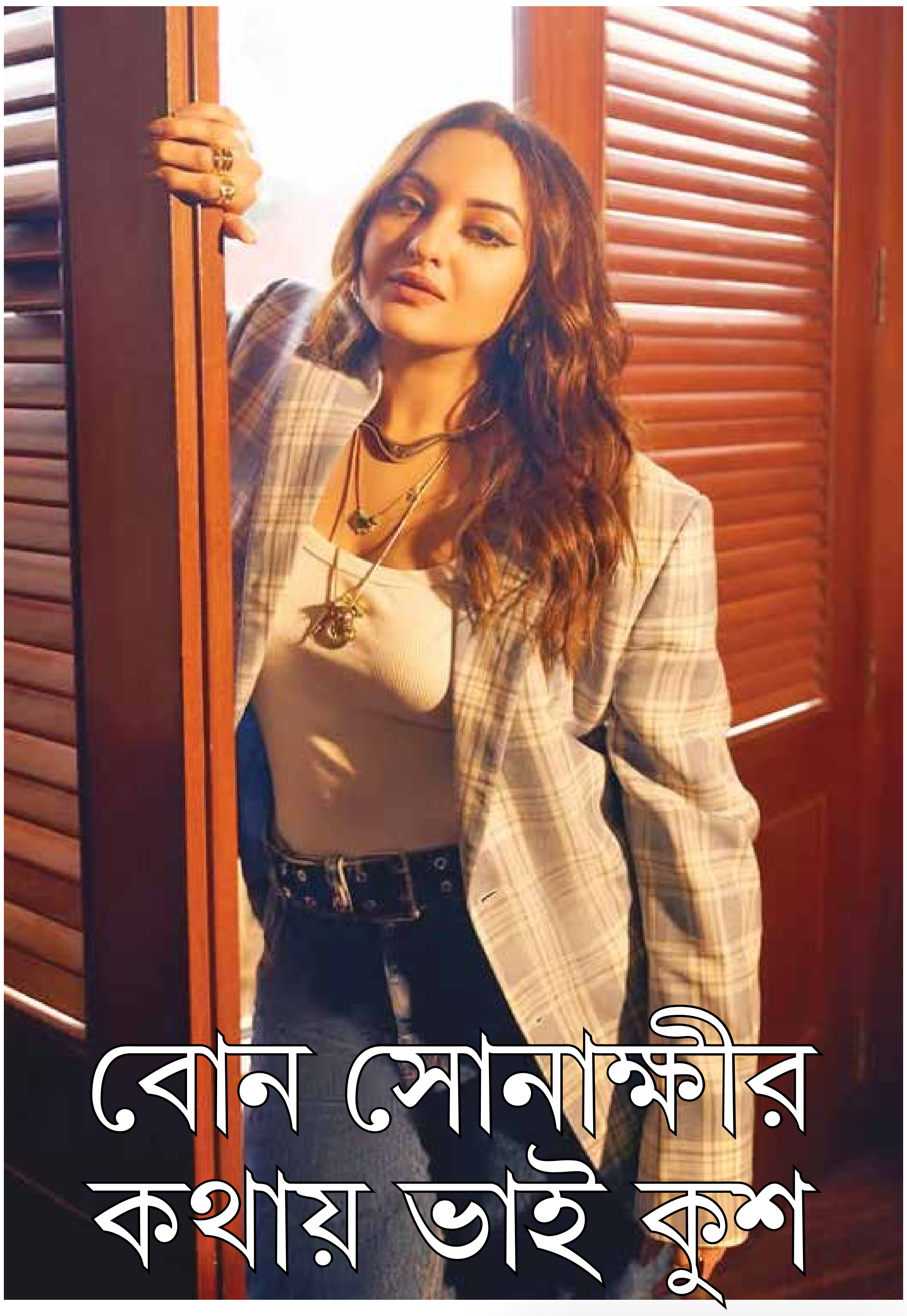

বোন সোনাক্ষীর কথায় ভাই কুশ

সোনাক্ষী সিনহার আগামী ছবি 'নিকিতা রায়'। পরিচালক কুশ এস সিনহা। ইনি সোনাক্ষীর দাদা। এটি তাঁর পরিচালিত প্রথম ছবি। জাহির ইকবালকে বিয়ে করার পর থেকে সোনাক্ষীর দুই দাদা লব ও কুশের সঙ্গে বোনের সম্পর্কটা একটু শীতল। এই বিয়ে তাঁরা মানতে পারেননি, বিয়েতে নাকি যাননি। জাহির মুসলমান, তাই বিয়েতে তাঁদের আপত্তি ছিল—এসব কথা মিডিয়ায় অনেকবার লেখা হয়েছে। এখন কুশের পরিচালনায় সোনাক্ষী ছবি করেছেন, সেখানে ভাই-বোনের সম্পর্কের মধ্যে প্রতিযোগিতা বা টেনশন কতটা ছিল, তাই নিয়ে বেশ প্রশ্ন উঠছে। এবার সে প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন কুশ। তাঁর কথায়, 'সেটে সোনাক্ষী একজন অভিনেত্রী, তাঁকে তাঁর প্রাপ্য সম্মান দিয়ে কাজ করেছি। আত্মীয় হোক না হোক, সব অভিনেতাকেই এটা দেওয়া উচিত। সোনাক্ষীকে এই চরিত্রে নির্বাচন করা প্রসঙ্গে কুশ বলেন, 'সোনাক্ষী সিনহাকে জানি, তিনি কত ভালো অভিনেত্রী তা জানি, তাহলে তাঁকে কাস্ট করব না? সঠিক চরিত্রে সঠিক অভিনেতাকে কাস্ট করা দরকার। নিকিতা রায় চরিত্রে সোনাক্ষী অসাধারণ অভিনয় করেছেন।' এক সাক্ষাৎকারে সোনাক্ষী বলেছেন, 'আমি পরিবারে সবথেকে ছোটো, সবার আদরের, এর জন্য দাদারা আমাকে হিংসা করতেই পারে।' ভাই-বোনের মধ্যে 'প্রতিযোগিতা'-র কথা তখনই ওঠে। এছাড়া জাহিরের সঙ্গে তাঁর বিয়ে নিয়েও লব-কুশের সমস্যা ছিল তবে কুশ বলেছেন 'বিয়েতে আমি ছিলাম, যাঁরা এই গল্প রটাচ্ছে, তাঁদের সত্যটা যাচাই করে নেওয়া উচিত ছিল।' নিকিতা রায় প্রসঙ্গে বলা যায়, এই সুপারন্যাচারাল থ্রিলারে সোনাক্ষী ছাড়া আছেন অর্জুন রামপাল, পরেশ রাওয়াল প্রমুখ। ২৭ জুন সিনেমাহলে ছবি মুক্তি পাবে।

শ্রাবন্তীর অভিনব পদক্ষেপ

শ্রাবন্তী এবার নতুন ভূমিকায়। তিনি এবার পরিবেশক। তা কোন ছবি পরিবেশনা করবেন তিনি? ছবিটির নাম 'দাঁতের লড়াই'। একেবারে গ্রাম্য পটভূমিকায় গল্প।এই ছবির গল্প ও চিত্রনাট্য রচনা করেছেন পরিচালক বিপ্লব কোয়াল। বুবাই হালদার ক্যামেরা ও সম্পাদনার দায়িত্বে।

গল্পের মুখ্য চরিত্রে 'খুকু' নামের এক দরিদ্র মেয়ে। যার প্রিয় ক্যান্ডির নাম 'দাঁতের লড়াই'। সেই থেকেই ছবির নাম। এই সামান্য লজেন্সকে ঘিরে 'খুকু'র জীবনের বড় টানাপোড়েনের গল্প উঠে আসবে ছবিতে।

ছবির মূল চরিত্র অর্থাৎ 'খুকু'র ভূমিকায় শিশুশিল্পী আকাঙ্ক্ষা সেনগুপ্ত। তার বাবা 'দানু'র চরিত্রে অভিলাষ চক্রবর্তী ও মা চরিত্রে স্বস্তিকা দাস। অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রে পার্থ ঘটক, চৈতালি জানা, বাবলু বন্দ্যোপাধ্যায়।

ছবি প্রসঙ্গে শ্রাবন্তী বলেন, 'দাঁতের লড়াই এক হৃদয়স্পর্শী ছবি। পরিচালক বিপ্লব কোয়াল ও তাঁর টিম যখন এই সিনেমাটি প্রেজেন্ট করার প্রস্তাব দেন, তখন আমি আগ্রহ নিয়ে ছবিটি দেখি। দেখার পর মনে হয়, এটা একটা সুন্দর ও মননশীল কাজ, যা মানুষের মন ছুঁয়ে যাবে। তাই আমি সিদ্ধান্ত নিই এই ছবির সঙ্গে যুক্ত হওয়ার। এই প্রথম পরিবেশক হিসেবে কাজ করছি, তাই এক নতুন অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে যাচ্ছি। বাংলা সিনেমার প্রতি আমার ভালোবাসা থেকেই এই দায়িত্ব গ্রহণ করেছি।'

দিলজিতকে নিষিদ্ধ করতে প্রধানমন্ত্রীর কাছে চিঠি

দিলজিৎ সিং অভিনীত সর্দার জি ৩ ছবি নিয়ে এবার সরাসরি প্রধানমন্ত্রীর কাছে গেল ফোডারেশন অফ ওয়েস্টার্ন ইন্ডিয়া সিনে এমপ্লয়িজ। সংস্থা অনেকদিন ধরে এই ছবি ও দিলজিতের বিরুদ্ধে নিন্দা করছে কারণ ছবিতে পাকিস্তানী অভিনেত্রী হানিয়া আমির আছেন। পহলগামের ঘটনার পরও দিলজিৎ তাঁর সঙ্গে কাজ করেছেন বলেই এই নিন্দা। যদিও নির্মাতারা বলেছেন, এই ঘটনার আগেই শুটিং সম্পূর্ণ হয়ে গিয়েছিল। এবার প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে চিঠি দিয়ে সংস্থা দাবি করেছে দিলজিৎ ও ছবির অন্য কলাকুশলীদের বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা নিতে হবে। সংস্থা বলেছে, 'দিলজিৎ ও অন্যরা ভারতীয় নাগরিক হওয়ার সুবিধা নিচ্ছেন। আমাদের দেশের সৈন্যবাহিনীকে নিয়ে রসিকতা করেছেন হানিয়া, জঙ্গিদের সম্মান দিয়েছেন। তাঁকে ভারতের ছবিতে নেওয়া সংবেদনশীল সিদ্ধান্ত নয়।'

প্রধানমন্ত্রীর কাছে সংস্থার দাবি দিলজিৎ ও ছবির প্রযোজক-পরিচালকদের পাসপোর্ট বাতিল হোক, তাঁরা যেন ভারতীয় নাগরিক হিসেবে কোনও সুবিধা না পান।

একনজরে সেরা ৫

মা-নিকিতা

২৭ জুন মুক্তি পাচ্ছে কাজল অভিনীত মাইথোলজিক্যাল থ্রিলার মা ও সোনাক্ষী সিনহা অভিনীত সুপারন্যাচারাল থ্রিলার নিকিতা রায়। দুটি ছবির বক্স অফিসে প্রতিযোগিতার কথায় সোনাক্ষী বলেছেন, একই দিনে দুটি নারীকেন্দ্রিক ছবি আসছে, স্বাস্থ্যকর প্রতিযোগিতা খুবই ভালো। সবার জন্যই যুদ্ধের মাঠ আছে। দুটি ছবিকেই তিনি শুভেচ্ছা জানিয়েছেন।

অবতার আর গোবিন্দা

জেমস ক্যামেরনের ছবি অবতার-এ গোবিন্দার অভিনয়ের প্রস্তাব পাওয়া প্রসঙ্গে গোবিন্দার স্ত্রী সুনীতা বলেছেন, '৪০ বছর গোবিন্দার সঙ্গে আছি, এরকম কবে হল জানি না তো। আমি মিথ্যে বলি না, মিথ্যের সঙ্গেও থাকি না।' প্রসঙ্গত, মুকেশ খান্নার সঙ্গে এক সাক্ষাৎকারে গোবিন্দা দাবি করেছিলেন অবতার-এ অভিনয়ের কথা।

মুম্বইয়ে একতা

টলিউডের পোস্টার কুইন একতা ভট্টাচার্য এবার গেলেন বলিউডে। সোনাক্ষী সিনহা অভিনীত নিকিতা রায় ছবির পোস্টার ডিজাইন তাঁরই। আরো কয়েকটি হিন্দি ছবির কাজ করেছেন, সেগুলি মুক্তি প্রতীক্ষিত। একতার বাবা প্রভাত রায় উচ্ছ্বসিত মেয়ের সাফল্যে। বলেছেন, জানতাম ও পারবে। ও কাজ জানে। অনেক দূর যাবে।

প্রচারে বাদ

জিও হটস্টারের আগামী সিরিজ মিস্ট্রি-র প্রচার থেকে প্রধান অভিনেতা রাম কাপুরকে বাদ দিয়েছে নির্মাতারা ও জিও। এর আগে প্রচারে গিয়ে ক্লান্ত রাম বলেছিলেন, নিজেকে গণধর্ষিত মনে হচ্ছে। এছাড়াও তাঁর নানা যৌনগন্ধী মন্তব্যে অস্বস্তিতে পড়েন তাঁরা। রাম অবশ্য এই নিয়ে কোনও মন্তব্য করেননি।

নতুন ধারাবাহিক

স্টার জলসায় ৭ জুলাই শুরু হবে ধারাবাহিক রাজরাজেশ্বরী রানি ভবানী। নামভূমিকায় রাজনন্দিনী পাল। এতে ভবানীর জীবন, তারাপীঠ সংস্কার, মন্দির নির্মাণ, বর্গীদের হাত থেকে বাংলাকে রক্ষা—ইত্যাদি দেখা যাবে। সাড়ে আটটার স্লটে এটি আসবে, ফলে উষসী রায়ের গৃহপ্রবেশ-এর প্রদর্শনের সময় বদলে কি হবে, জানা যায়নি।

নতুন শহরে পুরানো বন্ধুর সঙ্গেই নতুন সম্পর্ক?

মুম্বইয়ে গিয়ে নতুন করে নিজের বন্ধুকে চিনতে পারলেন বাংলার মিশমি। বুঝলেন যে, সুজন শুধু বন্ধু নন, বোধহয় আরও অনেক কিছু।

মিশমি দাস। 'কোন গোপনে মন ভেসেছে' ধারাবাহিকের কাজ করতে করতে মুম্বই চলে যান। সেখানে হিন্দি ধারাবাহিক 'রুপু'তে কাজ শুরু করেন। এটাই তাঁর মুম্বইয়ের প্রথম প্রোজেক্ট। কিন্তু নতুন শহর, নতুন কাজ। সবকিছুই যেখানে নতুন, সেখানে পুরনো বলতে একমাত্র সুজন দাশগুপ্ত। সঙ্গীতশিল্পী। মিশমির অনেক দিনের বন্ধু। তবে মুম্বইয়ে গিয়ে অবশ্য বন্ধুত্বটা আরও কয়েক ধাপ এগিয়ে গেছে। তাঁর সাম্প্রতিক পোস্ট থেকে সে কথাই মনে হচ্ছে। মিশমি স্পষ্ট লিখেছেন যে, সমস্ত যেখানে নতুন, সেখানে মানিয়ে নিতে নিতে একাকীত্বটাও খুব স্বাভাবিক। শান্ত সুরের মতো সেই একাকীত্ব সরিয়ে দিচ্ছেন সুজন। আগলে রাখছেন তাঁকে। মিশমির এই পোস্ট থেকে সকলের মনে হচ্ছে যে, তিনি প্রেমে পড়েছেন। যদিও মিশমি এর বেশি আর কিছু বলেননি। এর আগে অবশ্য রণজয় বিষ্ণুর সঙ্গে তাঁর নাম জড়ালেও উড়িয়ে দিয়েছিলেন মিশমি। যদিও সৌরভ আর দর্শনার বিয়েতে রণজয়ের সঙ্গেই এসেছিলেম মিশমি। তবে অভিনেত্রী জানিয়েছিলেন যে, সত্যিই কারও সঙ্গে সম্পর্ক তৈরি হলে সে কথা সবাইকে জানাবেন। তাই কি এই পোস্ট? জল্পনা শুরু হয়েছে টালিগঞ্জে।

ট্রেলারে অক্ষরধাম

২০২২-এর গুজরাটের অক্ষরধাম মন্দির হামলার ওপর নির্মিত ছবি অক্ষরধাময়য়: অপারেশন বজ্রশক্তির ট্রেলার প্রকাশ্যে এল। ঘটনার ভয়বহতা এবং এর পরের প্রতি আক্রমণ দেখানোর ক্ষেত্রে কিছু কাল্পনিক ঘটনার সাহায্য নেওয়া হয়েছে ছবিতে। ছবির নায়ক অক্ষয় খান্না, তিনি হয়েছেন এনএসজি অফিসার মেজর হানিত সিং। ২০২৫ সালের ৪ জুলাই ছবির মুক্তির কথা আছে। পরিচালক কেন ঘোষ। ট্রেলার শুরু হয় অক্ষয় খান্নাকে দিয়েই। তিনি টেলিফোন মারফত শোনেন এক সন্ত্রাসীর হুমকি—তারপর গুলিবৃষ্টি, গোলমাল, সেনাদের তৎপরতা । অক্ষয়ের অভিনয় নিয়ে নেটমহল প্রশংসা করলেও ছবির বিষয়বস্তুর সমালোচনা হয়েছে কারণ এই বিষয়ে অজস্র ছবি, সিরিজ হয়েছে, ফলে দর্শক এখন এই বিষয়ে আর ছবি দেখতে চায় না—তেমনই জানিয়েছেন তারা। ছবিতে অক্ষয় ছাড়া আছেন সমীর সোনি, গৌতম রোড, অক্ষয় ওবেরয়, প্রমুখ।

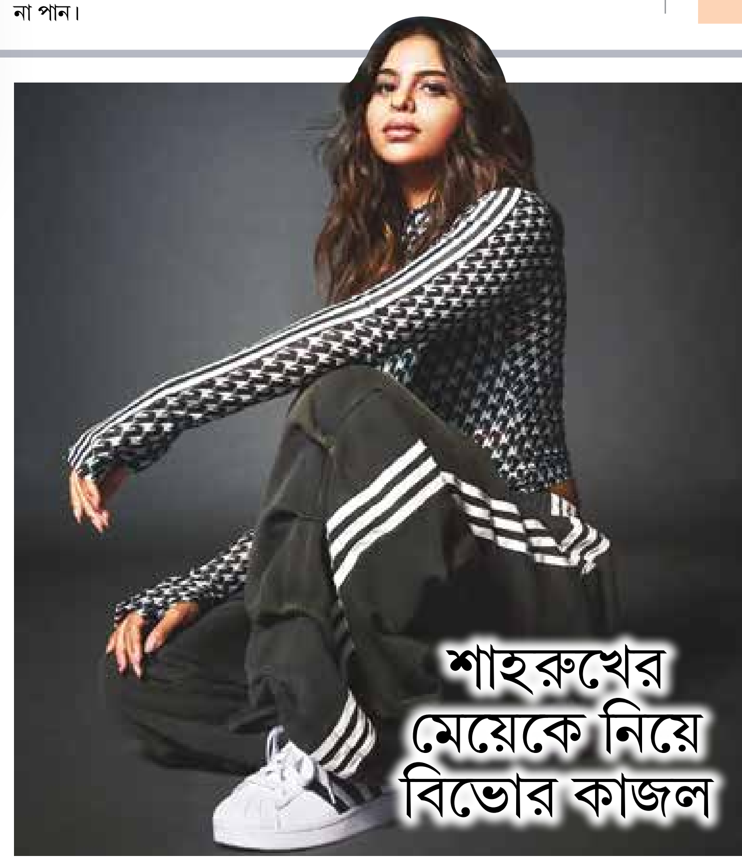

শাহরুখের মেয়েকে নিয়ে বিভোর কাজল

কভি খুশি কভি গম-এর সেট। আর সেই সেটে একেবারে সদ্যোজাত সুজানা খানকে নিয়ে এসেছিলেন শাহরুখ। এ কথা কাজলের আজও বেশ মনে আছে। মাত্র এক ঘণ্টার জন্য মেয়েকে এনেছিলেন তিনি। ছোট্ট সুহানাকে দেখে কাজল একেবারে অবাক হয়ে গেছিলেন। মেয়েটা এত মিষ্টি, এত সুন্দর যে, কাজল আর চোখ ফেরাতে পারেননি।

সম্প্রতি একটা অনুষ্ঠানে সুহানার সঙ্গে দেখা হয়েছিল তাঁর। সুহানা একটা সোনালি শাড়ি পরেছিলেন। সেখানে শাহরুখের মেয়েকে দেখেও কাজলের সেই ছোট্ট মেয়েটাকে মনে পড়ছিল। 'মা'-এর প্রচারে বেরিয়ে শাহরুখের মেয়ের কথা বলতে বলতে নস্টালজিক হয়ে পড়েন কাজল। তাঁর মেহেন্দি অনুষ্ঠানে গৌরী খানকে নিয়ে এসেছিলেন শাহরুখ। আরিয়ান তখন ছোট। সুহানা কোলে। সে ছবিটাও কাজলের চোখে লেগে আছে। কে জানে, শাহরুখের ছেলেমেয়েকে দেখলে কাজলের মনে বোধহয় মাতৃত্বই জেগে ওঠে। তাই 'মা' ছবির কাজে তাদের কথাই মনে পড়ছে বারবার।

মাথার অর্ধেক টাক, রণদীপের নতুন লুক

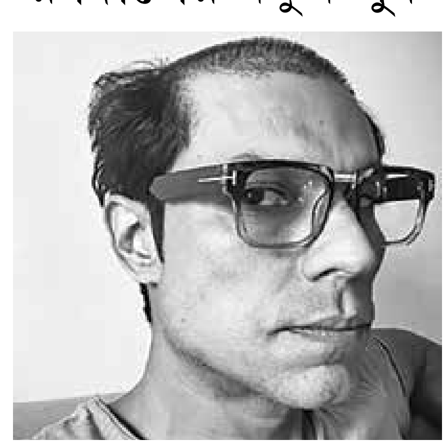

রণদীপ হুড়া সোশ্যাল মিডিয়ায় তাঁর নতুন 'লুক' শেয়ার করেছেন। ছবিটা ধূষর। তাঁর চোখে চওড়া ফ্রেমের চশমা, মাথার অর্ধেক টাক। এর সঙ্গে তিনি ক্যাপশন করেছেন, চা আজ সকালের পানীয়, কফি এখানে চলে না। স্বাভাবিকভাবেই নেটমহল কৌতূহলী তাঁর ছবি দেখে। সূত্রের খবর, এটি রণদীপের আগামী ছবিতে তাঁর চরিত্রের লুক। তিনি সব সময়েই দর্শককে তাঁর অভিনীত চরিত্র, তাঁর অভিনয়, তাঁর লুক দিয়ে বিস্মিত ও মুগ্ধ করেছেন, এটাও তেমনই কিছু হতে চলেছে। তাঁকে শেষ দেখা গিয়েছিল সানি দেওলের বিপরীতে, জাট ছবিতে। তিনি ছিলেন ভিলেন। তাঁর আগামী ছবি ম্যাচবক্স। এই আমেরিকান অ্যাকশন অ্যাডভেঞ্চার কমেডির পরিচালক স্যাম হারগ্রেভ।

রাষ্ট্রপতির সঙ্গে আমির

অলিম্পিক চ্যাম্পিয়নদের জন্য বিশেষ প্রদর্শনী হল 'সিতারে জমিন পর'-এর। এর জন্য মঙ্গলবার আমির খান দিল্লিতে গিয়েছেন এবং সেখানে রাষ্ট্রপতি ভবনে রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। মঙ্গলবার ভারতের রাষ্ট্রপতির অফিশিয়াল এক্স হ্যান্ডলে রাষ্ট্রপতি মুর্মুর সঙ্গে আমির খানের ছবি শেয়ার করা হয়েছে। ক্যাপশন করা হয়েছে, 'বিশিষ্ট অভিনেতা আমির খান রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুর সঙ্গে দেখা করেছেন রাষ্টপতি ভবনে।' এই ছবি ২০ জুন মুক্তি পেয়েছে। ছবিতে ১০ জন বিশেষ মানুষকে দেখা গিয়েছে যারা স্নায়ুরোগে আক্রান্ত হয়েছিল। তারা সাধারণ মানুষের মতো নয়। তাদের নিয়েই বাস্কেটবল টিম তৈরি করেন কোচ আমির এবং জেতেন।

KOSMODEN Dental Clinic
West Bengal 1st QCI Accredited Dental Clinic
Implants and Braces Center
On Panel with Various Govt. Schemes & Dept.
Shivmandir, Opp. Narasingha School, Siliguri
CONTACT : 7076790267

পড়ছে গাছ, জমছে জল এক রাতেই টালমাটাল

খুঁড়তে গিয়ে গোড়ায় কোপ, আলগা মাটি

রাহুল মজুমদার

শিলিগুড়ি, ২৪ জুন : উন্নয়নের ধাক্কায় টালমাটাল পরিবেশের ভারসাম্য। গত তিন মাসে শিলিগুড়ি শহরে ছয়টি বড় গাছ উপড়ে পড়েছে। অভিযোগ, এর জন্য দায়ী শহরজুড়ে ব্যাপকহারে নির্মাণকাজ। একের পর এক বহুতলের মাথা তুলে দাঁড়ানো, ভূগর্ভস্থ কেবল পাতা থেকে জলের পাইপলাইন বসানো- শহরজুড়ে যথেচ্ছ খোঁড়াখুঁড়ি চলছে। বিশেষজ্ঞদের দাবি, সে কারণেই আলগা হচ্ছে মাটি। এরপর বৃষ্টি, ঝড়, বা ধাক্কা লাগলেই গোড়া থেকে উপড়ে পড়ছে গাছ। সোমবার রাতের বৃষ্টিতেও হিলকার্ট রোডের ওপর একটি বড় গাছ পড়ে যায়।

উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডের অজুহাতে বৃক্ষচ্ছেদনের ধুম এবং পরবর্তীতে প্রয়োজনীয় গাছ না লাগানোর অভিযোগ তুলে সরব হয়েছে বিজেপি। মঙ্গলবার সকালে হিলকার্ট রোডে সংশ্লিষ্ট এলাকায় যান শিলিগুড়ি পুরনিগমের বিরোধী দলনেতা অমিত জৈন। কমিটি গঠন করে কেবল পাতার দায়িত্বপ্রাপ্ত সংস্থার বিরুদ্ধে পদক্ষেপের দাবি তোলেন। তাঁর বক্তব্য, 'এভাবে এত বছরের পুরোনো গাছ পড়ে যেতে পারে না। কাজ করতে গিয়ে বারবার মাটি খোঁড়া হচ্ছে, তারপর বুজিয়ে ক'দিন পর ফের খোঁড়া হচ্ছে। কোপ পড়ছে শিকড়ে। এভাবেই তো আলগা হয় গোড়া। পুরনিগমের তরফে কোনওরকম নজরদারি নেই।'

শিলিগুড়ির ডেপুটি মেয়র রঞ্জন সরকারের অবশ্য দাবি, 'সব জায়গায় রাজনীতি করা উচিত নয়। উন্নয়নেও রাজনীতি। যে গাছ উপড়ে পড়ছে, তা আমরা ফের লাগিয়ে দিই।'

বর্ধমান, স্টেশন ফিডার ও সেবক রোড চওড়া করতে বেশ কয়েকটি গাছ কাটা পড়েছিল। পাশাপাশি কিছু গাছ তুলে স্থানান্তরিত করা হয় মহানন্দার চরে। ওই কাজ শেষ না হতেই শুরু হয় ভূগর্ভস্থ কেবল পাতার কাজ। ফের শুরু হয় খোঁড়াখুঁড়ি। কিছু জায়গায় আবার দ্বিতীয় জলপ্রকল্পে জলের পাইপলাইন বসানোর জন্য খোঁড়াখুঁড়ি হচ্ছে। তাতে রাস্তার ধারে থাকা গাছের গোঁড়ার মাটি আলগা হতে শুরু করেছে। চলতি মাসের তিন তারিখ শক্তিগড়ে বর্ধমান রোডের পাশে একটি লরি পার্ক করতে গিয়ে গাছে ধাক্কা লাগে। সঙ্গে সঙ্গে গাছটি উপড়ে পড়ে। সেবক রোডে গত দু'মাসে পরপর দুটি গাছ পড়েছে। একটি পড়েছিল চলন্ত স্কুটারের ওপর। বরাত জোরে বাঁচেন মহিলা চালক। গত মাসে বিধান রোড অটোস্ট্যান্ডের কাছে একটি গাছ পড়ে গিয়েছিল। গত সপ্তাহে হাসমি চকে মধ্যরাতে একটি বড় গাছ উপড়ে পড়ে হনুমান মন্দির ভেঙে যায়।

তবে কি কাজ করা যাবে না? তা একেবারেই নয়। পরিবেশ রক্ষা

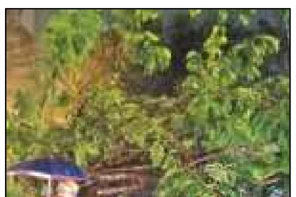

আর উন্নয়ন, দুটোই চলতে পারে সমান্তরালভাবে। পদ্মশ্রী প্রাপক পরিবেশ বিজ্ঞানী একলব্য শর্মার ব্যাখ্যায়, 'বড় বড় শহরে টাউন প্ল্যানার, ইকোলজিস্ট থাকেন। উন্নয়নমূলক কাজের ক্ষেত্রে তাঁদের পরামর্শ নিয়ে মাস্টার প্ল্যান তৈরি হয়। তাঁরাই ঠিক করে দেন, কোনও গাছ থেকে কত ফুট দূরত্ব রেখে মাটি খোঁড়া উচিত। কীভাবে কাজ করলে পরিবেশে প্রভাব পড়ে না। আমাদের শিলিগুড়িতে সেসব পদাধিকারী নেই। আর যদি এখানে মাস্টার প্ল্যান তৈরি হয়েও থাকে, তবে দেখতে হবে এজেন্সি সেটা মেনে কাজ করছে কি না। এজন্য নজরদারি প্রয়োজন।'

পরপর এমন ঘটনায় উদ্বিগ্ন পরিবেশপ্রেমীরা। ন্যাফের কোঅর্ডিনেটর অনিমেষ বসুর কথায়, 'আন্ডার গ্রাউন্ড কেবলিংয়ের জন্য খোঁড়াখুঁড়িতে মাটি নরম হচ্ছে এবং গাছের শিকড়ে আঘাত লাগছে। তাই গাছগুলো পড়ছে। প্রশাসনের উচিত দ্রুত পরিস্থিতির ওপর নজর দেওয়া।'

স্কুলবাড়িতে ভেজা ভেজা পায়ে

তা-থই তা-থই বরষা...

বৃষ্টির জমা জল পেরিয়ে নেহরু প্রাথমিক স্কুলের ভিতরে ঢুকল একদল খুদে। কিন্তু এভাবে কি আর ক্লাস নেওয়া যায়? এদিকে, চালে ফুটো। সেখান দিয়ে টুপটাপ বৃষ্টির জল পড়েই চলেছে। অগত্যা টিচার্স রুমে বসে চলল লেখাপড়া। এক রাতের বৃষ্টিতে বেহাল অবস্থা শিলিগুড়ির একাধিক বিদ্যালয়ের। যা সরকারি শিক্ষাব্যবস্থার পরিকাঠামোকে বেআব্রু করে দিয়েছে। বেসরকারি শিক্ষাব্যবস্থার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে টিকে থাকতে হলে পরিকাঠামোয় নজর দিতে হবে, সে কথা কারও অজানা নয়। স্কুল কর্তৃপক্ষকে নিজের প্রয়োজনের কথা জানিয়ে যেমন দরবার করতে হবে শিক্ষা দপ্তরের কাছে, তেমন দপ্তরের কর্তাদেরও খোঁজ রাখতে হবে কোথায় কী খামতি রয়েছে। স্কুল প্রাঙ্গণে জমা জলে বিপদ দেখছেন অভিভাবকরা। ঘুরে দেখলেন **তমালিকা দে**

খালপাড়ায় নেহরু প্রাথমিক বিদ্যালয়ে জলমগ্ন শ্রেণিকক্ষ।

নেহরু প্রাথমিক বিদ্যালয়

সোমবার রাতে ভারী বৃষ্টির কারণে মঙ্গলবার স্কুলে স্কুলে উপস্থিতির হার অন্যদিনের তুলনায় কম ছিল। নেহরু প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ৪০ জন পড়ুয়ার মধ্যে উপস্থিত ছিল মাত্র পাঁচজন। কিন্তু যারা স্কুলে এল, তারাও ঠিকমতো ক্লাস করতে পারল না। পুরনিগমের ৮ নম্বর ওয়ার্ডের স্কুলটির পরিকাঠামো এমনিতেই বেহাল। ভাড়াবাড়িতে দুটো ঘর আর একটি বারান্দা নিয়ে চলছে বিদ্যালয়। বাইরে থেকে দেখলে কেউ ধারণাই করতে পারবেন না, ওটা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান। বৃষ্টিতে ভিজতে ভিজতে গায়ে শ্যাওলা জন্মেছে। টিনের চালার ভগ্নদশা। এদিন ভেতরে ঢুকতেই চোখে পড়ল, মেঝেতে জল জমে। একটির ওপর আরেকটি টেবিল তোলা হয়েছে।

এভাবে তো আর ক্লাস করানো সম্ভব নয়। বাধ্য হয়ে তাই শিক্ষকদের ঘরে বসে পড়াশোনা করল খুদেরা। মিড-ডে মিলও খেল সেখানে। স্কুলের এমন অবস্থার কারণেই পড়ুয়া সংখ্যা তলানিতে ঠেকেছে। যারা রয়েছে এখনও, বৃষ্টির দিনে তাদের বেশিরভাগকে পাঠাতে চান না অভিভাবকরা। এদিন ছেলেকে নিতে এসে নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক একজন বললেন, 'জমা জলে দাঁড়িয়ে থাকলে বা চাল চুঁইয়ে শরীরে জল পড়লে তো জ্বর আসতে পারে। তাছাড়া পোকামাকড় আসতে পারে।' সমস্যা যে ভীষণরকম, তা মানছেন শিক্ষকরাও। প্রধান শিক্ষক বিনোদকুমার ছেত্রী জানালেন, পরিকাঠামো উন্নয়নের জন্য জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শকের কাছে আবেদন করা হয়েছে। এই জায়গাটি ভাড়ায় নেওয়া, সেজন্য কিছু জটিলতা রয়েছে। তবে জেলা প্রাথমিক বিদ্যালয় সংসদ থেকে দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস পেয়েছি।

প্রশাসন কী বলছে

কোন স্কুলে কী অসুবিধা রয়েছে, সেদিকে নজর রেখে কাজ করা হচ্ছে- দাবি পুরনিগমের শিক্ষা বিভাগের মেয়র পারিষদ শোভা সুব্বার। শিলিগুড়ি শিক্ষা জেলার প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংসদের চেয়ারম্যান দিলীপকুমার রায়ের আশ্বাস, 'একাধিক স্কুল নীচু জমিতে তৈরি হওয়ায় বৃষ্টিতে জল জমে যায় সহজে। সমস্যায় পড়তে হয়। তবে আমরা খেয়াল রাখছি, যেন সেই সমস্ত স্কুলে ক্লাস করাতে কোনওরকম অসুবিধা না হয়।'

একতিয়াশাল তিলেশ্বরী অধিকারী হাইস্কুল

স্কুলে এদিন কর্মশালা ছিল। প্যান্ট খানিকটা তুলে দলবেঁধে মাঠ পেরিয়ে আসছিল পড়ুয়ারা। ভবনের সামনেটা জলকাদায় মাখামাখি। কিছুক্ষণ পর ক্লাসরুম থেকে বেরিয়ে হাঁটতে গিয়ে পা পিছলে ধপাস করে পড়ে গেল এক খুদে। তাকে দেখে বাকিরা হেসে লুটোপুটি। এদিকে, ওই পড়ুয়ার জামা-প্যান্ট ভিজে একাকার অবস্থা। সে উঠে একহাত দিয়ে প্যান্ট মুছতে মুছতে চলে গেল ক্লাসরুমের ভেতরে।

স্কুলের সামনে বড় একটি খেলার মাঠ রয়েছে। একঝলক দেখলে মনে হবে যেন জলাশয়। সামান্য বৃষ্টিতেই সেখানে জল জমে। কেউ জুতো হাতে, কেউ আবার প্যান্ট গুটিয়ে আস্তে আস্তে হেঁটে পার হয় মাঠ। একতিয়াশাল তিলেশ্বরী অধিকারী হাইস্কুলে প্রায় আটশোর কাছাকাছি পড়ুয়া রয়েছে। পাশেই প্রাথমিক বিদ্যালয়। উপস্থিতি হার অনেকটা কম ছিল এদিন। ইউনিফর্ম ভিজে গিয়েছে একাংশের।

পড়ুয়ারা জানাল, বর্ষাকালে স্কুল ভবনের সামনের জায়গাটি পিচ্ছিল হয়ে যায়। স্কুলে ঢুকতে গিয়ে অনেকেই পড়ে যায়। প্রধান শিক্ষক পার্থ দত্তর কথায়, 'নিকাশি ব্যবস্থা নেই তার জন্যই জল সহজে নামে না। শৌচালয়, মিড-ডে মিল রান্নাঘর থেকে বেরোনো জল ঢুকে পড়ে বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে। বিপাকে পড়ে শিক্ষক-পড়ুয়ারা। স্থানীয় প্রশাসনকে সবটা জানানো হয়েছে। এখনও কোনও ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি।'

নবগ্রাম প্রাথমিক স্কুল

স্কুল প্রাঙ্গণে হালকা বৃষ্টিতেই জল জমে যায়। এদিন শিক্ষকরা দাঁড়িয়ে থেকে পড়ুয়াদের স্কুলে ঢোকাচ্ছিলেন। কেউ বৃষ্টিতে ভিজে গিয়েছে কি না, তাও দেখা হল। ভেজা গায়ে থাকলে জ্বর আসতে পারে, তাই এমন সতর্কতা। তারপর শুরু হল ক্লাস। প্রধান শিক্ষক হিরন্ময় হাজরার বক্তব্য, 'ভারী বৃষ্টি হলে ক্লাসরুমেও জল ঢোকে। তখন সমস্যা বাড়ে। এই কারণে বেশিরভাগ অভিভাবক বৃষ্টির দিনে পড়ুয়াদের স্কুলে পাঠাতে চান না।' তবে এদিন বেলা বাড়তেই জল শুকিয়ে যাওয়ায় স্বস্তি পান শিক্ষকরা।

শান্তিনগর বাজারের মাঝে বালি-পাথরের স্তূপ। জমেছে জলকাদা।

পথের কাঁটা জলকাদা, দোসর নির্মাণসামগ্রী

নাগরিক সমস্যা

প্রিয়দর্শিনী বিশ্বাস

শিলিগুড়ি, ২৪ জুন : বৌবাজারের শান্তিনগর বাজার সদা ব্যস্ত এলাকা। মঙ্গলবার সকালে সেখানে সবজি কিনতে গিয়েছিলেন সৌরভ সরকার। প্যান্ট গোটানো, এক হাতে বাজারের ব্যাগ। মুখে বিরক্তি ভাব। না, শেষঅবধি কাদা বাঁচিয়ে চলা গেল না। চটি আটকে যেতেই 'ধুর!' বলে সরে গেলেন একপাশে। একেতেই কাঁচা রাস্তা। সেখানে আবার স্তূপাকারে মজুত করা হয়েছে নির্মাণসামগ্রী। সোমবার রাতের বৃষ্টিতে জলকাদা জমেছে সেই পথে।

সৌরভের মতো বাকি ক্রেতারাও বিরক্ত। বিক্রেতাদের অভিযোগ, বাজারের এমন পরিস্থিতির কারণে খদ্দের আসা কমে গিয়েছে। অথচ জনতার দুর্ভোগের খবর নেই খোদ স্থানীয় জনপ্রতিনিধির কাছে। পঞ্চায়েত সদস্য মিঠু সরকারের দাবি, 'আমি কিছুই জানতাম না। পঞ্চায়েত এলাকার কোনও কাজের বালি-পাথর রাখা হয়নি সেখানে। কাছেই পুরনিগমের কাজ চলছে, তারা হয়তো রেখেছে। আমি বিষয়টি দেখছি।'

বাজারের পাশে ৩৬ নম্বর ওয়ার্ডের নিরঞ্জননগরে চলছে রাস্তার কাজ। প্রায় ১০-১২ দিন ধরে শান্তিনগর বাজারের মাঝে ফেলে রাখা হয়েছে বালি-পাথর। ডাবগ্রাম-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীন বাজারটিতে দু'ধারে ত্রিপল টাঙিয়ে পসার সাজিয়ে বসেন ব্যবসায়ীরা। প্রতি বর্ষায় জলকাদা জমে সেখানে শোচনীয় পরিস্থিতি তৈরি হয়। এবার দোসর হয়েছে নির্মাণসামগ্রী। একটি দোকানে একসঙ্গে তিন-চারজন দাঁড়িয়ে থাকা যাচ্ছে না। সকালে ভ্যানরিকশাতে করে সবজি আনতে নাজেহাল হচ্ছেন বিক্রেতারা। স্কুটার বা বাইকে করে বাজারে ঢোকা সহজ কম্ম নয় মোটে।

এদিন যেমন স্কুটার নিয়ে বেকায়দায় পড়েন ভবেশ রায়। দোকানের সামনে দাঁড়ানো ক্রেতাদের পাশ কাটাতে গিয়ে চাকা বারবার উঠে যাচ্ছিল পাথরে। আবার সেখান থেকে পিছলে যাচ্ছিল। ভবেশের ক্ষোভ, 'বাজার ছাড়া তো আশপাশে আরও কত জায়গা, অথচ এখানেই বালি-পাথর ফেলতে হল। বাস্তব জ্ঞান থাকলে এটা করা যায় না। কেনাকাটা করতে এসে খুব সমস্যা হচ্ছে। বাজারে কংক্রিটের রাস্তা বা অন্তত পেভার্স ব্লক বসানো উচিত।'

ব্যবসায়ীরাও বেজায় ক্ষুব্ধ। বলছেন, এক-দু'দিনের জন্য হলেও মেনে নেওয়া যায়। দশদিন পেরিয়ে গেলেও এক অবস্থা। আসলে সাধারণের অসুবিধে নিয়ে কোনও পক্ষের হেলদোল নেই।

জলছবি

টিফিন পিরিয়ডে বৃষ্টির জমা জলে ফুটবল নিয়ে হুটোপাটি পড়ুয়াদের। একতিয়াশাল প্রাথমিক বিদ্যালয়ে। মঙ্গলবার। ছবি : সঞ্জীব সূত্রধর

১১টি মোবাইল চুরি

শিলিগুড়ি, ২৪ জুন : নির্মীয়মাণ নার্সিং কলেজ থেকে নির্মাণশ্রমিকদের ১১টি মোবাইল ফোন চুরি করে পালাল দুষ্কৃতীরা। বিষয়টি নিয়ে মঙ্গলবার শ্রমিকরা এনজেপি থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। জোড়পাকড়িতে অবস্থিত ওই নির্মীয়মাণ ভবনে সোমবার রাতে ঘুমিয়েছিলেন শ্রমিকরা। সকালে উঠে দেখেন, প্রত্যেকের মোবাইল ফোন উধাও। পুলিশ এই ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

স্মারকলিপি

শিলিগুড়ি, ২৪ জুন : বর্তমান পরিস্থিতিতে দিনরাত পুলিশি নজরদারির দাবি জানিয়েছে বিধান মার্কেট ব্যবসায়ী সমিতি। মঙ্গলবার শিলিগুড়ি থানার আইসি প্রসেনজিৎ বিশ্বাসের কাছে তারা একটি স্মারকলিপি জমা দেয়। ব্যবসায়ীদের দাবি, তাঁরা নিরাপত্তার অভাববোধ করছেন। পুলিশের তরফে নিরাপত্তার আশ্বাস দেওয়া হয়।

শিলিগুড়ি জেলা হাসপাতালে এক্স-রে মেশিন। ছবি : সঞ্জীব সূত্রধর

প্লেট না থাকায় বন্ধ এক্স-রে

রাহুল মজুমদার

শিলিগুড়ি, ২৪ জুন : 'তারিখ পে তারিখ...', দামিনী সিনেমার বিখ্যাত সংলাপ। আদালতের সঙ্গে চিকিৎসা পরিষেবার সরাসরি কোনও সম্পর্ক নেই। কিন্তু শিলিগুড়ি জেলা হাসপাতালে যেভাবে এক্স-রে করতে আসা রোগীদের তারিখ দিয়েও, ফিরিয়ে দেওয়া হচ্ছে, নতুন তারিখ দেওয়া হচ্ছে, তাতে সানি দেওয়ালের সেই বিখ্যাত সিনেমার কথাই সামনে নিয়ে আসছেন অনেকে। গুরুত্বপূর্ণ হাসপাতালটিতে কেন এমন পরিস্থিতি? প্লেট নেই।

শুধুমাত্র প্লেট না থাকায় শিলিগুড়ি জেলা হাসপাতালে চারদিন ধরে বন্ধ এক্স-রে পরিষেবা। যার জন্য হাসপাতালে এসে হতাশ হয়ে ফিরতে হচ্ছে অনেককেই। কাউকে তিনদিন বাদে তো কাউকে চারদিন পর যোগাযোগ করতে বলা হচ্ছে। যাঁরা দু'দিন আগে এসেছিলেন, তাঁদের মঙ্গলবার আসতে বলা হয়েছিল। কিন্তু এদিনও এক্স-রে করতে এসে তাঁদের ফিরে যেতে হয়েছে। যা নিয়ে ক্ষোভ ছড়িয়েছে রোগী এবং তাঁদের পরিজনদের মধ্যে। এক্স-রে কাউন্টারের সামনে দাঁড়িয়ে এদিন বিক্ষোভও দেখান অনেকে।

মঙ্গলবার হাতের এক্স-রে করতে জেলা হাসপাতালে এসেছিলেন চম্পাসারির বাসিন্দা সৈকত ভদ্র। কিন্তু প্লেট না থাকায় তাঁকে তিনদিন বাদে খোঁজ নিতে বলা হয়। রবিবার এক্স-রে করাতে এখানে এসেছিলেন ঘোগোমালির বাসিন্দা লক্ষ্মী বর্মন। তাঁর কোমরে ব্যথা। রবিবার তাঁকে বলা হয়েছিল মঙ্গলবার এসে কথা বলতে। সেইমতো তিনি মঙ্গলবার এক্স-রে করাতে আসেন। কিন্তু এসে দেখেন এদিনও পরিষেবা বন্ধ রয়েছে। লক্ষ্মীর বক্তব্য, 'দু'দিন ধরে ঘোরাচ্ছে। আরও অনেকেই রয়েছেন যাঁরা ঘুরে যাচ্ছেন। কেউ সঠিকভাবে বলতেও পারছেন না, কবে থেকে পরিষেবা চালু হবে।'

চম্পাসারির সৈকত বলছেন, 'সোমবার বলেছিল মঙ্গলবার আসতে। এখন বলছে তিনদিন পরে খোঁজ নিতে। সরকারি জায়গার ভরসায় থাকি আমরা। এভাবে আমাদের বারবার ঘোরানো হলে আমরা কোথায় যাব?'

জেলা হাসপাতালে পিপিপি মডেলে এক্স-রে পরিষেবা দেওয়া হয়। এর আগে দীর্ঘদিন এক্স-রে মেশিন খারাপ থাকায় পরিষেবা বন্ধ ছিল। ফের পরিষেবা বন্ধ থাকায় পরিকাঠামো নিয়ে প্রশ্ন উঠছে। হাসপাতাল সুপার ডাঃ চন্দন ঘোষের বক্তব্য, 'এক্স-রে নিয়ে একটু সমস্যা হয়েছে। আশা করি বুধবারের মধ্যে ঠিক হয়ে যাবে।'

কালীগঞ্জের বোমায় মৃত্যুর প্রতিবাদ

উত্তরবঙ্গ ব্যুরো

২৪ জুন : কালীগঞ্জে বোমাবাজিতে নাবালিকার মৃত্যুর ঘটনার প্রতিবাদ জানিয়ে মঙ্গলবার উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন জায়গায় পথ অবরোধ করল সিপিএম ও কংগ্রেস। সিপিএমের ২ নম্বর এরিয়া কমিটির তরফে শিলিগুড়ির সেবক মোড়ে মিছিল ও পথ অবরোধ করা হয়।

এছাড়া শহরে ক্রমাগত ঘটে চলা চুরি, ডাকাতি, ধর্ষণের মতো ঘটনার প্রতিবাদ জানিয়ে এদিন সিপিএমের ৪ নম্বর এরিয়া কমিটির তরফে শিলিগুড়ি থানা ঘেরাও করা হয়। পুলিশকে একটি স্মারকলিপিও দেওয়া হয়। সিপিএমের বাগডোগরা এরিয়া কমিটির তরফ থেকে প্রতিবাদ মিছিল করা হয়। সেখানে ছিলেন দলের এরিয়া কমিটির সম্পাদক প্রশান্ত মুখোপাধ্যায় সহ অন্য নেতারা।

এদিকে, কালীগঞ্জের ঘটনার বিচার চেয়ে শহরে মিছিল এবং প্রধান ডাকঘরের সামনে গান্ধিমূর্তির নীচে অবস্থান বিক্ষোভ করেন দার্জিলিং জেলা কংগ্রেসের নেতা-কর্মীরা। জেলা কংগ্রেসের আহ্বায়ক সুবীন ভৌমিক বলেন, 'ঘটনায় দোষীদের অবিলম্বে গ্রেপ্তার করে ফাঁসির দাবি জানাচ্ছি।' একইভাবে ইসলামপুর শহরের চৌরঙ্গি মোড়ে পথসভা করে ব্লক কংগ্রেস। তাতে প্রায় ৫০ জন কংগ্রেস কর্মী-সমর্থক শামিল হয়েছিলেন।

গান্ধির চশমা গায়েব

সাগর বাগচী

শিলিগুড়ি, ২৪ জুন : কী নেই, কী নেই বলে বারে বারেই মনে হচ্ছিল। ভালো করে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকার পর মালুম হল, মহাত্মা গান্ধির মূর্তি থেকে তাঁর বিখ্যাত গোল চশমাটি গায়েব করে দেওয়া হয়েছে। শিলিগুড়ি পুরনিগমের ১৬ নম্বর ওয়ার্ডের হাকিমপাড়ার সিপিডব্লিউডি-র অফিসের সামনে জাতির জনকের এই মূর্তিটি আছে।

এই 'চশমা চুরি' মঙ্গলবার বিকেলে প্রকাশ্যে আসার পরই এনিয়ে হইচই শুরু হয়ে যায়। হাকিমপাড়ার মিষ্টি ব্যবসায়ী সঞ্জীব ঘোষ বললেন, 'যারা এই ঘটনার সঙ্গে যুক্ত তাদের কড়া শাস্তির দাবি জানাই। সিসিটিভি ক্যামেরার ফুটেজ খতিয়ে দেখে দুষ্কৃতীদের খুঁজে বের করতে হবে। শহরে মনীষী, স্বাধীনতা সংগ্রামীদের মূর্তির এমন অপমান মেনে নেওয়া যায় না।'

এর আগে সুভাষপল্লি মোড়ে নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর মূর্তিতে রঙিন চশমা পরিয়ে দেওয়ার ঘটনায় সমালোচনার ঝড় উঠেছিল। পুরনিগমের ৪৭ নম্বর ওয়ার্ডে থাকা মনীষীদের মূর্তি ক্ষতিগ্রস্ত করা হয়েছিল। ৬ নম্বর ওয়ার্ডে থাকা দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের মূর্তির চশমা ভাঙার ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছিল। এবারের ঘটনায় ১৬ নম্বর ওয়ার্ডে মহাত্মা গান্ধিকে 'টার্গেট' করা হল। ওয়ার্ড কমিটির তরফে এখানে গান্ধির এই মূর্তিটি বসানো হয়েছিল।

কাউন্সিলার সুজয় ঘটক বললেন, 'এর আগে মূর্তির সঙ্গে লাগানো আলোগুলি উধাও হয়ে গিয়েছিল। যেই শিল্পী মূর্তিটি তৈরি করেছিলেন, তাঁকে একটি চশমা তৈরি করতে বলেছি। বর্তমানে বাইরে রয়েছি, শহরে ফিরে যা করার করব।' চশমাটি আলাদাভাবে গান্ধির মূর্তিতে বসানো হয়েছিল। সেটি কীসের তৈরি ছিল, তা কারও জানা নেই। কাউন্সিলারেরও না।

তাঁর কথায়, 'যে শিল্পী মূর্তিটি তৈরি করেছিলেন, তিনিই এবিষয়ে ভালো বলতে পারবেন।' আপাতত চশমা চুরির রহস্যভেদে হাকিমপাড়ার চন্দ্রিমা সরকারের মতো অনেকেই সরব হয়েছেন।

হাকিমপাড়ার সিপিডব্লিউডি-র অফিসের সামনে সেই মহাত্মা গান্ধির মূর্তি।

Child Not Speaking ?
COOPER SPEECH THERAPY CENTER
Sevoke Road, Opp. Payel Cinema, Siliguri
7810804426

ভাড়া বাড়ল

নয়াদিল্লি, ২৪ জুন : দীর্ঘদিন বাদে যাত্রী ভাড়া বাড়াল ভারতীয় রেল। তবে সেই ভাড়াবৃদ্ধি যৎসামান্য বলে দাবি করা হয়েছে। নন-এসি মেল এবং এক্সপ্রেস ট্রেনের টিকিটের ভাড়া প্রতি কিলোমিটার পিছু ১ পয়সা করে বাড়ানো হয়েছে। ওই ট্রেনগুলির এসি ক্লাসের টিকিটের ভাড়া প্রতি কিলোমিটারে ২ পয়সা করে বাড়ছে। তবে স্বস্তির খবর হল শহরতলির লোকাল ট্রেন এবং ৫০০ কিলোমিটার পর্যন্ত দ্বিতীয় শ্রেণির ট্রেনের টিকিটের ভাড়া বাড়ছে না। মান্থলি সিজন টিকিটেরও ভাড়া বাড়ছে না। দ্বিতীয় শ্রেণির ক্ষেত্রে ৫০০ কিলোমিটারের অধিক ট্রেন সফরে ভাড়া প্রতি কিলোমিটারে আধ পয়সা করে বেড়েছে। ১ জুলাই থেকে নতুন ভাড়া কার্যকর হচ্ছে।

বর্ষণে বিপর্যস্ত ১০ নম্বর জাতীয় সড়ক

ভূমিধস এবং পাহাড় থেকে বোল্ডার গড়িয়ে পড়ায় ভোগান্তি চরমে

সানি সরকার

শিলিগুড়ি, ২৪ জুন : মধ্যরাতে থমকে সমস্ত গাড়ির চাকা। ওয়াইপারের ঘর্ষণেও গাড়ির কাচ পরিষ্কার হচ্ছে না। বৃষ্টির জলের স্রোত বইছে করোনেশন সেতুর ওপর দিয়ে। বৃষ্টি থামার অপেক্ষায় চালক থেকে যাত্রী, সকলেই। প্রবল বৃষ্টি এবং তিস্তার গর্জনে ওই সময়ই নতুন করে ১০ নম্বর জাতীয় সড়ক বন্ধ হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা দানা বেঁধেছিল। তবে রাস্তা বন্ধ হয়নি বটে, কিন্তু ভূমিধস এবং পাহাড় থেকে বোল্ডার গড়িয়ে পড়ায় চরম ভোগান্তিতে পড়লেন এই পথের যাত্রীরা। এক ঘণ্টার পথ চলতে লেগে গেল তিন ঘণ্টা। এক রাতের বৃষ্টিতেই যদি এমন পরিস্থিতি হয়, তবে বর্ষার টানা বৃষ্টিতে পরিস্থিতি কোন পর্যায়ে পৌঁছাবে, তা নিয়েও নতুন করে আশঙ্কা তৈরি হয়েছে।

১০ নম্বর জাতীয় সড়কে বোল্ডার গড়িয়ে পড়েছে।

এক রাতের বৃষ্টিতেই...

- সেবক, ২৯ মাইলেও পাহাড় থেকে গড়িয়ে পড়েছে বোল্ডার
- লিকুভির সহ একাধিক জায়গায় ভূমিধসে বসে গিয়েছে রাস্তা
- তীব্র যানজটে এক ঘণ্টার রাস্তা চলতে তিন ঘণ্টা সময় ব্যয়
- ১০ নম্বর জাতীয় সড়কের ভবিষ্যৎ কোন পথে, উঠছে প্রশ্ন
- পরিস্থিতি নিয়ে উদ্বেগে সকলে

পাশাপাশি, কেন্দ্রীয় সড়ক সংস্থা ন্যাশনাল হাইওয়ে ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন লিমিটেড (এনএইচআইডিসিএল) গত কয়েক মাস ধরে কী কাজ করল, তা নিয়েও প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে।

পশ্চিমবঙ্গের জন্য আর্থিকভাবে ক্ষতির মুখে পড়তে হচ্ছে, এমন অভিযোগ তুলেই এরাজ্যের পূর্ত দপ্তরের পরিবর্তে কেন্দ্রীয় সড়ক সংস্থা এনএইচআইডিসিএল-কে ১০ নম্বর জাতীয় সড়কের দায়িত্ব দেওয়ার দাবি তুলেছিল সিকিম। এমন দাবিতে কেন্দ্রীয় সড়ক পরিবহণমন্ত্রী নীতিন গড়করির দ্বারস্থ হয়েছিলেন খোদ সিকিমের মুখ্যমন্ত্রী প্রেম সিং তামাং। এমন দাবি তুলেছিলেন দার্জিলিংয়ের সাংসদ বিজেপির রাজু বিস্টও। কিন্তু দায়িত্বের হাত বদল ঘটলেও ১০ নম্বর জাতীয় সড়কের তেমন পরিবর্তন যে ঘটেনি, তা মঙ্গলবারের ছবিতে স্পষ্ট। শ্বেতিঝোরা, লিকুভিরে ধস নামা, ভূমিধস বা এই এলাকাগুলিতে উপর থেকে বোল্ডার গড়িয়ে পড়া নতুন কোনও ঘটনা নয়। কিন্তু মঙ্গলবার সকাল থেকে দুপুর ২৯ মাইলেও বোল্ডার আছড়ে পড়ার ঘটনা ঘটেছে। বড় বড় পাথর আছড়ে পড়েছে সেবক, বিরিকদাড়ার মতো এলাকায়। পাশাপাশি লিকুভির সহ বেশ কয়েকটি এলাকায় ভূমিধসের জেরে রাস্তা বসে যায়। আবহাওয়া দপ্তরের তথ্য অনুসারে, মঙ্গলবার সকাল সাড়ে ৮টা পর্যন্ত সেবক ও সংলগ্ন এলাকায় বৃষ্টি হয়েছে ১৯৬.২ মিলিমিটার। যা এই মরশুমে সর্বোচ্চ হলেও, সেবকের মতো এলাকায় নতুন নয়। এমন পরিমাণ বৃষ্টি যদি টানা ক'দিন হয়, তবে পরিস্থিতি কোথায় পৌঁছাতে পারে, তা সহজেই স্পষ্ট।

রাস্তা বেহাল হয়ে পড়ায় এদিন সকাল থেকেই যান নিয়ন্ত্রণ করে কালিম্পং জেলা পুলিশ। বিপজ্জনক জায়গাগুলির পরিস্থিতি বুঝেই সেখান দিয়ে গাড়ি চলাচলের অনুমতি দেওয়া হয়। ফলে সড়কটিতে তীব্র যানজটের সৃষ্টি হয়। এদিন কালিম্পং থেকে শিলিগুড়ি ফিরছিলেন স্নেহলতা প্রধান। তাঁর বক্তব্য, 'রাস্তার বর্তমান যা পরিস্থিতি, তাতে যে কোনও দিন রাস্তাটি বন্ধ হয়ে যেতে পারে। ঘটতে পারে বড় দুর্ঘটনাও।' সেবক পাহাড় থেকে কাদাজল গড়িয়ে পড়ায় এই আশঙ্কা করেন শিলিগুড়ির সুদীপ সরকার। তিনি বলেন, 'অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে গাড়ি চালাতে হয়েছে। বুঝতে পারছি না, কী কাজ হল জাতীয় সড়কটিতে।'

উড়ান বাতিল

বাগডোগরা, ২৪ জুন : মঙ্গলবার এয়ার ইন্ডিয়ার বাগডোগরা-হায়দরাবাদ রুটের উড়ান বাতিল হয়েছে। এদিন বিকাল সাড়ে ৬টায় বাগডোগরা বিমানবন্দর থেকে সেটির ছাড়ার সময় ছিল। বিমানবন্দরের এক আধিকারিক জানিয়েছেন, আইএক্স ২৮৮৪ এয়ার ইন্ডিয়ার বিমানটি প্রযুক্তিগত ত্রুটির কারণে বাতিল করা হয়েছে। বিমানটি বাগডোগরা বিমানবন্দরেই রয়েছে। আগামীকাল যাত্রীদের পাঠানোর ব্যবস্থা করা হবে।

নাবালক উদ্ধার

কিশনগঞ্জ, ২৪ জুন : মঙ্গলবার সন্ধ্যায় কিশনগঞ্জ রেলস্টেশনের ২ নম্বর প্ল্যাটফর্মে একটি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাকে সঙ্গে নিয়ে ৭ নাবালককে উদ্ধার করে আরপিএফ। এর মধ্যে ৫ জন বিহারের মাধেপুরা জেলার বাসিন্দা এবং ২ জন কিশনগঞ্জ জেলার বাসিন্দা। আরপিএফ জানিয়েছে, দিল্লিতে হোটেলে শিশুশ্রমিকের কাজের জন্য তাদের পাচার করা হচ্ছিল। উদ্ধার হওয়া নাবালকদের সদর হাসপাতালে প্রাথমিক চিকিৎসার পর স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাটির হাতে তুলে দেওয়া হয়। অন্যদিকে, দালাল পলাতক। তার খোঁজে তল্লাশি চালানো হচ্ছে।

এটিএম লুটে

প্রথম পাতার পর

তদন্তের স্বার্থে আরও জিজ্ঞাসাবাদ প্রয়োজন। গুচ্ছ প্রশ্নের উত্তর পেতে ধৃত তিনজনকে এদিন শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে তুলে দশদিনের হেপাজতে নিয়েছে প্রধাননগর থানার পুলিশ।

বুধবার গভীর রাতে এটিএম লুটের পর গাড়িতে করে দুষ্কৃতীদের পঁয়তাল্লিশ মিনিটের মধ্যে বিহারে ঢুকে পড়ার বিষয়টি ইতিমধ্যে প্রকাশ্যে এসেছে। কিন্তু তারপর তারা কোথায় গিয়েছিল? পুলিশ সূত্রে খবর, ওই গাড়ি ঘোষপুকুরের চারমাথা মোড় হয়ে বিহারের ঠাকুরগঞ্জ হয়ে দিল্লি চলে যায়। ঘোষপুকুরে টোল প্লাজা এড়াতে গাড়িটি ঠাকুরগঞ্জের দিকে ঘুরে গিয়েছিল। যদিও জাভেদ আর ইজরায়েল ঠিক কোথায় নেমেছিল, তা জানার চেষ্টা চালাচ্ছেন পুলিশকর্তারা।

দিল্লি পৌঁছে গাড়িটি ছেড়ে দেয় মহম্মদ খুরশিদ এবং তার এক সঙ্গী। এরপর তারা বাসে চেপে হরিয়ানায় নিজেদের গ্রাম গুরনাওয়াটে চলে আসে। এই তথ্যের সূত্র ধরে দিল্লি পৌঁছায় প্রধাননগর থানার পিসি পার্টির ওসি গৌতম মল্লিকের নেতৃত্বাধীন চারজনের দল। ততক্ষণে স্পষ্ট হয়ে যায়, এই দুজন ন্যু-তেই গা ঢাকা দিয়েছে। তদন্তে আরও একটি বিষয় পরিষ্কার হয়, গাড়িতে লাগানো দিল্লির নম্বর প্লেটটি ভুয়ো ছিল। এরপর সিসিটিভি ফুটেজের সূত্র ধরে স্থানীয় পুলিশ-প্রশাসনের সঙ্গে যোগাযোগ করে খুরশিদের নাম পান তদন্তকারীরা।

খুরশিদকে ধরা মোটেই সহজ ছিল না। গুরনাওয়াটে বাসিন্দাদের একাংশ বিভিন্নরকমের অপরাধমূলক কাজের সঙ্গে জড়িত। এমনকি ওই গ্রামে ঢোকার মুখে দুষ্কৃতীদের নিয়োজিত নিরাপত্তারক্ষীও মোতায়েন রয়েছে। পুলিশ ঢুকলে সে বাকিদের সতর্ক করে দেয়। তদন্তকারীরা কখনও সাধারণ মানুষ, কখনও বা গাড়িভাড়া নিয়ে খুরশিদের বাড়ি খুঁজতে রেকি চালাতে থাকে।

শেষপর্যন্ত রবিবার ভোরে স্থানীয় পুলিশের সহযোগিতায় গ্রামে ঢুকে তাকে গ্রেপ্তার করা হয়। খুরশিদ বাইকে চেপে পালানোর চেষ্টাও করেছিল। এরপর তাকে থানায় আনা হয়। সেখানকার আদালতে তুলে পাঁচদিনের ট্রানজিট রিমান্ডে খুরশিদকে শিলিগুড়িতে নিয়ে আসা হয়। জিজ্ঞাসাবাদ পর্বে তার কাছ থেকে জাভেদ ও ইজরায়েলের হদিস পায় পুলিশ। প্রধাননগর থানার পুলিশের আরও একটি টিম অসমের শ্রীরামপুরে পৌঁছায়। পুলিশের উপস্থিতি টের পেয়ে দুই দুষ্কৃতী সেবক হয়ে শহরে ঢোকার চেষ্টা করে। যদিও শান্তিপাড়ায় ধরা পড়ে যায় তারা। শহর শিলিগুড়িতে এই গ্যাংয়ের আরও সদস্যরা রয়েছে কি না, তা জানতে তদন্ত চলছে।

এদিন ব্যাংক কর্তৃপক্ষের ভূমিকা নিয়ে ক্ষোভ উগরে দেন প্রধাননগরের আইসি বাসুদেব সরকার। তিনি বলেন, 'ব্যাংক কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে আমরা কোনও সহযোগিতা পাইনি। এমনকি অভিযোগ দায়ের করতে পর্যন্ত গড়িমসি করেছে। ওদের থেকে এখনও সিসিটিভি ফুটেজ অবধি পাইনি। এমন ভূমিকা সত্যিই দুর্ভাগ্যজনক।' ডিসিপি (ওয়েস্ট) বিশ্বচাঁদ ঠাকুর জানালেন, ব্যাংক কর্তৃপক্ষগুলোর সঙ্গে নিরাপত্তা সংক্রান্ত বিষয়ে আলোচনা করা হবে।

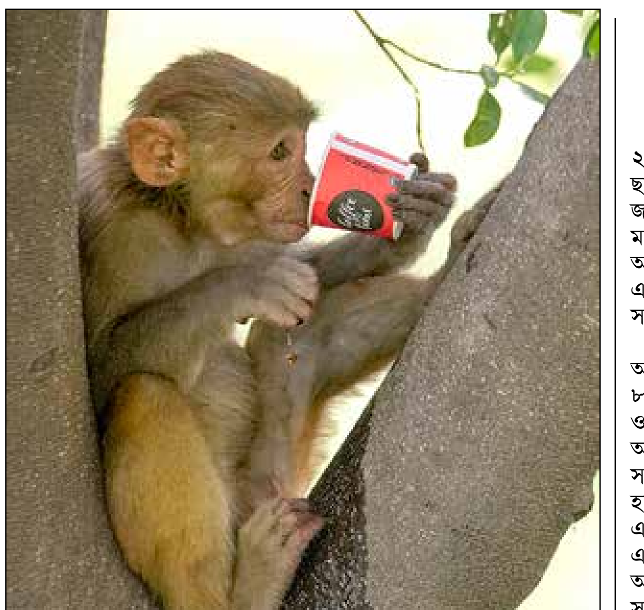

এক চুমুকে স্বস্তি।। মঙ্গলবার গ্রীষ্মের দুপুরে নয়াদিল্লিতে। পিটিআই।

বাঙালি হেনস্তা

প্রথম পাতার পর

অধিবেশনের শেষে সাংবাদিকদের মমতা বলেন, 'তাহলে বাংলা ভাষা নিষিদ্ধ করে দেওয়া হোক। বলে দেওয়া হোক, বাংলা ভাষায় কথা বলা অপরাধ। রাজস্থানে যাঁরা আটক হয়ে রয়েছেন, তাঁরা কেউ বাংলাদেশি নন। তাঁরা ইটাহারের বাসিন্দা। ইটাহার কি ভারতের বাইরে? তাঁরা কি ভারতের নাগরিক নন?'

ইটাহার থানার মারনাই অঞ্চলের খিসাহার ও পার্শ্ববর্তী কয়েকটি গ্রামের ওই বাসিন্দারা রাজস্থানের আলওয়ার বাইপাস জেলার ফুলবাগ থানা এলাকায় কাজ করেন। মোজাহার শেখ নামে খিসাহার গ্রামের এক শ্রমিক ফোনে জানান, প্রতিদিনের মতো মঙ্গলবার ভোর ৫টা নাগাদ তাঁরা ফুলবাগের একটি সোসাইটিতে কাজ করতে গিয়েছিলেন। সেখানে পুরুষরা কেউ ড্রাইভিং, কেউ গাড়ি সাফাইয়ের কাজ করেন। মহিলারা রান্না বা পরিচারিকার কাজ করেন। সকাল ৬টা নাগাদ হঠাৎ একদল পুলিশ এসে তাঁদের গাড়িতে তুলে প্রায় দুই কিলোমিটার দূরে নিয়ে গিয়ে চড়া রোদে একটি মাঠে আটকে রাখে।

পরে একটি হলঘরে তাঁদের ঢুকিয়ে আটকে রাখা হয়। মোজাহার বলেন, 'আমরা বারবার আটকে রাখার কারণ জানতে চেয়েছি। নিজেদের পরিচয়পত্র দেখিয়েছি। কিন্তু ওরা কোনও কথা শুনতে চায়নি। কয়েক ঘণ্টা চরম আতঙ্কে কেটেছে।'

এই খবর খিসাহার গ্রামে এসে পৌঁছাতেই ওই শ্রমিকদের পরিবার বিষয়টি মারনাই অঞ্চলের প্রধান আঞ্জুয়ারা বিবিকে জানান। প্রধান ইটাহারের বিধায়ককে জানান।

মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় পরে মুখ্যসচিব মনোজ পন্থকে নির্দেশ দেন রাজস্থান সরকারের সঙ্গে যোগাযোগ করতে। সেই দৌত্যের পর শেষপর্যন্ত ওই পরিযায়ী বাঙালি শ্রমিকরা রাজস্থান পুলিশের হেপাজত থেকে মুক্তি পেয়েছেন। মুখ্যমন্ত্রী বিষয়টি নিয়ে প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে কথা বলবেন বলে জানান।

কিন্তু দিনটির অভিজ্ঞতায় ভিনরাজ্যে কাজ করতে ভয় পাচ্ছেন তাঁরা। ইটাহারে উদ্বিগ্ন তাঁদের পরিবার, আত্মীয়রা। খিসাহার গ্রামে দুই পরিযায়ী শ্রমিকের বৃদ্ধা মা বাহারন বেওয়া বলেন, 'আমরা গরিব। পেটের জন্য আমার দুই ছেলে ও বৌমারা রাজস্থানে কাজ করতে গিয়েছে। ওখানে ওদের বাংলাদেশি বলে পুলিশ আটকে রেখেছিল। খুব দুশ্চিন্তায় পড়েছিলাম।'

বাহারনের প্রশ্ন, 'কেন এরকম আটকে রাখবে। আমরা কি বাংলাদেশি? আমরা তো ইন্ডিয়ায় থাকি।' বিধানসভায় প্রায় একই সুরে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'শুধু বাংলা বলার অপরাধে কাউকে বাংলাদেশি বলা হলে সেটা সংবিধানের অবমাননা। সংবিধান সকল ভাষার মর্যাদা দেয়।' তাঁর ভাষায়, 'তামিলনাড়ুতে অনেকে সিংহলি ভাষায়, আবার কেউ নেপালি ভাষায় কথা বলেন। তাহলে কি তাঁদের শ্রীলঙ্কা বা নেপালে পাঠিয়ে দেওয়া হবে? বাংলা ভাষার সঙ্গে যেন এক অদৃশ্য শত্রুতা চলছে।'

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা ভাষা বাদ দেওয়া হবে বলে আমার কাছে খবর এসেছে। বাংলাকে বাদ দিয়ে ভারতবর্ষের ঐতিহ্য টিকবে তো? রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, স্বামী বিবেকানন্দ, নেতাজি এই ভাষাতেই কথা বলতেন।' ইটাহারের বিধায়ক মোশারফ হোসেনের অভিযোগ, 'এই রাজ্যের বিজেপি নেতাদের কথায় প্রভাবিত হয়ে বিজেপি শাসিত রাজ্যগুলিতে পশ্চিমবঙ্গের বাংলাভাষী মুসলিম পরিযায়ী শ্রমিকদের বাংলাদেশি বলে দেগে দেওয়া হচ্ছে।'

রাজধানীতে আম উৎসব

নিজস্ব সংবাদদাতা, নয়াদিল্লি, ২৪ জুন : রাজধানীতে বাঙালিয়ানা ছড়াল আমের সুবাসে। নয়াদিল্লি জনপথের হ্যান্ডলুম হাট প্রাঙ্গণে মঙ্গলবার থেকে শুরু হল 'বেঙ্গল আম মেলা ও হ্যান্ডলুম-হস্তশিল্প এক্সপো, ২০২৫'-এর একাদশ সংস্করণ।

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের উদ্যোগে আয়োজিত এই উৎসব চলবে ৮ জুলাই পর্যন্ত। দিল্লির বাঙালি ও অবাঙালি সমাজের কাছে আম, হস্তশিল্প ও বাংলার সংস্কৃতির এক অনন্য সমন্বয় হয়ে উঠেছে ১৫ দিনের এই মেলা। প্রদীপ জ্বালিয়ে এবং এক ট্যাবলোর মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সূচনা করেন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের রেসিডেন্ট কমিশনার উজ্জ্বয়িনী দত্ত এবং খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ ও উদ্যানপালন বিভাগের অতিরিক্ত সচিব বিকাশ সাহা। এই উৎসবে বাংলার ছয়টি জেলার কৃষকরা প্রায় ৪৪,০০০ কেজি আম নিয়ে হাজির হয়েছেন।

প্রদর্শিত হচ্ছে লক্ষ্মণভোগ, আম্রপালি, ল্যাংড়া, গোলাপখাস, কিষণভোগ, মল্লিকা, কোহিতুর, রাজভোগ, রাখালভোগ প্রভৃতি স্বাদে ও ঘ্রাণে অনন্য আমের প্রজাতি। রয়েছে ৭ হাজার টাকা মূল্যের থাই আম, ৫ হাজার টাকার ব্ল্যাক স্টোন ও পৃথিবী বিখ্যাত মিয়াযাকি আমও। ভৌগোলিক স্বীকৃতি-প্রাপ্ত মালদার লক্ষ্মণভোগ, হিমসাগর (খিরসাপাতি) ও মালদা ফজলি আম, যা এই মেলার মূল আকর্ষণ। শুধু আম নয়, মেলায় স্থান পেয়েছে বাংলার জিআই স্বীকৃত হস্তশিল্প ও হ্যান্ডলুম পণ্যও। রয়েছে বাঁকুড়া টেরাকোটা, ডোকরা শিল্প, কুশমণ্ডির মুখোশ, ধনিয়াখালি শাড়ি।

দুই দুষ্কৃতী গ্রেপ্তার

কিশনগঞ্জ, ২৪ জুন : তাওহিদ হল্ট স্টেশনে রেলের সামগ্রী চুরির অভিযোগে আরপিএফ দুই দুষ্কৃতীকে গ্রেপ্তার করেছে।

ধৃতদের নাম রাহুল কুমার ও মহম্মদ সাজ্জাদ। ধৃতরা দুজনেই স্থানীয় বাসিন্দা। রেল পুলিশ জানিয়েছে, রাহুল ও সাজ্জাদের কাছ থেকে ১২ কোর সিগন্যাল কেবল এবং ১৪টি পেড্রল ক্লিপ পাওয়া গিয়েছে। এইসব সামগ্রী তারা ভাঙাড়ির দোকানে বিক্রি করত।

আরপিফের সাব-ইনস্পেকটর এমকে বারিয়া বলেন, '২৭ নম্বর জাতীয় সড়কের পাশে তাওহিদ হল্ট স্টেশন লাগোয়া এলাকায় রেলের যন্ত্রাংশ চুরির চক্র অত্যন্ত সক্রিয়। এদের গ্রেপ্তার করতে নিয়মিতভাবে অভিযান চালানো হয়।'

চায়ে পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা

শুভজিৎ দত্ত

নাগরাকাটা, ২৪ জুন : উত্তরবঙ্গের চা শিল্পের উন্নয়নে আগামী ৫ বছরের নীল নকশা তৈরি করতে বৈঠক করল টি বোর্ড। মঙ্গলবার শিলিগুড়ি চা নিলামকেন্দ্রে আয়োজিত ওই বৈঠকে প্রথমে বড় বাগানগুলির কাছ থেকে তাদের মতামত আহ্বান করা হয়। পরে আলাদা করে বৈঠক হয় ক্ষুদ্র চা চাষিদের প্রতিনিধিদের সঙ্গে।

টি বোর্ড জানিয়েছে, ষষ্ঠদশ অর্থ কমিশনের আওতায় টি ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড প্রোমোশন স্কিমের মাধ্যমে চা শিল্পের জন্য কী ধরনের সহযোগিতা প্রয়োজন তা সংশ্লিষ্ট সমস্ত অংশীদারের কাছ থেকে বুঝে নিয়ে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপের জন্যই এদিনের বৈঠক।

বড় চা বাগানগুলির বিভিন্ন বণিকসভার তরফে এদিন পুরোনো চা গাছ উপড়ে ফেলে নতুন গাছ রোপণ সহ ফ্যাক্টরির আধুনিকীকরণের জন্য বকেয়া থাকা ভরতুকি মিটিয়ে দেওয়ার দাবি জানানো হয়। টেরাই ইন্ডিয়ান প্ল্যান্টার্স অ্যাসোসিয়েশন (টিপা)-এর চেয়ারম্যান মহেন্দ্র বনসল বলেন, 'পুরোনো ভরতুকি প্রদান সহ নতুন করে ভরতুকি চালু ও এজন্য স্ক্রিনিং কমিটির পুনরুজ্জীবনের কথাও টি বোর্ডকে বলা হয়েছে। রপ্তানিতে উৎসাহ জোগাতে অর্থডক্স ক্যাটিগোরির চায়ের ক্ষেত্রে বাগানগুলিকে কিলো প্রতি ২৫ টাকা ও দার্জিলিংয়ের চায়ের ক্ষেত্রে সেখানকার বাগানগুলির জন্য কিলো প্রতি ৫০ টাকা ভরতুকি প্রদানের কথাও জোরালোভাবে জানানো হয়েছে।' সেচের ক্ষেত্রেও বড় বাগানগুলিকে ভরতুকি প্রদান এখন যে সময়ের চাহিদা হয়ে দাঁড়িয়েছে, এটাও যাতে টি বোর্ড তাদের আগামী ৫ বছরের কাজের পরিকল্পনায় যুক্ত করে সেকথাও আলোচনায় উঠে আসে।

বৈঠকে উত্তরবঙ্গের সবক'টি ক্ষুদ্র চা চাষিদের সংগঠনের যৌথ মঞ্চ ইউনাইটেড ফোরাম অফ স্মল টি গ্রোয়ার্স অ্যাসোসিয়েশনের তরফেও একাধিক দাবিদাওয়ার কথা জানানো হয়। মঞ্চের সভাপতি রজত রায় কার্জি বলেন, 'কাঁচা পাতার দাম যাতে বাড়ে এই বিষয়ে টি বোর্ডের যথোপযুক্ত পদক্ষেপ ছিল আমাদের অন্যতম মূল দাবি। এজন্য দ্রুত কাঁচা পাতার ন্যূনতম দাম বা মিনিমাম সাসটেনেবল প্রাইস ঠিক করে দেওয়ার পদ্ধতি তৈরির ওপর জোর দেওয়া হয়।'

জলপাইগুড়ি জেলা ক্ষুদ্র চা চাষি সমিতির সম্পাদক বিজয়গোপাল চক্রবর্তী জানিয়েছেন, বর্তমানে ক্ষুদ্র চা চাষিদের স্বনির্ভর গোষ্ঠী বা সমবায়গুলিকে হেক্টর প্রতি ১০ হাজার টাকা ভরতুকি প্রদানের যে নিয়ম চালু আছে পরবর্তী পরিকল্পনায় তা ব্যক্তিগতভাবে সমস্ত ক্ষুদ্র চা চাষিকে যাতে দেওয়া হয় এমন নীতি তৈরির দাবি জানানো হয়েছে।

> পুরোনো ভরতুকি প্রদান সহ নতুন করে ভরতুকি চালু ও এজন্য স্ক্রিনিং কমিটির পুনরুজ্জীবনের কথা টি বোর্ডকে বলা হয়েছে।
>
> **মহেন্দ্র বনসল** চেয়ারম্যান টেরাই ইন্ডিয়ান প্ল্যান্টার্স অ্যাসোসিয়েশন

এদিনের বৈঠকে ছিলেন টি বোর্ডের কলকাতার সদর কার্যালয়ের উপনির্দেশক রাকেশ কুমার, শিলিগুড়ি কার্যালয়ের উপনির্দেশক কমলচন্দ্র বৈশ্য, চা বণিকসভা আইটিপিএ-র কর্তা শুভঙ্কর মিত্তাল, টাই-এর উত্তরবঙ্গ শাখার সচিব সুমিত ঘোষ, চা শিল্পপতি দীপক বারেলিয়া, সতীশ মিত্রুকা, টি বোর্ডের সদস্য সুরজিৎ পুরবক্সী, সুশীল বারেলিয়া, অশোক গোয়েল, চা গবেষণা সংস্থার (টিআরএ) উত্তরবঙ্গ আঞ্চলিক গবেষণা ও উন্নয়ন কেন্দ্রের চিফ অ্যাডভাইজারি অফিসার ডঃ শ্যাম ভার্গিস, সংস্থার তরাই শাখার অ্যাডভাইজারি অফিসার ডঃ তৃণা মণ্ডল প্রমুখ।

নীরব মমতা

প্রথম পাতার পর

ফলে বিধানসভায় মুখ্যমন্ত্রীকে হাতের নাগালে পেয়েও কালীগঞ্জ ও রাজ্যের আইনশৃঙ্খলা বিষয়ে সোচ্চার হতে পারল না বিজেপি। বিধানসভায় দলের মুখ্য সচেতক শংকর ঘোষ সাফাই দেন, 'মুখ্যমন্ত্রীর সোমবার বিধানসভায় আসার দিন। আমরা তার জন্য প্রস্তুত ছিলাম। আজ যে আমরা বিধানসভার বাইরে থাকব, সেটা জেনে বিরোধীশূন্য বিধানসভায় ফাঁকা মাঠে গোল দিতে চেয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। এর থেকেই প্রমাণ হয়, বিরোধী দলনেতার মুখোমুখি হতে ভয় পান মুখ্যমন্ত্রী।'

তাঁর কথায়, 'নিজের পাপের মুখোমুখি হওয়ার সাহস দেখাতে পারেননি মুখ্যমন্ত্রী। মায়ের আর্তনাদ তাঁর কানে পৌঁছোয়নি।' যদিও পরিষদীয় মন্ত্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায় বলেন, 'বিজেপি সব সময় বলে, বিরোধীদের বলতে দেওয়া হয় না। মুখ্যমন্ত্রী বিধানসভায় বিবৃতি দেন না। অথচ মুখ্যমন্ত্রী বিধানসভায় এলে তাঁরা বিধানসভায় এসেও অধিবেশনে যোগ না দিয়ে বসে থাকেন।'

অন্যদিকে, প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি শুভঙ্কর সরকারের অভিযোগ, 'পুলিশ একটি নির্দিষ্ট দলের ইচ্ছায় পরিচালিত হচ্ছে।' সিপিএম নেত্রী মীনাক্ষী মুখোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে দলের ছাত্র-যুব সংগঠন সোমবার রাতেই কালীগঞ্জে থানা ঘেরাও করে। মঙ্গলবার সিপিএম নেতা মহম্মদ সাদির নেতৃত্বে এক প্রতিনিধিদল পুলিশ সুপারের কাছে এই ঘটনার দ্রুত তদন্ত ও দোষীদের শাস্তি দাবি করে স্মারকলিপি দিয়েছে।

বিজেপির জেলা সভাপতি অর্জুন বিশ্বাসও দ্রুত তদন্ত দাবি করেছেন। ঘটনার পর গ্রামে পুলিশ পিকেট বসানো হয়েছে। পুলিশ সুপারের কাছে চিঠি পাঠিয়ে রিপোর্ট তলব করেছে রাজ্য শিশু সুরক্ষা কমিশন। কমিশনের চেয়ারপার্সন তুলিকা দাস জানিয়েছেন, দোষীদের বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপ করা হবে।

জাতীয় মহিলা কমিশনও ৭২ ঘণ্টার মধ্যে রিপোর্ট তলব করেছে পুলিশের কাছে। বিজয় মিছিলের সময় যথেষ্ট পুলিশি নিরাপত্তা ও পুলিশের গোয়েন্দা শাখার কাছে অশান্তির আগাম খবর ছিল কি না, তাও জানতে চাওয়া হয়েছে।

যুদ্ধবিরতি নাটক

প্রথম পাতার পর

এর ফলে দুই জাতিই অসাধারণ শান্তি ও সমৃদ্ধির সাক্ষী হতে পারবে।'

অপর একটি পোস্টে কাতারে হামলা চালানোর বিষয়ে আমেরিকাকে আগাম অবগত করার জন্য ইরানকে ধন্যবাদ জানান ট্রাম্প। কিন্তু পরে ইরান ও ইজরায়েলের আঘাত, প্রত্যাঘাত তাঁকে বিড়ম্বনায় ফেলে। ইরানের ৩টি পরমাণুকেন্দ্রে আমেরিকা বাংকার বাস্টার বোমা বর্ষণের পর ইরানের ওপর প্রতিশোধ নিতে অভ্যন্তরীণ চাপ বাড়ছিল। কাতারে মার্কিন বায়ুসেনার ঘাঁটিতে হামলায় যা অনেকটা লাঘব হয়েছে।

কাতারের সরকারি মুখপাত্রের অবশ্য দাবি, ওই হামলায় তেমন ক্ষতি হয়নি। অনেক আগেই মার্কিন সেনারা সাজসরঞ্জাম নিয়ে চলে গিয়েছিল। সরিয়ে নেওয়া হয়েছিল যুদ্ধবিমানগুলি। ইরানি সেনা কিন্তু মার্কিন ঘাঁটি ধ্বংসের দাবিই করেছে। ভারতে নিযুক্ত ইরানের রাষ্ট্রদূত ইরাজ এলাহি এক সাক্ষাৎকারে বলেন, 'ইতিহাসে কোনও দেশ আমেরিকার সামরিক ঘাঁটিকে নিশানা করেনি। ইরান সেটা করে দেখিয়েছে।'

তাঁর কথায়, 'এটিকে প্রতীকী প্রতিশোধ হিসেবে গণ্য করা যেতে পারে। কিন্তু আমেরিকা এই বেআইনি পদক্ষেপের পুনরাবৃত্তি ঘটালে আমরা একইভাবে প্রতিশোধ নেব।' ট্রাম্পের যুদ্ধবিরতি ঘোষণার পর ইজরায়েলের অভিযোগ, মঙ্গলবার সকালে তাদের দেশের দক্ষিণাঞ্চলে ৩ দফায় ক্ষেপণাস্ত্র হামলা চালিয়েছে ইরান। তাতে কমপক্ষে ৩ জনের মৃত্যু হয়েছে।

পরে ইরান হামলা স্থগিত রাখে। ইরানের ইসলামি রেভোলিউশনারি গার্ড সংঘর্ষ বিরতি কার্যকর হওয়ার পর ইজরায়েলে হামলার অভিযোগ অস্বীকার করেছে। উলটে ইরানের সরকারি সংবাদমাধ্যম জানিয়েছে, সোমবার রাতে গিলান প্রদেশের আস্তানেহ আশরাফিয়া শহরে ইজরায়েলের ক্ষেপণাস্ত্র হামলায় মৃত্যু হয়েছে দেশের পারমাণবিক শক্তি সংস্থার অন্যতম কর্তা মোহাম্মদ রেজা সিদ্দিকী সাবেরের। তাঁর মৃত্যু ইরানের পরমাণু কর্মসূচির পক্ষে সর্বশেষ ধাক্কা বলে মনে করা হচ্ছে। এই নিয়ে গত ১২ দিনের সংঘর্ষে ১২ জন পরমাণুবিজ্ঞানীকে হারাল ইরান।

ডাকাতিই লক্ষ্য

প্রথম পাতার পর

গ্যাংটি নাকি এই তত্ত্বেই বিশ্বাসী। যারা এভাবে কাজ করে তাদের পিছনে পাকা মাথার বহু হিসেবনিকেশ রয়েছে বলেই তদন্তকারীরা মনে করছেন। দলের সদস্যরা এর আগে বিহার, রাজস্থানে এমন দুষ্কর্ম করে ধরা পড়ে। তারপর জেলে যায়। ফের ফিরে এসে তারা আবার এ ধরনের অপরাধে জড়ায়।

সিসিটিভি ফুটেজের সূত্র ধরে পুলিশ আর একটা বিষয়েও পরিষ্কার, গ্যাংয়ের পান্ডাই সবচেয়ে বেশি গয়না নিয়ে পালিয়েছে। তবে ডাকাতির ঘটনায় ব্যবহার করা অন্য বাইকগুলি কোথায় সে বিষয়ে তদন্তকারীরা এখনও অন্ধকারে। বাকিরা সবাই মিলে বাইকে করেই ভিনরাজ্যে পালিয়েছে কি না তা খতিয়ে দেখা চলছে।

বিচারপতি ভার্মাকে নিয়ে প্রশ্ন

নিজস্ব সংবাদদাতা, নয়াদিল্লি, ২৪ জুন : তাঁর বাড়ি থেকে বিপুল পরিমাণ নগদ টাকা উদ্ধার হলেও বিচারপতি যশবন্ত ভার্মার বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের না করায় অসন্তোষ প্রকাশ করল বিরোধীরা। মঙ্গলবার কর্মীবর্গ, আইন ও বিচার বিভাগ সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির বৈঠকে বিষয়টি নিয়ে উত্তপ্ত আলোচনা হয়। যাঁর বাড়ি থেকে এত বিপুল নগদ উদ্ধার হয়েছে, তাঁর বিরুদ্ধে এখনও প্রশাসনিক বা আইনি পদক্ষেপ না করায় এবং তাঁকে পদচ্যুত করার প্রস্তাব বিবেচনা না করায় বিরোধীরা প্রশ্ন তোলে। বিরোধী সাংসদরা বিচারপতিদের জন্য আলাদা আচরণবিধি প্রয়োজন বলে মন্তব্য করেন। তাঁদের বক্তব্য, বিচার বিভাগের নিরপেক্ষতা ও স্বচ্ছতা রক্ষার স্বার্থে অবসরের পর অন্তত পাঁচ বছর কোনও সরকারি পদে যোগ দেওয়া উচিত নয় বিচারপতিদের।

সাংসদদের দাবির ভিত্তিতে বিচারপতিদের আচরণবিধি এবং অবসর পরবর্তী সরকারি পদে নিযুক্তি সংক্রান্ত বিষয়টি খতিয়ে দেখে ওই বৈঠক থেকে বিস্তারিত রিপোর্ট পেশের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে বিচার বিভাগকে। অভিযোগ উঠলে বিচারপতিদের পদচ্যুত করার প্রক্রিয়া সহজতর করার দাবি উঠেছে বৈঠকে।

ওবিসি-র বঞ্চনা

কলকাতা, ২৪ জুন : স্কুল সার্ভিস কমিশনের (এসএসসি) নতুন নিয়োগ প্রক্রিয়ায় অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণির (ওবিসি) জন্য আলাদা কোনও সুযোগ নেই। ওবিসি হিসেবে কেউ আবেদনও করতে পারবেন না।

এসএসসি মঙ্গলবার আগেকার বিজ্ঞপ্তিটি সংশোধন করেছে। ওই সংশোধনী অনুযায়ী জেনারেল ক্যাটিগোরিতে আবেদন করতে হবে ওবিসি প্রার্থীদের। রাজ্য সরকারের নতুন ওবিসি তালিকা কলকাতা হাইকোর্ট আপাতত স্থগিত করে দেওয়ায় এই সিদ্ধান্ত।

এই সিদ্ধান্তের ফলে ওবিসি হিসেবে আবেদনপত্রের মূল্যে যে ছাড় ধার্য ছিল, তা আর পাওয়া যাবে না। জেনারেল ক্যাটিগোরির মতো ওবিসি চাকরিপ্রার্থীদের আবেদনপত্র জমা দেওয়ার সময় ফি দিতে হবে ৫০০ টাকা। আগের বিজ্ঞপ্তিতে ওবিসিদের জন্য ওই ফি ছিল ২০০ টাকা। তাছাড়া ওবিসি হিসাবে সংরক্ষণ থেকেও বঞ্চিত হবেন ওই প্রার্থীরা।

সুপ্রিম কোর্ট, হাইকোর্টে মামলার নিষ্পত্তি হলে তখন প্রয়োজনে ওবিসি হিসেবে নতুন করে আবেদন করতে হতে পারে বলে এসএসসি জানিয়েছে।

এই প্রথম জোড়া শাবকের জন্ম

নীহাররঞ্জন ঘোষ

মাদারিহাট, ২৪ জুন : প্রজনন নিষিদ্ধ। কিন্তু সেই দক্ষিণ খয়েরবাড়ি ব্যাঘ্র পুনর্বাসন কেন্দ্রে এখন খুশির হাওয়া দুটি শাবককে ঘিরে। হওয়াটাই স্বাভাবিক, কেননা দুই দশকের ইতিহাসে এই প্রথম কোনও বন্যপ্রাণীর শাবক জন্ম নিল। তাও আবার এক জোড়া। ১০ বছরের চিতাবাঘ ডালিয়ার দুটি শাবকের চোখ ফুটেছে ২১ দিন পর সোমবার। যা দেখে খুশি সংশ্লিষ্ট চিকিৎসক থেকে এখানকার বনকর্মীরা।

খুশি বনকর্তারাও। উত্তরবঙ্গের মুখ্য বনপাল ভাস্কর জেভি বলছেন, 'চিতাবাঘটি ফালাকাটা ব্লকের দলগাঁও চা বাগান থেকে উদ্ধার হয়েছিল। চিতাবাঘটিকে আনার পর চিকিৎসক ও এখানকার রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্বে যিনি আছেন, তাঁরা বুঝতে পারেন চিতাবাঘটি গর্ভবতী। এরপর থেকেই বিশেষ নজরে রাখা হয়েছিল। দুটো শাবক সুস্থ আছে।'

২০০৫ সালে দক্ষিণ খয়েরবাড়ি ব্যাঘ্র পুনর্বাসন কেন্দ্র তৈরির পর প্রচুর বাঘ ও চিতাবাঘ বিভিন্ন জায়গা থেকে উদ্ধার করে এখানে আনা হয়েছে।

দক্ষিণ খয়েরবাড়ি ব্যাঘ্র পুনর্বাসনকেন্দ্রে ডালিয়া দুই শাবকের জন্ম দিল।

কিন্তু ডালিয়ার আগে কোনও চিতাবাঘ বা বাঘ এই কেন্দ্রে বাচ্চার জন্ম দেয়নি।

কারণ, এখানে প্রজনন নিষিদ্ধ। কিন্তু এই নিষিদ্ধ কেন্দ্রেই ডালিয়া এখন মা। যেহেতু উদ্ধারের সময় ডালিয়া গর্ভবতী ছিল, ফলে প্রজনন সংক্রান্ত নিয়মভঙ্গ হয়েছে বলা যাচ্ছে না। যেহেতু বিড়াল প্রজাতির প্রাণীরা একটু এদিক-ওদিক হয়েছে বুঝতে পারলে নিজের শাবককে মেরে ফেলে, তাই এমন প্রাণীর শাবকদের জন্মের ৭ থেকে ২১ দিনকে ডেঞ্জার পিরিয়ড হিসেবে দেখা হয়। শাবক দুটির বয়স ২১ দিন হয়ে যাওয়াতেই মূলত খুশির হাওয়া এখানে। তবে এখনও ৬৯ দিন শাবক দুটিকে নজরে রাখার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

জানা গিয়েছে, অভিজ্ঞ বনকর্মী পার্থসারথি সিনহা, প্রাণী চিকিৎসক উৎপল শর্মা ও বিভাগীয় বনাধিকারিক পারভিন কাসোয়ানের বিশেষ নজরে ছিল ডালিয়া। প্রথমবার দুটি শাবককে পেয়ে তাঁরা প্রত্যেকেই খুশি। মিনি চিড়িয়াখানার দরজা আরও প্রশস্ত হল বলে মনে করছেন অনেকে। প্রাণী চিকিৎসক উৎপল শর্মা বলেন, 'মা ও শাবক ভালো আছে। তবে আরও কিছুদিন নজরে রাখা হবে।'

জল থইথই

প্রথম পাতার পর

মেয়রের বক্তব্য, 'ছাদ থেকে জল নামার জন্য যে পাইপগুলি রয়েছে সেগুলিতে পাতা সহ নোংরা জমে আটকে গিয়েছিল। যার ফলে ওপরের জল উপচে ভিতরে চলে আসছিল। এটা আগে থেকেই নজরদারি করা উচিত ছিল। এদিনই বিষয়টি নিয়ে পূর্ত বিভাগের সঙ্গে কথা হয়েছে। আগামীতে যাতে আর এমন ঘটনা না ঘটে সেটা নিশ্চিত করতে বলেছি।' বিরোধী দলনেতার কটাক্ষ, 'মেয়র ওই লিফট দিয়ে নিজের অফিসে যাতায়াত করেন। তাঁর সুরক্ষা নিয়েও আমাদের চিন্তা হচ্ছে।'

জমা জলে ভোগান্তি

মালবাজার, ২৪ জুন : বর্ষায় নদী ও ঝোরাতে জলের স্তর বাড়ছে। সেই সঙ্গে বর্ষার জল জমে সমস্যায় পড়েছেন বিভিন্ন এলাকার মানুষ। জমা জলে দুর্ভোগে বাগরাকোট গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার ওয়াশাবাড়ি চা বাগানের কাঞ্চন বস্তির মানুষ। ওয়াশাবাড়ি চা বাগানের উত্তরপ্রান্তে কালিম্পং জেলার পাহাড়ি এলাকা লাগোয়া কাঞ্চন বস্তির বাসিন্দারা সমস্যায়। পাহাড়ে বৃষ্টি হলে ছোট ছোট ঝোরা দিয়ে নীচে জল নেমে আসে। যেহেতু ঝোরার জলধারণ ক্ষমতা কম, সেজন্য সেই জল বস্তির মধ্যে প্রবেশ করে যায় সহজেই। নিকাশি ব্যবস্থা ভালো না হওয়ায় বর্ষায় জলমগ্ন হয়ে পড়ে রাস্তা, খেলার মাঠ। এমনকি ঘরের মধ্যে পর্যন্ত জল ঢুকে যায়। এতে সাধারণ মানুষ থেকে স্কুল পড়ুয়াদের সমস্যা হয়।

এ বিষয়ে স্থানীয় বাসিন্দা শিবাশর্মা রোশন থাপা বলেন, 'আমাদের এই সমস্যা বহু পুরানো। বহু মহলে আবেদন করেও ফল হয়নি। ফলে বর্ষায় মারাত্মক সমস্যায় পড়তে হয় আমাদের। অবিলম্বে এই সমস্যা সমাধান করা উচিত।'

ঋষভকে ওর মতো খেলতে দিন : রাহুল

লিডস, ২৪ জুন : ক্রিকেটার হিসেবে তিনি কতটা প্রতিভাবান, তিনি নিজেই জানেন না!

দিন দুয়েক আগে লোকেশ রাহুলকে নিয়ে এমন মন্তব্য করেছিলেন সুনীল গাভাসকার। হেডিংলে টেস্টে রাহুল প্রমাণ করেছেন সানির মন্তব্য সঠিক।

কখনও ওপেনার, কখনও বা মিডল অর্ডার-রাহুল যখন যেখানে সুযোগ পেয়েছেন, চেষ্টা করেছেন সেরাটা দেওয়ার। সাফল্যের পাশে ব্যর্থও হয়েছেন। জাতীয় দল থেকে বাদও পড়েছেন। কিন্তু তিনি, রাহুল কখনও হাল ছাড়েননি। যার সেরা প্রমাণ লিডস টেস্টের দ্বিতীয় ইনিংসে চাপের মুখে রাহুলের শতরান। তাঁর শতরানের পরও টিম ইন্ডিয়া হেডিংলে টেস্ট জিততে পারবে কি না, সময় বলবে। কিন্তু তার আগে রাহুল আপাতত প্রশংসার বন্যায় ভাসছেন। গতকাল রাতে চতুর্থ দিনের খেলার শেষে সাংবাদিক সম্মেলনে হাজির হয়ে রাহুল বুঝিয়ে দিয়েছেন, তাঁর ক্রিকেটীয় ভাবনা ভিন্ন স্তরের। রাহুলের কথায়, 'যত দ্রুত একজন ক্রিকেটার হিসেবে আপনি বুঝতে শিখবেন যে, মাঠে সেরাটা দেওয়ার পরও সবসময় পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে থাকে না, ততই মানসিকভাবে শক্তিশালী হবেন আপনি।' লোকেশ নিজেও এভাবেই তাঁর ক্রিকেট কেরিয়ারের ব্যাখ্যা দিয়েছেন। বলেছেন, 'মাথা সবসময় ঠান্ডা রাখার পাশে মানসিকভাবে শক্তিশালী হতে না পারলে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে লম্বা সময় খেলতে পারবেন না আপনি। অনেক আগেই এই বাস্তব বুঝে গিয়েছি। এখন একজন ক্রিকেটার হিসেবে দলের স্বার্থের কথা মাথায় রেখে সেই চেষ্টাই করে চলেছি।'

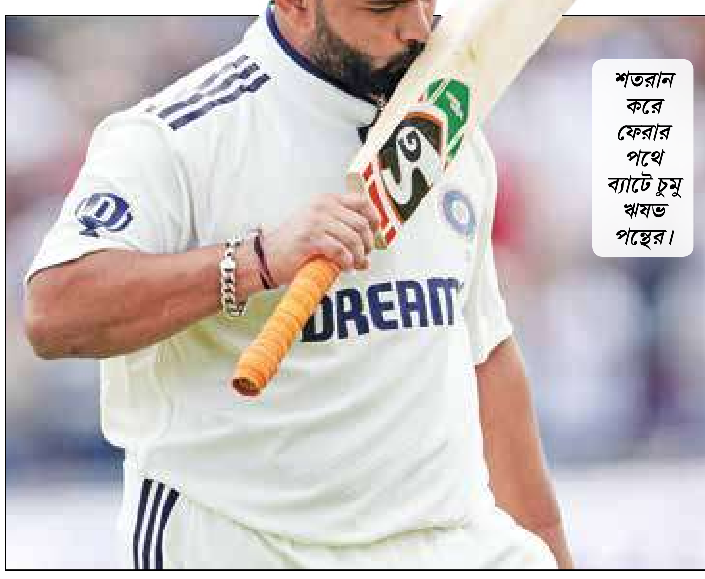
শতরান করে ফেরার পথে ব্যাটে চুমু ঋষভ পন্থের।

বিরাট কোহলি, রোহিত শর্মাদের মতো সিনিয়ারদের সঙ্গে দীর্ঘসময় রাহুল কাটিয়েছেন ভারতীয় সাজঘরে। কোহলিদের মতো সিনিয়ারের থেকে অনেক কিছু শিখেছেন তিনি। সেই শিক্ষা এখন কাজে লাগাচ্ছেন। গত ডিসেম্বর-জানুয়ারিতে টিম ইন্ডিয়ার অস্ট্রেলিয়া সফরে রোহিতের অনুপস্থিতিতে রাহুলকে ইনিংস ওপেন করতে হয়েছিল। সেই সময় থেকেই রাহুলের ক্রিকেটে পালাবদলের শুরু। চলতি বিলেত সফরে লোকেশ এখন বিশেষজ্ঞ ওপেনার। নতুন বল সামলানোর দায়িত্ব নিয়ে হেডিংলে টেস্টের দ্বিতীয় ইনিংসে শতরান করে রাহুল প্রমাণ করেছেন, তাঁর উপর ভরসা রাখা যেতেই পারে। ভারতীয় ওপেনারের কথায়, 'সিনিয়ারদের থেকে অনেক কিছু শিখেছি আমি। সেই শিক্ষা এখন মাঠে কাজে লাগাচ্ছি। জানি সামনে অনেক কঠিন চ্যালেঞ্জ আসবে। আমি সেই চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা করার জন্য তৈরি।' হেডিংলের মাঠে গতকাল টেস্ট কেরিয়ারের আট নম্বর শতরান করেছেন রাহুল। টেস্টে তাঁর আট শতরানের মধ্যে সাতটি দেশের বাইরে। অথচ তারপরও তাঁর ব্যাটিং গড় ৩৩.৫৭।

কেন? রাহুলের কাছে সরাসরি কোনও যুক্তি নেই আপাতত। তবে টিম ইন্ডিয়ার ওপেনার ঠিক করে ফেলেছেন আগামীদিনে তাঁর ব্যাটিং গড় আরও ভালো করতে হবে। নিজের ব্যাটিং গড়ের উন্নতির পরিকল্পনার পাশে ঋষভ পন্থের ব্যাটিং নিয়েও মজে রয়েছেন রাহুল। খুব কাছ থেকে দেখেছেন পন্থের শতরান। এহেন ঋষভকে নিয়ে আবেগে ভাসছেন রাহুলও। টিম ইন্ডিয়ার ওপেনার রাহুল তাঁর সতীর্থ ঋষভকে নিয়ে দুনিয়ার দরবারে একটি আবেদনও করেছেন। বলেছেন, 'ঋষভ বিশেষ প্রতিভা। ওকে ওর মতো খেলতে দিন।'

কঠিন পরিস্থিতিতে হাল না ছাড়া মনোভাবে নজর কাড়লেন ইংল্যান্ড অধিনায়ক বেন স্টোকস।

'ড্র' শব্দ পছন্দ নয় স্টোকসদের

লিডস, ২৪ জুন : নিয়ন্ত্রিত বাজবল। পরিস্থিতি অনুযায়ী নিজেদের প্রয়োগ। আগ্রাসী ব্যাটিংয়ের সঙ্গে যার দুরন্ত মিশেল ইংল্যান্ডের ব্যাটিংয়ে। কিন্তু চতুর্থ দিনে ঋষভ পন্থের বিরুদ্ধে বেন স্টোকসের রক্ষণাত্মক ফিল্ডিং, বোলিং স্ট্র্যাটেজি অবাক করেছে নাসের হুসেনকে। অভিযোগ, ক্রিজে আসার পর ঋষভের ওপর চাপ তৈরি করা দরকার ছিল। যদিও সেই তাগিদের অভাব ছিল ইংল্যান্ডের পরিকল্পনায়।

পন্থকে ছাড়, অবাক নাসের

প্রাক্তন ইংল্যান্ড অধিনায়ক বলেছেন, 'ঋষভের ইনিংসের শুরুতে ইংল্যান্ডের পরিকল্পনা আমার ভালো লাগেনি। ফিল্ডারদের ফাঁকফোকর দিয়ে খুচরো রান নিয়েছে, স্ট্রাইক রোটেট করেছে। যা আটকানো দরকার ছিল। ৪-৫টা বল আটকে দিলে ও কিন্তু ছটফট করত। ঝুঁকি নিতে গিয়ে ভুল করত। উলটে স্লিপ ফিল্ডারও সরিয়ে নেয়। লোকেশও সারাক্ষণ একইভাবে ব্যাট করে গেল। তবে ঋষভের বিরুদ্ধে স্ট্র্যাটেজি অবাক করেছে।'

প্রথম ইনিংসে ৪৭১ রান করে ভারত। যশস্বী জয়সওয়াল, শুভমান গিলের পর ঋষভ পন্থের শতরান। কিন্তু তারপরও দমে যায়নি ইংল্যান্ড। পালটা জবাবে ৪৬৫। ওলি পোপ, হ্যারি ব্রুকদের পুরো ইনিংস জুড়ে বাজবলের দাপট। মূলত যে কারণেই ফলাফলের দরজা কখনও বন্ধ হয়নি। দলের নবাগত পেসার জোশ টাঙ্গের কথায়, বাজবল অভিধানে ড্র বলে কোনও শব্দ নেই।

জয়ের জন্য ঝাঁপাতে হবে যে কোনও পরিস্থিতিতে, এটাই মন্ত্র ব্রেন্ডন ম্যাককুলাম-বেন স্টোকসদের। চতুর্থ ইনিংসে ভারতের ছুড়ে দেওয়া ৩৭০ রানের চ্যালেঞ্জের মুখেও ইংল্যান্ডের ইতিবাচক ব্যাটিং। যার ইঙ্গিত চতুর্থ দিনে খেলা শেষে দিয়ে রাখেন পেসার জোশ টাঙ্গ। তাঁর দাবি, ড্র নিয়ে কোনও আলোচনাই নাকি সাজঘরে হয়নি। লক্ষ্য একটাই ৩৭১।

চতুর্থ দিনের শেষে বার্তাটা সাজঘরে পরিষ্কারভাবে সবাইকে দেওয়া হয়েছে। মূল সুর, ইতিবাচক থেকে হেডিংলি টেস্টের 'ফাইনাল শোয়ে' লক্ষ্যপূরণে ঝাঁপাতে হবে। পঞ্চম তথা শেষ দিনে মেঘলা আকাশ, বৃষ্টি, ঠান্ডা হাওয়ার প্রতিকূল পরিস্থিতিতে বেন ডাকেট, জ্যাক ক্রলিদের ব্যাটিংয়ে সেই ইতিবাচক মানসিকতার প্রতিফলনই মিলল।

ফেডারেশন মহাসচিব পদে নতুনের সম্ভাবনা

সুস্মিতা গঙ্গোপাধ্যায়

কলকাতা, ২৪ জুন : সভাপতির পাশাপাশি অল ইন্ডিয়া ফুটবল ফেডারেশনের নতুন মহাসচিব পদ নিয়েও এখন জোর জল্পনা। সাজি প্রভাকরণ নাকি চিরাগ তান্না অথবা অন্য কেউ?

যা পরিস্থিতি তাতে প্রফুল প্যাটেলের নিজের সভাপতি হওয়ার খুব একটা আগ্রহ নেই। যদিও নতুন স্পোর্টস কোড অনুযায়ী তাঁর আর দাঁড়াতে কোনও অসুবিধা হওয়ার কথা নয়। কিন্তু তিনি হয়তো ফেডারেশন সভাপতি হওয়ার ঝামেলাটা আর নিতে চাইবেন না। তবে ক্রীড়ামন্ত্রক ও স্বরাষ্ট্র দপ্তরের

দৌড়ে সাজি ও চিরাগ

সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রেখে চলছেন তিনিই। ফলে প্রফুলের অপছন্দের কেউ আসার সম্ভাবনা তেমন নেই। বিজেপি-র জাতীয় সম্পাদক ও মুখপাত্র তো বটেই আরএসএসের জাতীয় পর্যায়ের নেতা অরবিন্দ মেননের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক ভালো। ফলে তিনিই আপাতত সভাপতি হওয়ার দৌড়ে এগিয়ে। তবে ক্ষমতার চাবিকাঠি প্রফুলের হাতেই থাকার সম্ভাবনা। তাঁর নিজের লক্ষ্য শুধুমাত্র ফিফার কার্যনির্বাহী সমিতিতে ঢোকা। তিনি সেটাই চেয়ে রেখেছেন অমিত শা-র কাছে। এবারের সভাপতি নিয়োগে কিং মেকার হতে পারে বেশ কয়েকটি রাজ্যের প্রতিনিধিরা। যার মধ্যে আছে বাংলাও।

কিন্তু সভাপতি নয়, আসল কাজ করবেন ফেডারেশনের মহাসচিব। এই অরবিন্দের সঙ্গে সম্পর্ক ভালো সাজির। দুজনেই কেরলের মানুষ। কিন্তু সমস্যা হল, কল্যাণ চৌবের সময় থেকেই সাজি ফুটবলকর্তাদের অপছন্দের তালিকায় চলে গিয়েছেন। তাছাড়া তাঁকে পছন্দ করেন না প্রফুল প্যাটেল নিজেই। তাই অরবিন্দ চাইলেও সাজির পক্ষে ফেরা মুশকিল। চিরাগ বহুদিন ধরে স্বপ্ন দেখেন ফেডারেশনের মহাসচিব পদে বসার। তাঁর সঙ্গে রিলায়েন্সগোষ্ঠীর সম্পর্ক ভালো। তাঁকে ওই পদে বসানোর জন্য এমনকি এফএসডিএলের বিভিন্ন কাজ থেকেও তাঁকে প্রায় মাস দুয়েক হল অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে। কিন্তু তার পরেও তাঁকে আদৌ মহাসচিব পদে ফেরানো সম্ভব হবে কি না, তা নিয়ে সন্দেহ রয়েছে সব মহলেই। যা খবর, তাতে একেবারে নতুন করে আবেদন করতে বলা হতে পারে। তাঁদের প্রেজেন্টেশন এবং কাজের অভিজ্ঞতা দেখার পরেই হয়তো নিয়োগ করা হবে নতুন মহাসচিব। কারণ এখন আর এই পদটি সাম্মানিক নয়। বেতনভুক সচিব নিশ্চিতভাবেই সভাপতি বা শীর্ষকর্তাদের পছন্দের হবেন একথা বলাই যায়। যেখানে এমনকি প্রফুলের সময়ের কোনও পুরোনো মুখকেও দেখা যেতে পারে মহাসচিব পদে।

দোশির প্রয়াণে চমকে যান সৌরভ

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৪ জুন : তাঁর সঙ্গে পরিচয় ছিল দীর্ঘদিনের। যখনই ইংল্যান্ড যেতেন, দেখা হত দিলীপ দোশির সঙ্গে। ৭৭ বছর বয়সে গতকাল রাতে আচমকাই দিলীপের প্রয়াণের খবর পেয়ে মর্মাহত প্রাক্তন ভারত অধিনায়ক সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়। আজ বিকেলে সিএবিতে হাজির হয়ে মহারাজ বলেছেন, 'খুবই খারাপ খবর। গতরাতে ওঁর মৃত্যুর খবর পেয়ে চমকে গিয়েছিলাম। ভাবিনি এত তাড়াতাড়ি উনি চলে যাবেন। ওঁর পরিবারের প্রতি রইল সমবেদনা।'

শুধু সৌরভই নন, গতকাল রাতে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে লন্ডনে আচমকা দোশির প্রয়াণে শোকের আবহ বাংলা ক্রিকেট সংস্থার অন্দরেও। গত বছর বেঙ্গল প্রো টি২০ লিগের সময়ও কলকাতায় এসেছিলেন দিলীপ। চলতি বছরের শেষের দিকে তাঁর ফের কলকাতায় হাজির হওয়ার কথা ছিল। তার আগে এমন ঘটনায় শোকের ছায়া বাংলা ক্রিকেটে। আজ চলতি বেঙ্গল প্রো টি২০ লিগে সব ম্যাচের আগেই দিলীপের স্মরণে এক মিনিট নীরবতা পালন হয়েছে।

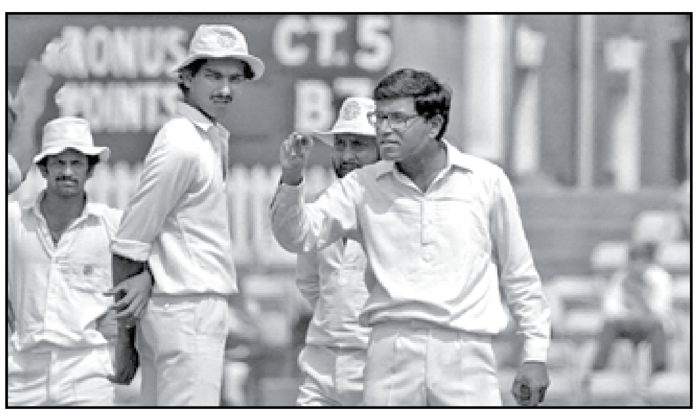
দিলীপ দোশির ক্রিকেট প্রতিভা নিয়ে বরাবরই শ্রদ্ধাশীল ছিলেন রবি শাস্ত্রী।

শোকপ্রকাশ শচীন, শাস্ত্রীদের

লন্ডন ও মুম্বই, ২৪ জুন : না ফেরার দেশে দিলীপ দোশি। প্রাক্তন ক্রিকেটারের মৃত্যুতে শোকস্তব্ধ ক্রিকেট বিশ্ব।

বর্ষীয়ান ভারতীয় ক্রিকেটারের মৃত্যুতে শোকপ্রকাশ করেছে ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ড। তাঁর স্মৃতিচারণ করেছেন মাস্টার ব্লাস্টার শচীন তেন্ডুলকার। সমাজমাধ্যমে তিনি লেখেন, 'দিলীপ ভাইয়ের সঙ্গে আমার প্রথম সাক্ষাৎ ১৯৯০ সালে যুক্তরাষ্ট্রে। ওই সফরে এক ঘণ্টারও বেশি নেটে আমাকে বল করেছিলেন। আমার অনুরাগীও ছিলেন। ওঁর অনুভূতিকে আমিও সম্মান জানাই। তবে দিলীপ ভাইয়ের মতো একজন ভালো মানুষকে মিস করব। মিস করব ওঁর সঙ্গে ক্রিকেট নিয়ে আলোচনা।'

শোকপ্রকাশ করে অনিল কুম্বলে লিখেছেন, 'দিলীপ ভাইয়ের মৃত্যুর খবর সত্যিই হৃদয়বিদারক। ঈশ্বর ওঁর পরিবার-পরিজনকে শক্তি দিক।' প্রাক্তন ভারতীয় ক্রিকেটার রবি শাস্ত্রী লেখেন, 'দিলীপ দোশির মৃত্যুর খবরে সত্যিই দুঃখিত। একজন দক্ষ বোলার, সর্বোপরি একজন আদ্যোপান্ত ভালো মনের মানুষকে হারালাম। ওঁর পরিবারের প্রতি সমবেদনা।' শোকপ্রকাশ করেছেন সৌরাষ্ট্র ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি জয়দেব শা, প্রাক্তন বিসিসিআই সচিব নিরঞ্জন শা।

লোকেশকে 'অভিভাবক' বলছেন ভন

ভারতীয় দলে স্টোকস দরকার : পূজারা

লিডস, ২৪ জুন : প্রতিভার অভাব নেই ভারতীয় দলে।

বিরাট কোহলি, রোহিত শর্মা, রবিচন্দ্রন অশ্বীনদের অবর্তমানে তরুণ ভারতীয় ব্রিগেড প্রস্তুত দায়িত্বটা নিজেদের কাঁধে তুলে নিতে। তবে শুভমান গিলের দলে একটাই অভাব- জেনুইন পেস অলরাউন্ডার নেই। হার্দিক পান্ডিয়া আশা জাগিয়ে শুরু করলেও চোটআঘাতে টেস্ট স্কোয়াডের বাইরে। ইংল্যান্ড সফরে শার্দূল ঠাকুরের ওপর আস্থা রাখলেও হেডিংলে টেস্টে হতাশা বাড়িয়েছেন।

চেতেশ্বর পূজারার গলায় সেই সুরটাই ধরা পড়ল। ভারতীয় দলের প্রাক্তন তিন নম্বর ব্যাটারের মতে, ভারতীয় দলে 'মিসিং লিঙ্ক' একজন যথাযথ পেস অলরাউন্ডার না থাকা। শুভমানদের দরকার ছিল বেন স্টোকসের মতো একজনকে। তাহলে ভারতীয় দলের ভারসাম্য অনেক বেড়ে যেত। বিদেশের মাটিতে পেস সহায়ক পরিস্থিতিতে যা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

> তরুণ ভারতীয় দলে সিনিয়ার সদস্য লোকেশ। দলের অভিভাবকের মতো। বিশেষত ব্যাটিংয়ে। ভারতীয় ব্যাটিংয়ের কেন্দ্রীয় চরিত্র। যথাযথ টেস্ট টেকনিক রয়েছে লোকেশের। আমি আগ্রাসী ব্যাটার পছন্দ করি। তবে লোকেশের মতো ব্যাটার দরকার যে কোনও দলের। -মাইকেল ভন

ভারতীয় দলকে নিয়ে পর্যালোচনা পূজারা বলেছেন, 'ভারতের দরকার স্টোকসের মতো একজনকে। যে ব্যাট, বল, ফিল্ডিং- সব বিভাগেই চৌখস। রবীন্দ্র জাদেজা রয়েছে ভারতীয় দলে। কিন্তু ভারতীয় পরিবেশে জাদেজা যথেষ্ট কার্যকর। তিন বিভাগেই প্রভাব রাখতে সমর্থ। কিন্তু বিদেশের মাটিতে তা নয়। দরকার স্টোকসের মতো একজন পেস অলরাউন্ডারকে।'

সুনীল গাভাসকারের পরামর্শ, স্টোকসের মতো কাউকে না পাওয়া গেলে নীতীশ কুমার রেড্ডিকে দিয়ে কাজ চালাতে পারেন গৌতম গম্ভীররা। বলেছেন, 'ভারতীয় দল নীতীশকে নিয়ে ভাবতে পারে। ও যথেষ্ট ভালো ব্যাটার। অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে শতরান করেছে। বোলিংয়ে আরও কিছুটা উন্নতি করতে হবে। তাহলে কিন্তু পেস অলরাউন্ডারের অভাব অনেকাংশে মেটাতে সক্ষম হবে ও।'

অপরদিকে, লোকেশ রাহুলের দায়িত্বশীল শতরানে মজে মাইকেল ভন। প্রাক্তন ইংল্যান্ড অধিনায়কের মতে, ভারতীয় ব্যাটিংয়ে লোকেশ হল 'অভিভাবক'। বলেছেন, 'তরুণ ভারতীয় দলে সিনিয়ার সদস্য লোকেশ। দলের অভিভাবকের মতো। বিশেষত ব্যাটিংয়ে। ভারতীয় ব্যাটিংয়ের কেন্দ্রীয় চরিত্র। যথাযথ টেস্ট টেকনিক রয়েছে লোকেশের। আমি আগ্রাসী ব্যাটার পছন্দ করি। তবে লোকেশের মতো ব্যাটার দরকার যে কোনও দলের।'

স্বামীর দুরন্ত ইনিংসে আবেগতারিত স্ত্রী আথিয়া শেট্টিও। গর্বিত লোকেশের শ্বশুর সুনীল শেট্টি। সমাজমাধ্যমে নিজেদের প্রতিক্রিয়ায় সেই আবেগ প্রকাশ করেছেন দুইজনে। লোকেশের সঙ্গে ছবি পোস্ট করে আথিয়া লিখেছেন, 'এটা স্পেশাল'। জামাইকে নিয়ে সুনীল শেট্টি লিখেছেন, 'চুপচাপ খেলে গেল। কিন্তু এই ইনিংস বলে গেল সবকিছু। তোমাকে নিয়ে গর্বিত আমি।' লোকেশের ব্যাটিং পজিশন নিয়ে 'মিউজিক্যাল চেয়ার' পরিস্থিতি প্রসঙ্গে গাভাসকার বলেছেন, 'লোকেশের কথায়, দেশের হয়ে খেলাটাই মূল কথা। কত নম্বরে খেলছি, সেটা বড় ব্যাপার নয়। দলের প্রয়োজনে যে কোনও পজিশনে খেলতে প্রস্তুত। মানসিকভাবে অত্যন্ত শক্তিশালী। আবেগের জায়গায়-দেশ সবার আগে।'

প্রাক্তন ইংল্যান্ড পেসার স্টিভ হার্মিসন আবার গম্ভীরকে পরামর্শ দিচ্ছেন, ঋষভ পন্থের কানের কাছে যেন 'ঘ্যানঘ্যান' না করে! যুক্তি, ঋষভকে ওর মতো খেলতে দেওয়া উচিত। গম্ভীর যেন নিজের মতামত চাপিয়ে দিয়ে ঋষভকে ঘেঁটে না দেয়। এক সাক্ষাৎকারে হার্মিসন বলেছেন, 'টেস্ট ছক্কা বীরেন্দ্র শেহবাগ ও রোহিতের পরই ঋষভ। ওর ব্যাটিংয়ে নিয়ন্ত্রিত আগ্রাসন দেখলাম। কয়েকটা ছক্কা মারার পর পরিস্থিতির কথায় মাথায় রেখে নিজেকে সংযত করেছে। ভারতীয় দলের কোচদের উচিত, ওকে বিরক্ত না করা।'

ডুরান্ড কাপে হয়তো নেই মোহনবাগান

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৪ জুন : ডুরান্ড কাপ থেকে নাম প্রত্যাহার করতে পারে মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট। ক্লাব ম্যানেজমেন্ট ইতিমধ্যেই নিজেদের মধ্যে সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছে। যদিও ডুরান্ড আয়োজকদের দাবি, কোনও চিঠি তাঁদের কাছে আসেনি। ফলে মোহনবাগানকে রেখেই সূচি তৈরি হচ্ছে। এইমুহূর্তে দলের একজন সিনিয়ার ফুটবলারও মাঠে নামেননি প্রস্তুতির জন্য। কলকাতা লিগের রিজার্ভ দল খেলানোর ভাবনা থাকলেও ডার্বির কথা মাথায় রেখেই শেষপর্যন্ত সিদ্ধান্ত বদল।

জুলাইয়ের শেষ বা অগাস্টের শুরুতে এএফসি কাপের জন্য প্রস্তুতি শুরু করবেন হোসে ফ্রান্সিসকো মোলিনা। তার আগে স্বদেশি বা বিদেশি কাউকেই পাওয়া যাবে না। অথচ জুলাই মাসের মাঝামাঝি ইস্টবেঙ্গলের প্রস্তুতি শুরু হওয়ার কথা। সেক্ষেত্রে তারা যদি ডার্বিতে পূর্ণ শক্তির দল নামায়, সেই ভাবনাও কাজ করছে মোহনবাগান ম্যানেজমেন্টের মধ্যে। রাতের দিকে খবর, ডুরান্ডে খেলার সম্ভাবনা প্রায় নেই বাগানের। যা মৌখিকভাবে তারা আয়োজকদের জানিয়েও দিয়েছে।

দুর্বলতা স্বীকারে নারাজ খোয়াজা

বার্বাডোজ, ২৪ জুন : সাম্প্রতিক সময়ে পেস বোলিংয়ের বিরুদ্ধে অজি ওপেনার উসমান খোয়াজার দুর্বলতা বারবার প্রকট হয়েছে। পরিসংখ্যান বলছে, ২০২৪ সালের পর থেকে পেসারদের বিরুদ্ধে তাঁর ব্যাটিং গড় ২৫.২৯। যেখানে স্পিনারদের বিরুদ্ধে ব্যাটিং গড় ৬৫.৮০।

যদিও পেস বোলিংয়ের বিরুদ্ধে নিজের দুর্বলতার কথা মানতে রাজি নন অজি ওপেনার। তিনি বলেছেন, 'আমার যদি পেস বোলিংয়ে সমস্যা থাকত, তাহলে বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপে অস্ট্রেলিয়ার সর্বোচ্চ রানসংগ্রাহক হতাম না। একজন ওপেনার অন্যদের থেকে বেশি পেস বোলিংয়ের মুখোমুখি হয়।'

এদিকে তরুণ ওপেনার স্যাম কনস্টাস ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে টেস্ট সিরিজে খোয়াজার সঙ্গী হতে চলেছেন। এই প্রসঙ্গে অজি তারকা বলেছেন, 'স্যাম খুব প্রতিভাবান ক্রিকেটার। আমার দায়িত্ব ওকে ঠিকঠাক গাইড করা।' বুধবার বার্বাডোজে অস্ট্রেলিয়া-ওয়েস্ট ইন্ডিজ প্রথম টেস্ট শুরু হচ্ছে।

গায়ানায় পুষ্পার্ঘ্য

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৪ জুন : আইএফএ-এর সিইও পুষ্পার্ঘ্য চট্টোপাধ্যায় এবার নতুন ভূমিকায়। সম্প্রতি তিনি গায়ানা ফুটবল ফেডারেশনের সচিব পদে নিযুক্ত হয়েছেন। ১ অগাস্ট থেকে পুষ্পার্ঘ্য দায়িত্ব নেবেন। নতুন দায়িত্বে পাওয়ার পর আইএফএ-র সিইও পদ থেকে ইস্তফা দিয়েছেন। আপাতত নোটিশ পিরিয়ডে রয়েছেন তিনি।

জন্মদিনের আগের রাতে ইন্টার মায়ামিকে জেতাতে না পেরে হতাশ লিওনেল মেসি।

ড্র করেও মেসিরা শেষ ষোলোয়

ফ্লোরিডা, ২৪ জুন : ফিফা ক্লাব বিশ্বকাপের শেষ ষোলোয় ইন্টার মায়ামির জায়গা নিশ্চিত হল। তবুও জন্মদিনের আগের রাতটা ফিকে হয়ে গেল লিওনেল মেসির জন্য।

আটকে গেল ইন্টার মায়ামি। পালমেইরাসের বিরুদ্ধে ২-২ গোলে ড্র। গ্রুপ পর্ব শেষে দুই দলের ঝুলিতেই ৫ পয়েন্ট। গোলপার্থক্যে এগিয়ে থাকার সুবাদে গ্রুপ 'এ'-র শীর্ষে থেকে প্রি-কোয়ার্টার

নকআউটে পিএসজি, বোটাফোগো

ফাইনালে খেলা নিশ্চিত করল ব্রাজিলের ক্লাব পালমেইরাস। দ্বিতীয় দল হিসাবে নক আউটের ছাড়পত্র পেলেন মেসিরা।

১৬ মিনিটে আর্জেন্টাইন ফুটবলার তাদেও আয়েন্দের গোলে এগিয়ে যায় ইন্টার মায়ামি। যদিও আক্রমণ ও সুযোগ তৈরিতে শুরু থেকেই ব্রাজিলের ক্লাবটিরই আধিপত্য ছিল। ৬৫ মিনিটে ২-০ করেন লুইস সুয়ারেজ। পিছিয়ে পড়া পালমেইরাস অল আউট আক্রমণে ঝাঁপানোয় কিছুটা গুটিয়ে যায় মায়ামি। তারই ফায়দা তোলে ব্রাজিলের ক্লাবটি। ৮০ ও ৮৭ মিনিটে পরপর দুই গোল করে ম্যাচ ড্র করে তারা। গ্রুপের অন্য ম্যাচে রুদ্ধশ্বাস লড়াই হল আল আহলি ও পোর্তোর মধ্যে। যদিও ৮ গোলের রোমাঞ্চকর ম্যাচ ড্র হল ৪-৪ ফলে।

অন্যদিকে, সিয়াটেল সাউন্ডার্সকে ২-০ গোলে হারিয়ে 'বি' গ্রুপের শীর্ষে থেকেই শেষ ষোলোর ছাড়পত্র আদায় করল প্যারিস সাঁ জাঁ। ম্যাচের দুই অর্ধে ইউরো চ্যাম্পিয়নদের হয়ে

সিয়াটেল সাউন্ডার্স	০-২	প্যারিস সাঁ জাঁ
অ্যাটলেটিকো মাদ্রিদ	১-০	বোটাফোগো
ইন্টার মায়ামি	২-২	পালমেইরাস
পোর্তো	৪-৪	আল আহলি

গোল দুইটি করেন কভিচা কাভারাৎস্কেইয়া (৩৫) ও আচরাফ হাকিমি (৬৬)। অন্যদিকে, বোটাফোগোর বিরুদ্ধে ১-০ গোলে জিতেও গ্রুপ পর্ব থেকেই বিদায় নিল অ্যাটলেটিকো মাদ্রিদ। ৮৭ মিনিটে জয়সূচক গোলটি আতোঁয়া গ্রিজম্যানের করা। তিন ম্যাচ শেষে বোটাফোগো, অ্যাটলেটিকো দুই ক্লাবের ঝুলিতেই ৬ পয়েন্ট। তবে গোলপার্থক্যে এগিয়ে থাকায় 'বি' গ্রুপের দ্বিতীয় দল হিসাবে নকআউট নিশ্চিত করেছে ব্রাজিলিয়ান ক্লাবটি।

কাউন্টি ক্রিকেটে শতরান তিলকের

লন্ডন, ২৪ জুন : প্রথম সুযোগেই বাজিমাত। বিলেতের মাটিতে প্রথমবার কাউন্টি ক্রিকেট খেলতে নেমেই শতরান করলেন তিলক ভার্মা। হ্যাম্পশায়ারের হয়ে অভিষেক ম্যাচে এসেক্সের বিরুদ্ধে শতরান করেছেন তিলক। চার নম্বরে ব্যাট করতে নেমে গতকাল ৯৮ রানে অপরাজিত ছিলেন তিলক। আজ হ্যাম্পশায়ার বনাম এসেক্সের ম্যাচের তিন নম্বর দিনে চার নম্বরে ব্যাটিং করতে নেমে সেঞ্চুরি করে নজর কেড়েছেন তিলক। ১০০ রানের পর সিমন হার্মারের বলে ডিন এলগারের হাতে ক্যাচ দিয়ে সাজঘরে ফেরেন তিলক। ২৪১ বলের ইনিংসে ১১টি চার ও তিনটি ছক্কা মেরেছেন তিলক।

মোনাকোতে যোগ দিচ্ছেন পোগবা

প্যারিস, ২৪ জুন : অবশেষে ফুটবলে ফিরছেন ফরাসি তারকা পল পোগবা। শোনা যাচ্ছে, ফরাসি ক্লাব মোনাকোতে যোগ দিতে পারেন এই বিশ্বজয়ী তারকা। এর আগে সৌদি প্রো লিগের একটি দলের সঙ্গে পোগবার কথাবার্তা হলেও শেষপর্যন্ত চুক্তি হয়নি। গত বছরের ফেব্রুয়ারি মাসে ডোপিংয়ের দায়ে ফরাসি তারকাকে চার বছরের জন্য ফুটবল থেকে নিষিদ্ধ করা হয়। তবে গত অক্টোবর মাসে সেই সাজার মেয়াদ কমিয়ে ১৮ মাস করা হয়েছিল। চলতি বছরের মার্চ মাসে পোগবার ওপর থেকে নিষেধাজ্ঞা উঠেছে। তারপর থেকেই ফুটবলে ফিরতে মরিয়া ছিলেন ফরাসি তারকা।

স্বপ্নভঙ্গ তরুণ ভারতের

ভারত : ৪৭১ ও ৩৬৪
ইংল্যান্ড : ৪৬৫ ও ৩৭৩/৫

(৫ উইকেটে জয়ী ইংল্যান্ড)

লিডস, ২৪ জুন : স্বপ্নের অপমৃত্যু। দুই ইনিংসে ভারতীয় ব্যাটারদের পাঁচ-পাঁচটা সেঞ্চুরি। প্রথম ইনিংসে জসপ্রীত বুমরাহর বল হাতে ম্যাজিক। শুভমান পক্ষের শুভ সূচনার মঞ্চ প্রস্তুত। উঁকি মারছিল ২০০২ সালে শচীন তেন্ডুলকারদের হেডিংলে জয়ের সোনালি অতীতের পুনরাবৃত্তির।

যদিও তরুণ ভারতের তিলেতিলে তৈরি সাজানো মঞ্চ ভেঙে খানখান। বছর তেইশ আগের সোনালি অতীত নয়, বদলে ফিরল ২০২২ সালে সফরে বার্মিংহাম টেস্টে ৩৭৭ রানের পুঁজি নিয়ে হারের তিক্ত স্মৃতি। সেদিন জনি বেয়ারস্টো, জো রুটের যুগলবন্দি ভারতের মুখের গ্রাস কেড়ে নিয়েছিল। আজ হেডিংলে দ্বৈরথে জয় ছিনিয়ে নিয়ে গেল বেন ডাকেট-জ্যাক ক্রলির ওপেনিং জুটি। প্রথম দল হিসেবে একটি ম্যাচে পাঁচটি শতরান করেও হারের তিক্ততা নিয়ে মাঠ ছাড়ল ভারত।

ইংল্যান্ডের সামনে লক্ষ্য ৩৭১। চতুর্থ দিনের শেষে ২১/০। শেষদিনে আজ দরকার ৩৫০। ভারতের প্রয়োজন ১০ উইকেট। মাথার ওপর মেঘলা আকাশ। মাঝেমধ্যে বৃষ্টি। সঙ্গে ঠান্ডা হাওয়া। ছিল পঞ্চম দিনের উইকেটে ক্ষতচিহ্ন। বোলিংয়ের আদর্শ পরিবেশ। যদিও ডাকেটের (১৪৯) দুরন্ত ব্যাটিংয়ে এলোমেলো সব অঙ্ক। ক্রলির (৬৫) সঙ্গে ডাকেটের রেকর্ড ১৮৮ রানের যুগলবন্দিতে বেলাইন ভারত।

শুভমান গিলরা শেষদিকে চেষ্টা চালিয়েও যে স্ক্রিপ্ট বদলাতে পারেননি। ১৮৮/০ থেকে ২০৬/২। তারপর ২৫২/২ থেকে ২৫৩/৪। প্রসিধ কৃষ্ণা ও শার্দূল ঠাকুরের জোড়া ধাক্কায় ম্যাচে অবিশ্বাস্য কিছু ঘটার আশা দেখাচ্ছিল। বেন স্টোকসকে (৩৩) যখন রবীন্দ্র জাদেজা ফেরান ইংল্যান্ড ৩০২/৫। কিন্তু রুট-প্রাচীর ভাঙতে পারেননি ভারতীয় বোলাররা।

মেঘলা লিডসে ডাকেটের ডাকাতি

২০২২ সালের বার্মিংহামে ৩৭৮ জয়লক্ষ্যে ভারত-বধের অন্যতম কারিগর ছিলেন রুট। আজ চাপের মুখে অপরাজিত ৫৩-তে গৌতম গম্ভীরদের আশায় জল ঢাললেন। জেমি স্মিথ অপরাজিত থাকেন ৪৪ রানে। নিটফল, ৫ উইকেট হাতে রেখে ভারত-বধ। বিজয়োৎসবের বদলে সুযোগ হাতছাড়ার আফসোস নিয়ে ফেরা। দুই ইনিংস মিলিয়ে ৮৩৫ রান করেও হার তরুণ ভারতের!

খেলা শুরুর আগে এদিন ১ মিনিটের নীরবতা পালন। দুই দল কালো আর্মব্যান্ড পরে মাঠে নামে প্রয়াত দিলীপ দোশিকে শ্রদ্ধা জানিয়ে। তবে ইংল্যান্ড-বধে প্রাক্তনকে যথাযথ শ্রদ্ধা জানানোর সুযোগ ছিল শুভমানদের। দিনের প্রথম ঘণ্টা গুরুত্বপূর্ণ। নতুন বল সবে ৬ ওভার পুরোনো। চতুর্থ দিনের শেষে লোকেশ আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে বলেছিলেন, বোলাররা প্রস্তুত।

ডাকেট শোয়ে যদিও আগাগোড়া উলটো ছবি। ইংল্যান্ডের তারকাখচিত ব্যাটিং লাইনআপে ডাকেট অনেকটা ‘খেটে খাওয়া’ ডাকাবুকো সদস্য। বল ছাড়ার বদলে মারতে বেশি পছন্দ করেন। প্রথম আধঘণ্টা বাদ দিয়ে বাকি সময়ে তারই প্রদর্শনী।

ডাকেটের যে বাজবলের বিচ্ছুরণে খেই হারালেন জসপ্রীত বুমরাহও (৫৭/০)। ১৯ ওভার বল করে উইকেটহীন! আর বুমরাহ ব্যর্থ হলে কী হাল হবে ভারতীয় বোলিংয়ে, তা চোখের সামনে। অনায়াসে মাঠের চতুর্দিকে শট খেললেন ডাকেট। প্রথম সেশনে অবিচ্ছিন্ন থেকে দলকে ১১৭/০-তে পৌঁছে দেন ডাকেট-ক্রলি। লাঞ্চের পর গিয়ার বদল। ১২১ বলে ষষ্ঠ সেঞ্চুরিতে পা রাখেন ডাকেট। হাফ সেঞ্চুরি ক্রলিরও। মাঝে ডাকেটদের ‘রান ডাকাতিতে’ কিছুক্ষণের জন্য ব্রেক লাগে বৃষ্টিতে। শুভমানদের জন্য শাপে বর। বৃষ্টির পর অল আউট ঝাঁপায় ভারত। প্রসিধের হাত ধরে প্রথম উইকেট ক্রলির (৬৫)। নিজের পরের ওভারে প্রসিধের ঝোলায় ওলি পোপ (৮)। দমবন্ধ পরিবেশে কিছুটা স্বস্তির অক্সিজেন।

বাঁহাতি ডাকেটকে কিন্তু রোখা যাচ্ছিল না। অফস্টাম্পের বাইরে বুমরাহ-মহম্মদ সিরাজদের বল পেলে অনায়াসে বাউন্ডারি হাঁকাচ্ছিলেন। রিভার্স সুইপে বিগড়ে দিলেন জাদেজার লাইন লেংথ। যার সুবাদে ৫৪তম ওভারেই আড়াইশো পার ইংল্যান্ডের। দরকার আর ১২১। হাতে আট উইকেট, ৪৩ ওভার। ঠান্ডা ও বৃষ্টিকে উপেক্ষা করে মাঠে উপস্থিত ভারতীয় সমর্থকরা হয়তো বৃষ্টির প্রার্থনা করছিলেন।

ফের টুইস্ট। এবার শার্দূলের জোড়া শিকার। পরপর দুই বলে সাজঘরে ‘বিপজ্জনক’ ডাকেট (১৭০ বলে ১৪৯) ও হ্যারি ব্রুক (০)। ম্যারাথন ইনিংসের ক্লান্তি। পা ঠিকঠাক যায়নি। শট হাওয়ায় চলে যায়। ইতি ২১টি চার ও ১টি ছক্কা সাজানো ডাকেট-শোয়ে। উদ্দীপনা বাড়িয়ে পরের বলেই ব্রুক-শিকার শার্দূলের। হ্যাটট্রিক আটকান স্টোকস। ২৫৩/৪। দরকার ছিল দ্রুত স্টোকস-রুটকে ফেরানো।

যদিও তা হয়নি। স্টোকস (৩৩) যখন ফেরেন তিনশো পার ইংল্যান্ড। তবে তখনও ইংল্যান্ডের জয়ের জন্য প্রয়োজন ৬৯ রান। কিন্তু কোন দুর্বোধ্য কারণে বুমরাহকে বল হাতে দেখা গেল না, তা নিয়ে সমালোচকরা ইতিমধ্যেই প্রশ্ন তুলতে শুরু করেছেন। যার সুযোগে ভারতের ক্ষীণ আশায় জল ঢেলে অবিচ্ছিন্ন ৭১ রানে জুটিতে বৈতরণি পার রুট-স্মিথের। আসলে পঞ্চম দিনে ডাকেট শোয়ের অনেক আগেই ম্যাচ হাতছাড়া করেছিল ভারত। প্রথম ইনিংসে গোটা চারেক ক্যাচ মিস। এদিন জোড়া ক্যাচ। একটা যশস্বী জয়সওয়াল ফেলেন। সবমিলিয়ে ম্যাচে যশস্বীর একারই চার-চারটি ক্যাচ হাতছাড়া! এরপর ইংল্যান্ডের মাটিতে থ্রি লায়ন্স শিকার- আশাটা বাড়াবাড়ি। চুকোতে হল প্রথম ইনিংসে ৪৩০/৩ থেকে ৪৭১-এ গুটিয়ে যাওয়ার খেসারতও। নাহলে ছবিটা হয়তো অন্যরকম হত। রুটদের বদলে হয়তো শুভমানরাই ভিকট্রি ল্যাপ দিতেন ঐতিহাসিক হেডিংলেতে।

ভারতের বিরুদ্ধে সর্বাধিক রানতাড়া

লক্ষ্য	স্কোর	প্রতিপক্ষ	স্থান	সাল
৩৭৮	৩৭৮/৩	ইংল্যান্ড	বার্মিংহাম	২০২২
৩৭১	৩৭৩/৫	ইংল্যান্ড	লিডস	২০২৫
৩৩৯	৩৪২/৮	অস্ট্রেলিয়া	পারথ	১৯৭৭
২৭৬	২৭৬/৫	ওয়েস্ট ইন্ডিজ	নয়াদিল্লি	১৯৮৭
২৪০	২৪৩/৩	দক্ষিণ আফ্রিকা	জোহানেসবার্গ	২০২২

সর্বাধিক রান তুলেও হার (দুই ইনিংস মিলিয়ে)

রান	পরাজিত দল	প্রতিপক্ষ	স্থান	সাল
৮৬১	ইংল্যান্ড	অস্ট্রেলিয়া	হেডিংলে	১৯৪৮
৮৪৭	পাকিস্তান	ইংল্যান্ড	রাওয়ালপিন্ডি	২০২২
৮৩৭	নিউজিল্যান্ড	ইংল্যান্ড	ট্রেন্ট ব্রিজ	২০২২
৮৩৫	ভারত	ইংল্যান্ড	হেডিংলে	২০২৫

শুভমানের কাঠগড়ায় লোয়ার অর্ডার ব্যাটিং ও ক্যাচিং

লিডস, ২৪ জুন : ঝুলে যাওয়া কাঁধ। ঝুলে যাওয়া চোয়াল। মুখচোখে বিস্ময়ের ঘোর!

প্রথম ইনিংসে ৪৭১। দ্বিতীয় ইনিংসে ৩৬৪। তারপরও পাঁচ উইকেটে হেডিংলে টেস্টে হার। পাঁচটি শতরান করেছেন ভারতীয় ব্যাটাররা। তারপরও পরাজিতর দলে টিম ইন্ডিয়া।

কেন? হেডিংলে টেস্টে হেরে সিরিজে ১-০ ব্যবধানে পিছিয়ে পড়ার পর ভারত অধিনায়ক শুভমান গিল তাঁর দলের ‘অবাক’ হারের ব্যাখ্যা দিয়েছেন। নিয়মিতভাবে ক্যাচ মিসের পাশে দুই ইনিংসেই দলের মিডল-লোয়ার অর্ডার ব্যাটিং বিপর্যয়ের ঘটনাকেই কাঠগড়ায় তুলে দিয়েছেন তিনি। নয়া ভারত অধিনায়ক শুভমানের কথায়, ‘দুর্দান্ত একটা টেস্ট ম্যাচ হল। আমাদেরও জেতার সুযোগ ছিল। কিন্তু সেটা হয়নি। এতগুলো ক্যাচ মিসের পাশে লোয়ার অর্ডার যেভাবে দুই ইনিংসেই ডুবিয়ে দিল, সেটা নিয়ে আমাদের আরও ভাবতে হবে।’ টিম ইন্ডিয়ার অন্দরে ব্যর্থতার ময়নাতদন্ত শুরু হয়ে গিয়েছে। বার্মিংহামে দ্বিতীয় টেস্টের আগে পর্যন্ত নিশ্চিতভাবে দলের ব্যর্থতার পর্যালোচনা চলবে। কিন্তু ভুল শুধরানো যাবে কি?

জবাব দেবে সময়। ভারত অধিনায়ক শুভমান আশাবাদী। তাঁর কথায়, ‘দ্রুত ভুল শুধরে নিতে হবে আমাদের। এই দলটা তরুণ, অনভিজ্ঞ। হয়তো একটু সময় লাগবে। কিন্তু আমরা ফিরে আসবই। ইতিমধ্যেই ক্যাচ মিস ও লোয়ার অর্ডারের বিপর্যয় নিয়ে আলোচনা করেছি আমরা। দেখা যাক কী হয়।’ যশস্বী জয়সওয়াল শতরান করলেও ধারাবাহিকভাবে ক্যাচ ছেড়ে ভারতীয় ক্রিকেটপ্রেমীদের কাছে ম্যাচ কা মুজরিম হয়ে গিয়েছেন তিনি। সঙ্গে রয়েছে জসপ্রীত বুমরাহর উপর অত্যধিক নির্ভরতা। বুমরাহ কি সিরিজের বাকি থাকা চার টেস্টেই খেলবেন? এমন প্রশ্নেরও স্পষ্ট জবাব দেননি হতাশায় ডুবে থাকা ভারত অধিনায়ক। শুভমান ধোঁয়াশা রেখে বলেছেন, ‘এখনও কিছুই সিদ্ধান্ত হয়নি। সবে প্রথম টেস্ট শেষ হল। পরের টেস্টের আগে সময় রয়েছে। দ্বিতীয় টেস্টের আগেই বুমরাহ নিয়ে সিদ্ধান্ত নেব আমরা।’ হতাশার ফিল্ডিংয়ের পাশে বুমরাহ না খেললে টিম ইন্ডিয়ার বোলিংয়ের হাল যে আরও বেহাল হবে, সেই কথা এখনই বলে দেওয়া যায়।

রিভার্স সুইপে বেন ডাকেট। তুরীয় মেজাজে ব্যাট ঘোরালেন সারাদিন।

দুরন্ত প্রয়াস। তারপরও বেন ডাকেটের ক্যাচ ধরে রাখতে পারলেন না যশস্বী জয়সওয়াল। ৯৭ রানে থাকা ডাকেট শেষপর্যন্ত ফেরেন ১৪৯ রানে।

১৭ রানে আউট বৈভব সূর্যবংশী।

ব্যর্থ বৈভব-আয়ুষ

অনূর্ধ্ব-১৯ ভারত ৪৪৪

লাফবোরো, ২৪ জুন : ইংল্যান্ড সফরের শুরুটা ভালো হল না বৈভব সূর্যবংশী-আয়ুষ মাত্রের। ইংল্যান্ড ইয়ং লায়ন্সের বিরুদ্ধে আমন্ত্রণী ৫০ ওভারের ম্যাচে ওপেন করতে নেমে আয়ুষ আউট হলেন ১ রানে। বৈভব ১৭ রানে ফিরে যান। দলের দুই তারকার ব্যর্থতার পরও অনূর্ধ্ব-১৯ ভারত ৯ উইকেটে ৪৪৪ রান তুলেছে। ৯ নম্বরে নেমে হরবংশ পাঙ্গালিয়া ৫২ বলে ১০৩ রান করে অপরাজিত থেকে যান। তিনটি অর্ধশতরানের ইনিংস এসেছে লোয়ার অর্ডার থেকে। ৬ নম্বরে নামা রাহুল কুমার (৭৫), ৭ নম্বরে নেমে কণিষ্ক চৌহান (৭২) ও ৮ নম্বর ব্যাটার আরএস অম্বরিশ (৭২) – প্রত্যেকেই সফল হয়েছেন।

জবাবে ইংল্যান্ড ইয়ং লায়ন্সকে ৪১.১ ওভারে ২১১ রানে অল আউট করে বড় জয় ছিনিয়ে নেয় অনূর্ধ্ব-১৯ ভারতীয় দল।

যার জন্য এটি প্রযোজ্য

এই মর্মে জানানো যাচ্ছে যে, মিস্টার অরিজিৎ রায়, পিতা- অর্ধেন্দু রায়, ঠিকানা- পারুলিয়া, থানা-খরগ্রাম, জেলা- মুর্শিদাবাদ, রাজ্য-পশ্চিমবঙ্গ, কর্মচারী কোড-৩২৯৩১৭৮, যোগাযোগ নম্বর- ৭৭১৮৩৭৩০২৪, তাঁকে Teamlease সংস্থার মাধ্যমে Mahindra and Mahindra Financial Services Ltd-এ নিয়োজিত করা হয়েছিল।
উল্লেখ্য, তাঁর শিলিগুড়ি শাখায় Mahindra and Mahindra Financial Services Ltd-এর সঙ্গে যুক্ত থাকা মেয়াদ ৩০/০৩/২০২৫ তারিখে শেষ হয়েছে। অতএব, কোম্পানির পক্ষ থেকে অনুরোধ করা হচ্ছে- উক্ত প্রাক্তন কর্মচারীর সাথে কোম্পানি সংক্রান্ত কোনো বিষয়ে আর কোনওরকম লেনদেন করবেন না।

Legal Officer
Santanu Mallick
(Mahindra and Mahindra Financial Ltd.)

ম্যাচের সেরা বিকু থাপা।

জিতল বান্ধব

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ২৪ জুন : মহকুমা ক্রীড়া পরিষদের গৌরচন্দ্র দত্ত, অমৃতকুমার চৌধুরী ও বিমলা পাল ট্রফি প্রথম ডিভিশন ফুটবল লিগে মঙ্গলবার গ্রুপ ‘এ’-তে বান্ধব সংঘ ৫-২ গোলে জিতেছে অগ্রগামী সংঘের বিরুদ্ধে। কাঞ্চনজঙ্ঘা ক্রীড়াঙ্গনে বিকু থাপা জোড়া গোল করেন। তাদের অন্য তিনটি গোল সৌমিত বর্মন, প্রিয়াংশু প্রধান ও প্রথম রানার। অগ্রগামীর গোলস্কোরার আশিস রায় ও দেবাশিস রায়। ম্যাচের সেরা হয়ে বিকু পেয়েছেন দেবলকৃষ্ণ মজুমদার ট্রফি।

জিতল ড্রিম, ভিএনসি মর্নিং

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ২৪ জুন : ডিএসইউ তরাই মর্নিং এফসি-র গণেশচন্দ্র সেন, নিতাই পোদ্দার ও মাঠের সাথি গ্রুপ ট্রফি অনূর্ধ্ব-১৫ ফুটবলে মঙ্গলবার ভিএনসি মর্নিং সকার ১-০ গোলে হারিয়েছে কমলা সংঘ ফুটবল কোচিং সেন্টারকে। সুরজ রায় গোল করে। ম্যাচের সেরা নির্বাচিত হয়েছে কমলার অমল লিম্বু। ড্রিম এফসি ১-০ গোলে জিতেছে নকশালবাড়ি ফুটবল অ্যাকাডেমির বিরুদ্ধে। গোলটি ম্যাচের সেরা সুদীপ বর্মনের।

ম্যাচের সেরা সুদীপ বর্মন।

অস্ট্রাভা মিটেও চ্যাম্পিয়ন নীরজ

৮৫.২৯ মিটার ছুড়ে খেতাব জয় নিশ্চিত করেন নীরজ চোপড়া।

অস্ট্রাভা, ২৪ জুন : প্যারিস ডায়মন্ড লিগের পর অস্ট্রাভা গোল্ডেন স্পাইক টুর্নামেন্টেও চ্যাম্পিয়ন নীরজ চোপড়া। তবে প্যারিসের মতো প্রথম থ্রোয়েই জয়ের রাস্তা গড়ে নেওয়া নয়, ফাউল করে চিন্তাতেই ফেলে দিয়েছিলেন ভারতের একনম্বর জ্যাভলিন থ্রোয়ার। এই প্রতিযোগিতাটির ডিরেক্টর আবার নীরজের বর্তমান কোচ জান জেলেজনি। তাঁকেও দেখা যায় ছাত্রকে কিছু বলতে। এরপরই ধাক্কা সামলে নীরজ দ্বিতীয় প্রয়াসে ৮৩.৪৫ মিটার থ্রোয়ে প্রথম তিনে জায়গা করে নেন। সামনে তখন শুধু দক্ষিণ আফ্রিকার ডোউ স্মিথ ও গ্রেনাডার অ্যান্ডারসন পিটার্স। ছন্দে ফেরা নীরজ সেখানেই সন্তুষ্ট না থেকে তৃতীয় থ্রো করেন ৮৫.২৯ মিটারের। যা তাঁকে প্রতিযোগিতায় একনম্বর স্থান এনে দিয়েছে। কিন্তু পরবর্তী তিন প্রয়াসে নীরজ সেই ছন্দ ধরে রাখতে পারেননি। চতুর্থটিতে ৮২.১৭ মিটার ও পঞ্চমে ৮১.০১ মিটার ছোড়ার পর শেষ প্রয়াসে আবার ফাউল করেন।

তাতে অবশ্য নীরজের চ্যাম্পিয়ন হওয়া আটকায়নি। ৮৪.১২ মিটারের ব্যক্তিগত সেরা থ্রোয়ে দ্বিতীয় স্থানে শেষ করেন ডোউ। ৮৩.৬৩ মিটার থ্রোয়ে পিটার্স থামেন তৃতীয় স্থানে।

সুব্রত কাপের জোনের খেলা শুরু

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ২৪ জুন : শিলিগুড়ি জেলা বিদ্যালয় ক্রীড়া পর্ষদের জোন পর্যায়ের খেলা মঙ্গলবার শুরু হয়েছে। পর্ষদের সচিব চঞ্চল মজুমদার জানিয়েছেন, প্রথমদিন খেলা হয়েছে শিলিগুড়ি উত্তর জোন ও ফাঁসিদেওয়া-বিধাননগর জোনের। উত্তর জোনের খেলা হচ্ছে বাঘা যতীন বিদ্যাপীঠে। ফাঁসিদেওয়া-বিধাননগর জোনের খেলা দেওয়া হয়েছে কুরবান আলি হাইস্কুলে। বুধবার বাকি তিনটি জোনের খেলাও শুরু হবে। ফাইনাল বৃহস্পতিবার। প্রতিটি জোনের প্রত্যেক বয়স বিভাগের চ্যাম্পিয়ন দল জেলা পর্যায়ের খেলায় অংশগ্রহণ করার সুযোগ পাবে। যা শুরু হবে ২৮ জুন।

বিজ্ঞাপন
ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির ₹১ কোটির বিজয়ী হলেন কলকাতা-এর এক বাসিন্দা

09.04.2025 তারিখের ড্র তে ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির 61K 27301 নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তার বিজয়ী টিকিটটি জমা দিয়েছেন। বিজয়ী বললেন "ডিয়ার লটারি এবং নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারি অসংখ্য বিজয়ী তৈরি করে আসছে এবং আমিও তাদের সাথে আমার ভাগ্য পরীক্ষা করতে পেরে খুবই আনন্দিত বোধ করছি। আমি প্রথম পুরস্কারের এক কোটি টাকার এই বিশাল পরিমাণ জিতেছি এবং সকলকে কোটিপতি হওয়ার এই অভাবনীয় সুযোগটি দেওয়ার জন্য আমার সমস্ত আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই।" ডিয়ার লটারির প্রতিটি ড্র সরাসরি দেখানো হয়।
পশ্চিমবঙ্গ, কলকাতা - এর একজন বাসিন্দা সুমিত কুমার সিং - কে
* বিজয়ীর তথ্য সরকারি ওয়েবসাইট থেকে সংগৃহীত।

ফাইনালে দেশবন্ধু, পুরনিগমের অ্যাকাডেমি

ম্যাচের সেরার ট্রফি নিচ্ছে তন্ময় হালদার। মঙ্গলবার।

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ২৪ জুন : উইনার্স ফুটবল কোচিং সেন্টারের আন্তঃ কোচিং সেন্টার ফুটবলে কালীকৃষ্ণ রায়, শ্যামল ঘোষ ও শান্তি গুহ ট্রফি অনূর্ধ্ব-১৫ ছেলেদের বিভাগে ফাইনালে উঠল দেশবন্ধু স্পোর্টিং ইউনিয়ন তরাই মর্নিং। মঙ্গলবার দ্বিতীয় সেমিফাইনালে তারা ১-০ গোলে রায় ফুটবল কোচিং সেন্টারকে হারিয়েছে। এনআরআই ইনস্টিটিউট মাঠে গোল করে শুভজিৎ বর্মন। ম্যাচের সেরা দেশবন্ধুর গোলকিপার তন্ময় হালদার।

অন্যদিকে সন্তোষকুমার সরকার, অনুজ ভৌমিক ও অরুণবরণ চট্টোপাধ্যায় ট্রফি অনূর্ধ্ব-১৩ ছেলেদের বিভাগে ফাইনালে উঠল পুরনিগমের ফুটবল অ্যাকাডেমি। এদিন প্রথম সেমিফাইনালে তারা ২-০ গোলে রায় কোচিং সেন্টারের বিরুদ্ধে জয় পায়। জোড়া গোল করে আয়ুষ্মান দেবনাথ। ম্যাচের সেরা পুরনিগমের সৃজন ওরাওঁ।